উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২২ ভাদ্র ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 8 September 2024 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 112

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের
বিশেষ উদ্যোগ-সমূহ

নারী ও কন্যার নিরাপত্তার
সুনিশ্চয়তার লক্ষ্যে

মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালের নিকটস্থ স্থানে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য **১০০** কোটি টাকা নির্দিষ্ট হয়েছে। সিসিটিভি এবং আলোর ব্যবস্থা সব গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় হচ্ছে

দ্রুত বিচারের স্বার্থে ৮৮টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট, ৬২টি POCSO designated কোর্ট (নাবালিকাদের জন্য) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

এদের মধ্যে: নারীর উপর সংগঠিত অপরাধের দ্রুত বিচারের জন্য স্থাপিত হয়েছে ৫২টি নির্দিষ্ট কোর্ট

৪৯টি মহিলা থানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে

মহিলাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্ভয়া তহবিল প্রকল্পের অধীনে রাজ্য এখনও পর্যন্ত **১০৭** কোটি টাকা খরচ করেছে

'রাত্তিরের সাথি' প্রকল্প

সুরক্ষা ব্যবস্থা বাড়ানো, চিহ্নিত স্থানে বিশ্রামকক্ষ নির্মাণ এবং গভীর রাতে কর্মরত মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিরাপদ অঞ্চল তৈরি করা

রাত্রে মহিলা স্বেচ্ছাসেবকদের মোতায়েন করা- সুরক্ষার স্বার্থে

সকল কর্মরত মহিলার জন্য তাৎক্ষণিক অ্যালার্মের সুবিধা সহ একটি বিশেষ মোবাইল ফোন অ্যাপ তৈরি করা হচ্ছে। এটি স্থানীয় থানাগুলি এবং স্থানীয় পুলিশ কন্ট্রোল রুমগুলির সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে

অপরাজিতা টাস্ক ফোর্স

নারীর বিরুদ্ধে অপরাধের তদন্ত ত্বরান্বিত করার জন্য একটি বিশেষ পুলিশ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে

প্রত্যেক জেলায় এই টাস্ক ফোর্স থাকবে

যতটা সম্ভব একজন মহিলা পুলিশ অফিসারের দ্বারা তদন্ত পরিচালিত হবে

' অপরাজিতা বিল ', ২০২৪; নির্যাতিতাদের জন্য দ্রুত ও কঠোর ন্যায়বিচার
(৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এই বিল পাশ করা হয়েছে)

ধর্ষণ: দোষীর আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা; বা মৃত্যুদণ্ড

ধর্ষণের কারণে নির্যাতিতার মৃত্যু হলে, বা 'ভেজিটেটিভ অবস্থা' হলে: **দোষীর মৃত্যুদণ্ড**

গণধর্ষণ: দোষীর আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা; বা মৃত্যুদণ্ড

অ্যাসিড হামলা: দোষীর আমৃত্যু সশ্রম কারাদণ্ড ও জরিমানা

তদন্তের দ্রুত নিষ্পত্তি: এফআইআর দায়ের করার তারিখ থেকে সর্বোচ্চ **৩৬** দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করা হবে (প্রাথমিকভাবে **২১** দিনের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করতে হবে, কিন্তু একজন বরিষ্ঠ অফিসার বিশেষ কারণ রেকর্ড করে তা আরও **১৫** দিন পর্যন্ত বাড়াতে পারেন)

নারীর ওপর অপরাধের বিচারের নিষ্পত্তি: চার্জশিট দাখিলের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে বিচার সম্পন্ন করা হবে

জরিমানার অর্থ ব্যয় হবে নির্যাতিতার চিকিৎসায় / নির্যাতিতার পরিবারের অর্থনৈতিক সহায়তায় বা পুনর্বাসনে

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ICA-D1541(21)/2024

আকর্ষণীয় রিটার্ন দিচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

আগাস্টে ৯.৩৭ শতাংশ রিটার্ন দিয়েছে একটি সেক্টরাল ফান্ড ডব্লিউওসি ফার্মা অ্যান্ড হেল্থকেয়ার ফান্ড। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছে দুটি ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড— পিজিআইএম ইন্ডিয়া গ্লোবাল ইকুইটি অপারচুনিটিজ ফান্ড (৭.৩১ শতাংশ) এবং মাহিন্দ্রা ম্যানুলাইফ এশিয়া প্যাসিফিক ফান্ড (৭.২৮ শতাংশ)। শুধু তাই নয়, রিটার্নের বিচারে প্রথম সারিতে জায়গা করে নিয়েছে আরও কয়েকটি ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড। পাশাপাশি দেশে এখন ইন্টারন্যাশনাল ফান্ডে লগ্নিও ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে।

ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড কী?

ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড হল এমন মিউচুয়াল ফান্ড যা বিদেশের বিভিন্ন শেয়ার বাজার বা সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ করে। এই ফান্ডের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হল দেশের বিনিয়োগকারীদের বিদেশে বিনিয়োগের সুযোগ করে দেওয়া। এছাড়াও কয়েকটি ওভারসিজ এক্সচেঞ্জ ট্রেডেড ফান্ড রয়েছে যা বিদেশের শেয়ার বাজারে নথিভুক্ত শেয়ারে বিনিয়োগ করে।

কীভাবে কাজ করে?

স্থানীয় মিউচুয়াল ফান্ডের মতোই কাজ করে ইন্টারন্যাশনাল মিউচুয়াল ফান্ড। দেশ, থিম, সেক্টর ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে বাজারে চালু রয়েছে একাধিক ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড। এই ফান্ডগুলির কেনা-বেচা স্থানীয় মিউচুয়াল ফান্ডের মতোই করা যায়।

কীভাবে বিনিয়োগ করবেন?

- প্রথমে ডি ম্যাট এবং ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে।
- কেওয়াইসি প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে।
- আপনার আর্থিক লক্ষ্য, ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা এবং লগ্নির মেয়াদ বিবেচনা করে ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড নির্বাচন করতে হবে। প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।
- ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে টাকা স্থানান্তর করতে হবে।
- ট্রেডিং অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল ফান্ডের ইউনিট কিনতে হবে।
- নিয়মিত নজরদারি এবং প্রয়োজনে লগ্নির অঙ্ক বাড়ানো বা কমানোর কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

কেন বিনিয়োগ করবেন?

দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ থেকে বড় অঙ্কের রিটার্ন পেতে হলে পোর্টফোলিওতে বৈচিত্র্য আনা একান্তই জরুরি। এই কারণে লগ্নিকারীরা বিভিন্ন ধরনের ফান্ডে বিনিয়োগ করেন। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের অর্থনীতির হাল সব সময়ে ইতিবাচক থাকে না। দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। তাই পোর্টফোলিওতে ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড থাকলে তা বৈচিত্র্য আনার পাশাপাশি বড় রিটার্নেরও সন্ধান দিতে পারে।

মনে রাখতে হবে

- এই ফান্ড যে দেশে বিনিয়োগ করে সেই দেশের মুদ্রায় তা করতে হয়। ভারতীয় মুদ্রা টাকার সঙ্গে সেই দেশের মুদ্রার ওঠানামা আপনার বিনিয়োগে প্রভাব ফেলতে পারে।
- যে দেশের সম্পদে বিনিয়োগ করা হচ্ছে সেই দেশের অর্থনীতির পাশাপাশি রাজনৈতিক পরিস্থিতিও বিনিয়োগে প্রভাব ফেলে।
- ইন্টারন্যাশনাল ফান্ডের ক্ষেত্রে করের নানান বৈচিত্র্য রয়েছে। লগ্নির আগে এই বিষয়টি সম্পর্কে বিশদে জানতে হবে।
- স্থানীয় ফান্ডের তুলনায় ইন্টারন্যাশনাল ফান্ডে ম্যানেজমেন্ট ফিজ বেশি হয়।
- স্থানীয় ফান্ডের তুলনায় ইন্টারন্যাশনাল ফান্ডে লগ্নিতে ঝুঁকি বেশি।

সেরা কয়েকটি ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড

ফান্ড	একবছরে রিটার্ন
ডিএসপি ওয়ার্ল্ড গোল্ড এফওএফ	৪৫.৬৩ শতাংশ
এডেলওয়াইজ এশিয়ান ইকুইটি অফশোর	২৮.২৩ শতাংশ
ইনভেস্কো গ্লোবাল ইকুইটি ইনকাম এফওএফ	২৬.০৯ শতাংশ
আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল ইউএস ব্লুচিপ ইকুইটি	২৫.৯০ শতাংশ
এইচডিএফসি ডেভেলপড ওয়ার্ল্ড ইন্ডেক্সেস এফওএফ	২৫.৩০ শতাংশ
কোটাক ইন্টারন্যাশনাল রিট এফওএফ	২৪.৯৭ শতাংশ
ফ্র্যাঙ্কলিন ইন্ডিয়া ফিডার ফ্র্যাঙ্কলিন ইউএস অপারচুনিটিজ ফান্ড	২৪.৫৫ শতাংশ
বন্ধন ইউএস ইকুইটি এফওএফ	২৪.৭১ শতাংশ
এডেলওয়াইজ ইউরোপ ডায়নামিক ইকুইটি অফশোর	২৩.১৫ শতাংশ
মাহিন্দ্রা ম্যানুলাইফ এশিয়া প্যাসিফিক রিট এফওএফ	২৩.০০ শতাংশ

সতর্কীকরণ : মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

অবসর হোক নিশ্চিন্তে

প্রবীণ আগরওয়াল

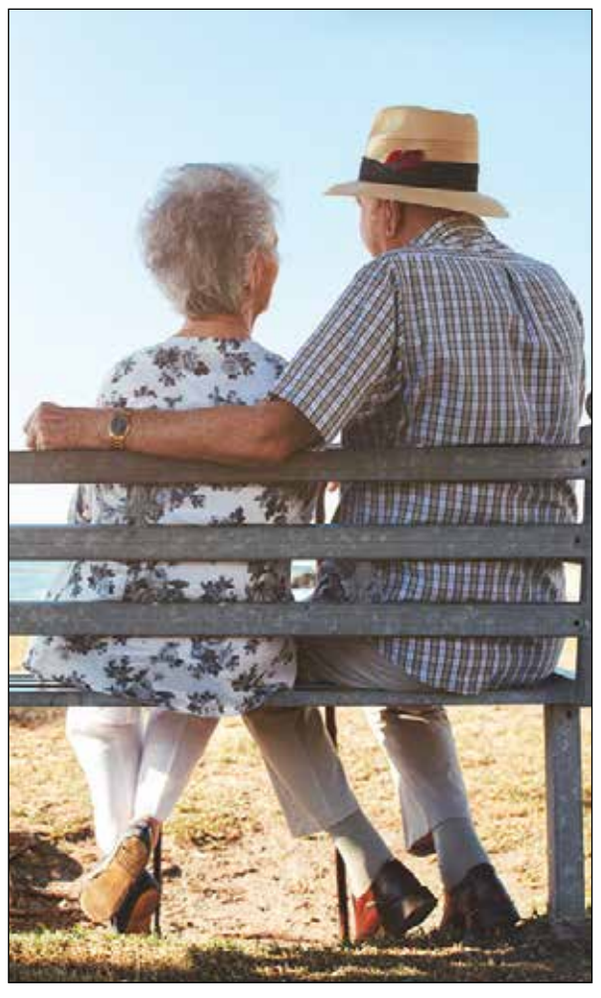

সব ভালো যার শেষ ভালো...। কর্মজীবনের ক্ষেত্রেও এই বাংলা প্রবচনটি ভালোভাবে খাপ খেয়ে যায়।

কাজের জগতে সাফল্যের অন্যতম মাপকাঠি ধরা হয় অর্থনৈতিক প্রাপ্তিযোগকে। প্রধানত ২টি উদ্দেশ্যে আমরা আয় করি। এক, ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক চাহিদা পূরণ। দুই, জরুরি প্রয়োজন। তবে এর সঙ্গে তৃতীয় লক্ষ্যও থাকা উচিত। তা হল স্বচ্ছল অবসরের জন্য তহবিল গঠন।

সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে ৩১ শতাংশ ভারতীয় নিজেদের অবসর জীবন নিয়ে আত্মবিশ্বাসী নন। কর্মজীবনে ইতি টানার পর ভবিষ্যৎ দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য হাতে পর্যাপ্ত অর্থ থাকার বিষয়ে তাঁরা সন্দিহান। এই অনিশ্চয়তা কাটিয়ে উঠতে হলে দরকার ধারাবাহিক সঞ্চয়।

অবসরের জন্য তহবিল গঠনের পথে ২টি বড় বাধা হচ্ছে, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি এবং কর্মজীবনের পরিধি হ্রাস। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে আমাদের সম্যক ধারণা রয়েছে। ভারতে কাজে যোগ দেওয়ার বয়স সাধারণভাবে ২২-২৫ বছর। আপনি যদি ৪০-এ অবসরের পরিকল্পনা করেন, তাহলে হাতে ১৮-১৫ বছরের বেশি থাকে না। অবসর তহবিল তৈরির পক্ষে এই সময়টা বেশি নয়। কিন্তু ৫০-৫৫ বছরে অবসর নিলে আপনি নিশ্চিন্তে অবসরের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ সঞ্চয় করতে পারেন।

অবসরের লক্ষ্যে সঞ্চয় শুরু করার আদর্শ সময় ২২-২৮ বছর বয়স। অনেকের ধারণা, অবসর তহবিল হচ্ছে বয়সকালে অসুস্থতাজনিত খরচের জন্য সঞ্চয়। এটা ঠিক নয়। অবসরে রোগভোগ ছাড়াও নানা দায়দায়িত্ব পালনের জন্য খরচ হয়। অবসর নেওয়ার পর আপনাকে কোন কোন দায়িত্ব পালন করতে হবে তার আগাম হিসাব কষা জরুরি। তবেই প্রয়োজনীয় তহবিলের পরিমাণ সম্পর্কে আপনার ধারণা তৈরি হবে।

এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে সিস্টেমেটিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান বা এসআইপি। মিউচুয়াল ফান্ডে লগ্নি বাবদ দেয় অর্থ প্রতিমাসে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ফান্ড তহবিলে জমা হয়। ফান্ড বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদে (১৫-২০ বছর) ইকুইটি মিউচুয়াল ফান্ড ভালো লাভ দিতে পারে।

ভবিষ্যতের তহবিল তৈরি করতে হলে বর্তমানের বেহিসাবি খরচে রাশ টানা জরুরি। যেসব খাতে খরচ কমানো সম্ভব সেগুলি চিহ্নিত করুন। যে টাকা বাঁচবে তা সঞ্চয়ের জন্য বরাদ্দ করা যাবে।

কর্মস্থল বাছাই করাও গুরুত্বপূর্ণ। বাড়ি থেকে দূরে থাকতে গিয়ে বাড়িভাড়া, খাওয়া-দাওয়া, যাতায়াত খরচের পর খুব কম টাকা সঞ্চয়ের জন্য পড়ে থাকে। কর্মক্ষেত্র বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বেতনের পরিমাণের পাশাপাশি এই বিষয়টিও খেয়াল রাখতে হবে।

বাড়ি থেকে দূরে থাকলে এমন জায়গায় সাধ্যের মধ্যে বাড়িভাড়া খুঁজুন যেখান থেকে ন্যূনতম খরচে কর্মস্থলে পৌঁছোনো যাবে। এতে আপনার পরিবহণ খরচ কমবে। এই ধরনের ছোট ছোট পদক্ষেপগুলি আপনাকে বড় তহবিল গড়তে সাহায্য করবে।

(লেখক- রেজিস্টার্ড মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটার)

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক

● **সেক্টর :** প্রাইভেট ব্যাংক ● **বর্তমান মূল্য :** ১৪০৯ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ১৩২৯/১৬৯৪ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ১,০৯,৭৭৭ কোটি ● **বুক ভ্যালু :** ৮১০ ● **ফেস ভ্যালু :** ১০ ● **ডিভিডেন্ড :** ১.১৭ ● **ইপিএস :** ১১৫.৮৫ ● **পিই :** ১১.২ ● **আরওসিই :** ৭.৯৩ শতাংশ ● **আরওই :** ১৫.২ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ১৬৫০

একনজরে

- চলতি অর্থবর্ষের প্রথম কোয়ার্টারে ইন্ডাসইন্ড ব্যাংকের নিট মুনাফা ২ শতাংশ বেড়ে ২১৭১ কোটি টাকা হয়েছে। নিট ইন্টারেস্ট ইনকামও ১১ শতাংশ বেড়ে ৫৪০৮ কোটি টাকা হয়েছে।
- বিগত কোয়ার্টারে ব্যাংকটির গ্রস এনপিএ ২.০২ শতাংশ এবং নিট এনপিএ ০.৬০ শতাংশে নেমে এসেছে।
- ওই কোয়ার্টারে ব্যাংকটিতে জমা ১৫ শতাংশ বেড়ে ৩ লক্ষ ৯৮ হাজার ৫১৩ কোটি টাকা হয়েছে।
- বিগত ৫ বছর ধরে ২২.১ শতাংশ সিএজিআরে ইন্ডাসইন্ড ব্যাংকের মুনাফা বাড়ছে।
- ব্যাংকটির ব্যবসা গত দশ বছর ধরে ২০ শতাংশ হারে বাড়ছে।
- কার্যকরী মূলধনের প্রয়োজনীয়তা ৬২ দিন থেকে কমে ৪০ দিনে নেমে এসেছে।
- ইন্ডাসইন্ড ব্যাংকের নেতিবাচক বিষয়গুলি হল- প্রমোটাররা ৪৫.৫ শতাংশ শেয়ার হোল্ডিং কমিয়েছে। গত তিন বছরে শেয়ার প্রতি আয় কমা ইত্যাদি।
- ইন্ডাসইন্ড ব্যাংকের ১৬.৪ শতাংশ শেয়ার প্রোমোটারের হাতে রয়েছে। বিদেশি এবং দেশি আর্থিক সংস্থার হাতে রয়েছে যথাক্রমে ৩৮.৪ শতাংশ এবং ৩০.২ শতাংশ শেয়ার।
- ক্রেডিট কার্ড এবং মিউচুয়াল ফান্ডের ক্ষেত্রে বিগত কয়েক বছরে ব্যবসা লক্ষণীয়ভাবে কমেছিল ব্যাংকটির। বর্তমানে এই ক্ষেত্রে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে ইন্ডাসইন্ড ব্যাংক।
- আইসিআইসিআই সিকিওরিটিজ, শেয়ারখান সহ একাধিক ব্রোকারেজ সংস্থা এই শেয়ার কেনার পক্ষে রায় দিয়েছে।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

সপ্তাহের শেষ লেনদেনের দিনে বড় ধাক্কা খেল ভারতীয় শেয়ার বাজার। সপ্তাহ শেষে নিফটি ২৪,৮৫২.১৫ এবং সেনসেক্স ৮১,১৮৩.৯৩ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। এই পতন অনেকটাই প্রত্যাশিত ছিল। এতেই শেষ নয়। আগামী সপ্তাহে পতনের মাত্রা আরও গভীর হতে পারে। এর পাশাপাশি অস্থিরতাও বাড়বে। ১৭-১৮ সেপ্টেম্বর সুদের হার পর্যালোচনায় বসবে মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ। সেই বৈঠকের দিকেই তাকিয়ে লগ্নিকারীরা। ততদিন ওঠানামা চলবে ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শেয়ার বাজারে।

শুক্রবার রাতে আমেরিকায় কর্মসংস্থানের পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে। সেই পরিসংখ্যান অনুযায়ী অগাস্টে ১.৪২ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান হয়েছে যা প্রত্যাশার থেকে অনেকটাই কম। সেই দেশে অর্থনীতি স্থিতিশীল করতে এই মুহূর্তে ২.০ লক্ষ হারে কর্মসংস্থান বাড়ার প্রয়োজন ছিল। কর্মসংস্থানের হার দুর্বল হওয়ায় মার্কিন শীর্ষ ব্যাংকের সুদের হার কমানো প্রায় নিশ্চিত হয়েছে। ১৭-১৮ সেপ্টেম্বরের বৈঠকে সুদের হার ৫০ বেসিস পয়েন্ট কমানো হতে পারে।

সুদের হার কমার সম্ভাবনা বাড়ায় শেয়ার বাজার খুশি হলেও মন্দার আশঙ্কাও ফের ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় তা সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে ধাক্কা দিয়েছে।

আমেরিকায় জুলাইতে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরির হার গত সাড়ে তিন বছরের মধ্যে সবথেকে কম হয়েছে। এই পরিসংখ্যান মন্দার আশঙ্কা বাড়িয়েছে। পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধির হার ফের ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার সম্ভাবনাও বাড়িয়ে দিয়েছে। যা ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্তে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলে ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার ৫০-এর পরিবর্তে ২৫ বেসিস পয়েন্ট কমাতে পারে। যা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আগামী দিনে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার রেপো রেট কমানোর হারও এই সিদ্ধান্তে প্রভাবিত হতে পারে।

ভারতীয় শেয়ার বাজারের পতনের নেপথ্যে রয়েছে আরও একাধিক কারণ। তার মধ্যে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল ভ্যালুয়েশন। সূচকের রেকর্ড উত্থানে একাধিক সংস্থার শেয়ারদর অস্বাভাবিক বেড়েছে। বুধবার থেকে তাই মুনাফা ঘরে তোলার হিড়িক পড়েছে শেয়ার বাজারে। আগামী কয়েকদিন তাই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। গুণগত মানে ভালো শেয়ারে লগ্নির পরিকল্পনা করার পাশাপাশি লগ্নির সঠিক সময় নির্বাচনও একান্ত জরুরি। এই সংশোধন ভালো শেয়ার কেনার সুযোগও দেবে লগ্নিকারীদের। দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে। দৈনন্দিন কেনাবেচা থেকে বিরত থাকতে হবে।

বিগত কয়েক সপ্তাহে শেয়ার বাজারে ওঠানামা চললেও সোনা-রুপোর দামে তেমন কোনও পরিবর্তন হয়নি। তবে আগামী দিনে ফের ঊর্ধ্বমুখী হতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতুর দাম।

এ সপ্তাহের শেয়ার

- **রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ :** বর্তমান মূল্য-২৯২৯.৬৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩২১৮/২২২০, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২৮৫০-২৯০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৯৮২২০৭, টার্গেট-৩১৫০।
- **টাটা পাওয়ার :** বর্তমান মূল্য-৪১৬.৯৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৭১/২৩১, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৩৯০-৪০৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৩৩২৩০, টার্গেট-৪৮৫।
- **বায়োকন :** বর্তমান মূল্য-৩৭৩.৭০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৯৫/২১৭, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-৩৫০-৩৬০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৪৪৮৬৬, টার্গেট-৪২০।
- **কানারা ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-১০৩.৩৮, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১২৯/৬৭, ফেস ভ্যালু-২.০০, কেনা যেতে পারে-৯৫-১০২, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৯৩৭৭২, টার্গেট-১৪৭।
- **ওএনজিসি :** বর্তমান মূল্য-৩০৮.৮০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৪৫/১৮০, ফেস ভ্যালু-৫.০০, কেনা যেতে পারে-২৯০-৩০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৮৮৪৭৯, টার্গেট-৩৬৫।
- **রেপকো হোম ফিন্যান্স :** বর্তমান মূল্য-৫৩২.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৫৮১/৩৫১, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৫০০-৫১১, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৩২৮, টার্গেট-৬২৪।
- **সিইএসসি :** বর্তমান মূল্য-১৮৭.৮৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-২১০/৮২, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-১৭০-১৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৪৯০০, টার্গেট-২৩৪।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

আমেরিকার বাজারে লাগাতার সংশোধন জারি

বোধিসত্ত্ব খান

এনভিডিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকার ডিপার্টমেন্ট অফ জাস্টিস অ্যান্টি ট্রাস্ট আইন মোতাবেক সপিনা পাঠানোর পর থেকেই আমেরিকার বিভিন্ন ইনডাইসেসগুলিতে সংশোধন চলছে। বিশেষত ন্যাসড্যাক যাতে বিভিন্ন টেকনলজি কোম্পানি রয়েছে, তাতেই ক্ষতি হয়েছে বেশি। তবে বিতর্ক এখানেই শেষ নয়। নতুন করে এনভিডিয়া এবং মাইক্রোসফট-কে কোর্টে টেনে নিয়ে গিয়েছে টেক্সাসের একটি ছোট কোম্পানি। যারা অভিযোগ করেছে, তাদের ডেটা প্রসেসিং টেকনলজি যা এআই উন্নতিতে সাহায্য করে থাকে তা চুরি করে মাইক্রোসফট এবং এনভিডিয়া অর্থাৎ পেটেন্ট ইনফ্রিঞ্জমেন্টের অভিযোগে বিদ্ধ হচ্ছে বিশ্বের এই স্বনামধন্য দুটি কোম্পানি।

শুক্রবার রাতে আমেরিকার ডাউজোন্স (-১.০১ শতাংশ), এস অ্যান্ড পি (-১.৭৩ শতাংশ), ন্যাসড্যাক (-২.৫৫ শতাংশ) পতন দেখে। এদিন ইউরোপীয় মার্কেটগুলি যেমন ফুটসি, ক্যাক, ড্যাকও পতন দেখে। যদিও এর প্রভাব এশীয় বাজারের ওপর ছিল মিশ্র। ভারতীয় শেয়ার বাজারে বহুদিন পর নিফটি (-১.১৭ শতাংশ), সেনসেক্স (-১.২৪ শতাংশ), নিফটি ব্যাংক (-১.৭৪ শতাংশ), নিফটি আইটি (-০.৯৭ শতাংশ), বিএসই স্মল ক্যাপ (-০.৯৬ শতাংশ) পতন দেখেছে। ফিউচারস অ্যান্ড অপশনস সেগমেন্টে যে স্টকগুলি পতন দেখে তার মধ্যে রয়েছে ভোডাফোন আইডিয়া (-১১.৫৩ শতাংশ), জিএমআর এয়ারপোর্টস (-৪.৯৫ শতাংশ), ইনডাস টাওয়ারস (-৪.৫১ শতাংশ), কানারা ব্যাংক (-৪.৮৫ শতাংশ), এসবিআই (-৪.৪৩ শতাংশ)। সার্বিকভাবে পিএসইউ ইন্ডেক্সে ৩ শতাংশের ওপর পতন হয়।

এই পতনের মাঝেও বহু কোম্পানির শেয়ার এদিন ৫২ সপ্তাহের উচ্চতা দেখে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গডফ্রে ফিলিপস, গ্লেনমার্ক লাইফ, সুভেন ফার্মা, পিরামল ফার্মা, পিআই ইন্ডাস্ট্রিজ ইত্যাদি। যে কোম্পানির শেয়ারগুলি এদিন ভালো র‍্যালি করেছে তার মধ্যে রয়েছে

পতন ভারতীয় বাজারেও

এসবিআই কার্ড, ম্যারিকো, পিআই ইন্ডাস্ট্রিজ, কোফর্জ লিমিটেড, এশিয়ান পেন্টস। শুক্রবার এসএমই (স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস) সেগমেন্টে একটি নতুন কোম্পানির লিস্টিং হয় যার নাম বস প্যাকেজিং সলিউশনস। দিনের শেষে এর শেয়ার ৩১ শতাংশ প্রিমিয়ামে বন্ধ হয়। উল্লেখযোগ্য হল এর আইপিও ওভার সাবস্ক্রাইবড হয়েছিল ১৩৬ গুণ। এর আগে রিসোর্স অটোমোবাইল বলে একটি ক্ষুদ্র কোম্পানির শেয়ার ৪১৯ গুণ ওভারসাবস্ক্রাইবড হয়। ওভার সাবস্ক্রিপশনের পরিমাণ ছিল ৪৯০০ কোটি টাকার কাছাকাছি। অথচ দিল্লিতে দুটো ইয়ামাহা শোরুম ছাড়া কিছুই নেই তাদের।

ভোডাফোন আইডিয়ার বড় পতনের পিছনে বেশ কিছু কারণ থাকতে পারে। তবে মনে করা হচ্ছে, গোল্ডম্যান স্যাকসের রিপোর্টের ভিত্তিতে বিনিয়োগকারীরা এই কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করতে শুরু করেন। গোল্ডম্যান স্যাকসের বক্তব্য অনুযায়ী, ভোডাফোন আইডিয়া ২০৩১-এর আগে অবধি ব্রেকইভেন হতে পারবে না। অর্থাৎ না লাভ না লোকসান এই অবস্থাতে পৌঁছোতে গেলে ভোডাফোনকে এখনও সাত বছর অপেক্ষা করতে হতে পারে। ভোডাফোনের বর্তমান মার্কেট ক্যাপ ৯০,৬১৮ টাকা। এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু ৩৪০৯৬০ কোটি টাকা। অর্থাৎ সুবিশাল ঋণের বোঝা রয়েছে এই কোম্পানির মাথায়। অথচ এর অপারেটিং প্রফিট গত চার কোয়ার্টার ধরে ৪০০০ কোটি টাকার ওপর। কিন্তু ঋণের ওপর সুদ দিয়ে চলেছে প্রায় ৫৫০০ কোটি টাকা প্রতি কোয়ার্টারে। জুন কোয়ার্টারে এর নেট লস ছিল ৬৪৩২ কোটি টাকা। এই কোম্পানি গত তেরোটি কোয়ার্টারে কোনও লাভের মুখ দেখতে পারেনি।

শুক্রবার নিফটি ২৯২.৯৫ পয়েন্ট নীচে নামে। সেনসেক্স নামে ১০১৭.২৩ পয়েন্ট নীচে। নিফটি ব্যাংকে সংশোধন আসে ৮৯৬.২০ পয়েন্ট। যেভাবে ভারতীয় শেয়ার বাজারে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারের দর চড়ছিল তাতে বাজারে একটি সংশোধন সত্যিই কাঙ্ক্ষিত ছিল। সোমবার বাজার নতুনভাবে র‍্যালি করে ২৫০০০-এর ওপর উঠবে নাকি বিশ্ববাজারের প্রভাবে আবারও দুর্বল হবে, তা বলা মুশকিল। কেবল কয়েকটা সেক্টর নয়, সমস্ত সেক্টরেই পতন এসেছে বলা চলে। আমেরিকাতে যদি পতন চলতে থাকে তাহলে স্বাভাবিকভাবে ভারতীয় শেয়ার বাজারেও তার প্রভাব পড়তে পারে। আমেরিকায় আসন্ন রিসেশনের ভীতি এইসময় বিশ্বের সমস্ত বাজারকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২২ ভাদ্র ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 8 September 2024 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 112

বনফুলের 'অগ্নীশ্বর' ও তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসে ডাক্তাররা অমর হয়ে উঠেছেন। ইদানীং তাঁরাই প্রধান আলোচনার কেন্দ্রে। প্রচ্ছদ কাহিনীতে তাঁরা।

অগ্নীশ্বর

▸▸ ১৩ থেকে ১৬ পাতায়

মণিপুরে ফের সংঘর্ষ, মৃত ৬

ফের অগ্নিগর্ভ মণিপুর। শনিবার ভোরে জিরিবাম জেলায় সংঘর্ষে অন্তত ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। একাধিক এলাকায় হামলা-পালটা হামলা চলেছে দিনভর। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জিরিবামের প্রত্যন্ত এলাকায় এক ব্যক্তিকে ঘরে ঢুকে গুলি করে মারে বন্দুকবাজরা। এরপরই বিভিন্ন এলাকায় কুকি-জো ও মেইতেইদের গুলি বিনিময় শুরু হয়।

▸▸ বিস্তারিত বারোর পাতায়

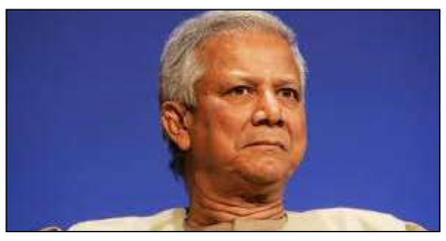

জাতীয় সংগীত বদল নয় বাংলাদেশে

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি মুছে ফেলার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা'র বদলে অন্য কোনও গানকে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত করার দাবি জোরদার হচ্ছে। তবে মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের দায় নেবে না বলে জানিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের ধর্ম উপদেষ্টা খালিদ হোসেন।

▸▸ বিস্তারিত বারোর পাতায়

'প্লাজমা'য় শাসকদলের ছাত্রদের লুট

সিলিং বানিয়ে টাকা আদায়

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : জীববিজ্ঞান অনুসারে রক্তের অন্যতম প্রধান উপাদান হল প্লাজমা। প্লাজমাতেই দ্রবীভূত থাকে প্রোটিন, মিনারেল সহ গুরুত্বপূর্ণ নানা উপাদান। রক্তের প্লাজমার মতো উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের 'প্লাজমা'-তেই লুকিয়ে শাসকদলের ছাত্র নেতাদের নানা কুকীর্তি। তাই বোধহয় ভেবেচিন্তেই উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের বার্ষিক অনুষ্ঠানের নাম রাখা হয়েছে 'প্লাজমা'। নম্বর বৃদ্ধি, পরীক্ষায় নকল করা, প্রশ্ন বিক্রিতে নজর পড়লেও প্লাজমা দুর্নীতির পর্দা এখনও পুরোপুরি সরেনি। প্লাজমার নামে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ টাকা লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে চিকিৎসক নেতাদের একাংশের বিরুদ্ধে।

প্রতিবছর চারদিনের ওই বার্ষিক অনুষ্ঠানে অনুদানের নামে হুইপ জারি করে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আদায় করা হত মোটা টাকা। টাকা আদায়ের জন্য সিলিং বেঁধে দেওয়া হত। আয়োজক কমিটিতে থাকত শাসকদল ঘনিষ্ঠ পঞ্চম বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা। প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে নেওয়া হত সবথেকে বেশি টাকা (মাথাপিছু ১২-১৫ হাজার), দ্বিতীয়, তৃতীয় বর্ষের সিলিং ছিল ১০ হাজারে। চতুর্থ বর্ষের কাছ থেকে আদায় করা হত মাথাপিছু আট হাজার। পঞ্চম বর্ষের ছাত্রছাত্রীরা অনুদান দিত নামমাত্র। শিক্ষকদের কাছ থেকেও টাকা নেওয়া হত। উত্তরবঙ্গ লবির নেতাদের মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের অন্য মেডিকেল কলেজ এবং কলকাতার বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের পড়ুয়া এবং চিকিৎসকদের একাংশের কাছ থেকেও প্লাজমার জন্য টাকা তোলা হত। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ির বিভিন্ন নার্সিংহোম, ল্যাব থেকেও মোটা টাকা তুলতেন আয়োজকরা।

কোটি কোটির কারবার

- প্লাজমার নামে লুট মেডিকেলে
- সিলিং তৈরি করে দিয়ে টাকা আদায় করা হত পড়ুয়াদের কাছ থেকে
- নির্দিষ্ট সময়ে টাকা না দিলে দিতে হত জরিমানা
- উত্তরবঙ্গ এবং কলকাতার বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ থেকেও আসত টাকা
- উত্তরবঙ্গ লবির চিকিৎসকদের হুইপেই টাকা দিতেন নার্সিংহোম মালিকরা

মেডিকেল কলেজের এক চিকিৎসকের অনুমান, 'দেড় থেকে দু'কোটি টাকা তো হবেই।' কিন্তু সেই টাকার অর্ধেকও অনুষ্ঠানের জন্য খরচ করা হত না বলেই অভিযোগ। দু'বছর আগে প্লাজমার আয়োজকদের একজনের কথা, '৩০-৩৫ লক্ষের বেশি কোনওভাবেই খরচ হয় না।' তাহলে বাকি টাকা কোথায় যায়? খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে ওই জুনিয়ার ডাক্তার বলেন, 'কী আর বলব? সবই তো বোঝেন।'

পড়ুয়ারা জানিয়েছেন, চলতি বছর ৩ অক্টোবর থেকে প্লাজমা হবে বলেই তাঁদের জানানো হয়েছিল। সেইমতো টাকা তোলার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছিল। এবছর দেড় কোটি টাকা বাজেট করা হয়েছে জানিয়ে অনুদানের সিলিংও চার-পাঁচ হাজার টাকা হিসাবে বৃদ্ধি করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানের জন্য কলকাতার এক গায়িকার সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনাও নাকি করা হয়েছিল। চলতি বছর প্লাজমা হবে কি না তা নিয়ে আপাতত কোনও কথা বলতে নারাজ কেউই। মাটিগাড়ার একটি নার্সিংহোমের ম্যানেজারের বক্তব্য, 'প্লাজমার জন্য প্রতিবছরই টাকা দিতে হয়। গত বছর ৪০ হাজার দিয়েছিলাম। এবার এখনও কিছু জানায়নি।' অভিযোগ, প্লাজমার জন্য অডিট করা হত না। টাকা জমা পড়ত না নির্দিষ্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টেও। নয়ছয়ের প্লাজমার ভাগ পেতেন কারা সেটা খুঁজে বের করার দাবি উঠেছে।

ধর্ষণ, খুনে সাজা ফাঁসি

অন্য মামলায় ২৫ বছর জেল জলপাইগুড়িতে

বিরলতম, বললেন বিচারক

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় যখন মহম্মদ আব্বাসের মৃত্যুদণ্ড চাইছিলেন তখন তার বিরোধিতা করেন অভিযুক্তের আইনজীবী বুলা রায়। আব্বাসের বাড়িতে বয়স্ক মা ছাড়াও স্ত্রী এবং ছোট বাচ্চা রয়েছে। এই যুক্তিতে তিনি আব্বাসের ন্যূনতম সাজার দাবি করেন। কিন্তু আব্বাস যে ঘটনাটি ঘটিয়েছে তা মৃত্যুদণ্ডেরই যোগ্য বলে সওয়াল করেন বিভাস চট্টোপাধ্যায়। বিরল থেকে বিরলতম অপরাধ প্রমাণ করতে তিনি আদালতে সুপ্রিম কোর্টের রাজেন্দ্র প্রহ্লাদরাও ওয়াসনিক বনাম স্টেট অফ মহারাষ্ট্র, বচ্চন সিং বনাম স্টেট অফ পঞ্জাব মামলার উদাহরণ দেন। এই ধরনের একাধিক উদাহরণ দেওয়ার পরেই শুক্রবার বিচারক একদিন অতিরিক্ত সময় নেন। অবশেষে শনিবার শিলিগুড়ি অতিরিক্ত ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জজ (ফার্স্ট কোর্ট) অনীতা মেহেরোত্রা মাথুর মহম্মদ আব্বাসকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শুনিয়েছেন।

ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা এবং ৬ পকসো আইনে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'একাধিক বাধা পেরিয়ে এই জয় পেয়েছি আমরা। কেন এত দ্রুত মামলা চলছে সেটার বিরোধিতা করে অভিযুক্তের আইনজীবী হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন। তাই আরও তিন থেকে চার মাস সময় বেশি লেগে গেল।' তাঁর বক্তব্য, 'ঠিকমতো কাজ করতে পারলে আমাদের দেশে যে আইন রয়েছে সেটা দিয়েই দোষীদের চরম সাজা দেওয়া যেতে পারে।'

মায়ের মানত

- ন্যায্যবিচারের আশায় মা কামাখ্যার দরবারে মানত করেছিলেন নাবালিকার মা
- রায় শোনার পর এজলাস থেকে বেরিয়ে বললেন, আমার মেয়ে বিচার পেল
- অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী স্ত্রী, বাচ্চা, বয়স্ক বাবা-মায়ের জন্য শাস্তি লঘু করার দাবি জানিয়েছিলেন

বিচারের আশায় মা কামাখ্যার দরবারে মানত করে ১৩ মাস মাথায় জটা রেখেছিলেন নাবালিকার মা। শনিবার ঘড়িতে তখন সন্ধ্যা ৪টা বেজে ৪৫ মিনিট। রায় শুনে এজলাস থেকে বেরিয়েই মাটিতে বসে পড়েন তিনি। চুলের জটা থেকে লাল শালু কাপড় খুলে বলেন, 'আমার মেয়ে বিচার পেল, আব্বাসের ফাঁসি হল।'

অভিযুক্তকে আদালত গত ৫ সেপ্টেম্বর দোষী সাব্যস্ত করে। শুক্রবার সাজা ঘোষণার দিন ধার্য করা হয়। তাই শুক্রবার দুপুরে এজলাসে ছিল থিকথিকে ভিড়। দুই পক্ষের ক্লোজিং স্টেটমেন্ট জানতে চান বিচারক। অভিযুক্তের যাতে কম শাস্তি হয় তার জন্যে একের পর এক যুক্তি রাখছিলেন অভিযুক্ত পক্ষের আইনজীবী। প্রথমেই যুক্তি রাখা হয় অভিযুক্তের বাড়িতে স্ত্রী, বাচ্চা, বাবা- মা রয়েছে। তাই ন্যূনতম সাজা দেওয়া হোক। এরপর যুক্তি রাখা হয় নাবালিকা অভিযুক্তের পূর্ব পরিচিত ছিল। তাই তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া হয়নি। এর পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টের বেশ কিছু মামলার তথ্য তুলে ধরেন। পূর্ব পরিচিতির যে যুক্তি অভিযুক্তের আইনজীবী দিয়েছিলেন তা খণ্ডন কর তিনি পকসো আইনের ৬ নম্বর ধারার কথা উল্লেখ করেন। অভিযুক্ত যে জেনেবুঝেই খুন করেছে তা প্রমাণ করতে নাবালিকার মুখ পাথর দিয়ে থেঁতলে দেওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন সরকারি আইনজীবী। বিকেল সাড়ে চারটায় অভিযুক্তকে নিয়ে যাওয়া হয় এজলাসে। আসেন সরকারি আইনজীবী বিভাসবাবু। এদিন আর কারও কোনও কথা শোনেননি বিচারক। তিনি এই মামলাটিকে বিরল থেকে বিরলতম আখ্যা দিয়ে মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেন।

সাগর বাগচী ও সৌরভ দেব

শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : নারীদের নিরাপত্তার দাবিতে যখন গোটা দেশ উত্তাল সেই সময় আদালত শনিবার দুটি উল্লেখযোগ্য রায় দিল। এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় আদালত দোষীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করল। প্রায় এক বছরের মধ্যে এই মামলার রায় ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যদিকে, নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে এক সেনা জওয়ানের ২৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। মামলার ২৬ মাসের মধ্যে রায় ঘোষণা করা হয়েছে।

শনিবার বিকালে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত চত্বরে কয়েকশো মানুষের ভিড়। মাটিগাড়ার নাবালিকা স্কুল ছাত্রীকে অপহরণ করে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত মহম্মদ আব্বাসকে তখন অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড সেশন জজ (১) অনীতা মেহরোত্রা মাথুরের এজলাসে দাঁড় করানো হয়েছে। সাজা ঘোষণা হতেই নির্যাতিতার মা এজলাস থেকে ছুটে বেরিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। হাউ হাউ করে কেঁদে বলে উঠলেন, 'বিচারক ফাঁসির সাজা দিয়েছেন। আমার মেয়ে জিতে গিয়েছে।' আদালতের রায়ে নির্যাতিতার পরিবার ও পরিজনরা উল্লাসে ফেটে পড়েন। একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কান্নার রোল ওঠে। মামলার বিশেষ সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'বিচারক ভারতীয় দণ্ডবিধির ৬ পকসো এবং ৩০২ নম্বর ধারায় দোষীকে ফাঁসির সাজা দিয়েছেন। এই ঘটনাটি বিরল থেকে বিরলতম। রাজ্য এই ধরনের মামলা নিরসনের চেষ্টা করে চলেছে।' আব্বাসকে এরপর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে নিয়ে যাওয়া হবে। তার আইনজীবী বুলা রায়ের বক্তব্য, 'আদালতের রায়ে আমরা হতাশ। আব্বাসের পরিবার উচ্চ আদালতে আপিল করবে।'

গত বছর ২১ অগাস্ট আব্বাস ওই স্কুল ছাত্রীকে সাইকেলে মাটিগাড়ার একটি পরিত্যক্ত ঘরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। নাবালিকাকে যাতে কেউ চিনতে না পারে সেজন্য সে পাথর দিয়ে ছাত্রীর মুখ থেঁতলে দেয়। ২২ জনের সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে বিচারক গত বৃহস্পতিবার আব্বাসকে দোষী সাব্যস্ত করেন। নির্যাতিতার মা বললেন, 'আরজি করের ওই চিকিৎসকও তো কারও সন্তান। তিনি যাতে সুবিচার পান সেজন্য আমি কলকাতায় গিয়ে লড়াই করব।'

এদিন, জলপাইগুড়ি পকসো আদালতের বিচারক ইন্দিবর ত্রিপাঠী নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে এক সেনা জওয়ানকে ২৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলেন। বানারহাটের বাসিন্দা নাবালিকা প্রতিবেশী ওই সেনা জওয়ানকে 'কাকা' বলে ডাকত। অভিযুক্ত এই মামলায় হাইকোর্টে জামিনের আবেদন করেছিল। আদালত তা খারিজ করে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তি করতে জেলা পকসো আদালতকে নির্দেশ দেয়। সরকারপক্ষের আইনজীবী দেবাশিস দত্ত বলেন, '১৩ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ করা হয়েছে। বিচারক অভিযুক্তকে ২৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন। পাশাপাশি এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।' এদিন আদালতের রায়ে নির্যাতিতার পরিবার খুশি। গত মাসের ৩০ তারিখ জলপাইগুড়ির এই আদালত থেকে বিচারক আরেক নাবালিকাকে ধর্ষণের মামলায় ২৫ বছরের সাজা ঘোষণা করেছিলেন। নয় দিনের ব্যবধানে ২৫ বছরের সাজা সংক্রান্ত পরপর এই দুই ঘোষণাকে নজিরবিহীন বলছেন আইনজীবীরা।

মাটিগাড়ার নাবালিকা স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ ও খুনের মামলার রায় শুনতে শনিবার শিলিগুড়ি আদালতে ভিড়।

পকসো আইনে দুই মামলায় দৃষ্টান্তমূলক রায় দুই শহরে

মেডিকেলে কান্নাকাটি, ক্ষমা প্রার্থনা সোহমদের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : 'সবই সিনিয়ারদের নির্দেশে করেছি', তদন্তকারীদের কাছে এমনই দাবি করলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে 'থ্রেট কালচারে' মূল অভিযুক্ত সাহিন সরকার এবং সোহম মণ্ডল। শনিবার মা-বাবাকে সঙ্গে নিয়ে সাক্ষ্য দিতে এসে ক্ষমা করার কাতর আর্জি জানান ওই দুই ডাক্তারি পড়ুয়া। ইতিমধ্যে কলেজ থেকে তাঁদের বহিষ্কার করা হয়েছে। এদিন কলেজ অধ্যক্ষের অফিসে এসে হাতে-পায়ে ধরার পাশাপাশি পড়ুয়াদের কাছে হাতজোড় করে ক্ষমা চান তাঁরা। অধ্যক্ষের অফিসে ঢুকে কান্নায় ভেঙে পড়েন অভিযুক্তদের অভিভাবকরা। তদন্ত কমিটি সূত্রের খবর, প্রশ্নের মুখে পড়ে অভিযুক্তরা বারবার অভীক দে, বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের নাম বলেছেন। সেইসঙ্গে নিজেরা নির্দোষ বলে দাবি করেছেন।

অন্যদিকে, এদিন অভিযোগকারী প্রায় ৫০ জনের বয়ান শুনেছে তদন্ত কমিটি। সোমবার দুপুরের মধ্যে কলেজ অধ্যক্ষের কাছে রিপোর্ট জমা পড়বে বলে খবর। অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহার বক্তব্য, 'রিপোর্ট দেখার পর সেটি স্বাস্থ্য ভবনে পাঠানো হবে।'

অভীক দে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উত্তরবঙ্গ মেডিকেল ইউনিটে থাকার সময় থেকেই কলেজে 'থ্রেট কালচার' চলছিল। অভীক এখান থেকে বর্ধমান মেডিকেলে বদলি হওয়ার আগে তৈরি করে গিয়েছিলেন সাহিন, সোহম, নিলাজ্ঞ ঘোষের মতো বেশ কিছু ছেলেমেয়েকে। তাঁরা মেডিকেল কলেজে পরবর্তীতে রাজত্ব শুরু করেন। অভিযোগ, তৃণমূল ছাত্র পরিষদে যোগ না দিলে

এরপর দশের পাতায়

৮০ বিঘা জমি হাতিয়ে বিনোদন পার্ক

আবার বিতর্কে জড়ালেন বারলা

শুভ দত্ত

বানারহাট, ৭ সেপ্টেম্বর : আবার জন বারলার নাম জড়াল জমি কেলেঙ্কারিতে। বানারহাট থানা এলাকার অন্তর্গত হৃদয়পুর বস্তি এলাকায় প্রায় ৮০ বিঘার মতো জমি নিয়ে তৈরি হয়েছে বিতর্ক। সেখানে বিনোদন পার্ক বানাচ্ছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। অভিযোগ, স্থানীয় আদিবাসীদের চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বল্প দামে তাঁদের জমি হাতিয়ে নিয়েছেন তিনি।

এই অভিযোগ নিয়ে বারলা নিজে কিছু বলতে নারাজ। তাঁর মন্তব্য, 'এই বিষয়ে ফোনে কোনও কথা বলব না।'। তবে সরব হয়েছেন স্থানীয়রা, যাঁরা জমির মালিক। অভিযোগ, বারলা সাংসদ হওয়ার পর এলাকার বাসিন্দাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁর কাছে জমি বিক্রি করলে প্রত্যেক পরিবারের একজনকে তিনি সরকারি চাকরি দেবেন। এরপর বারলা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হন। তাঁর আশ্বাসে স্বল্প দামে নিজের বসতজমি পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছেন অনেকে। তবে এখনও কেউ চাকরি পাননি।

বর্তমানে সেই জমিতে তৈরি হয়েছে প্রায় ১০টি কটেজ। হচ্ছে বিশাল সুইমিং পুল। এছাড়া এই জমিতেই রয়েছে শুয়োরের খামার, ছাগলের ফার্ম। এর আগে একবার বানারহাটে চামুর্চি মোড় সংলগ্ন সরকারি জমি ও চা বাগানের জমি জবরদখল করে সেখানে বিজেপির দলীয় কার্যালয় তৈরি করা নিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন বারলা। সাংসদ পদ হারানোর পর তিনতলা এই কার্যালয় বন্ধ করে সেটিতে নিজের ছেলের নামে মার্কেট কমপ্লেক্স-এর হোর্ডিং লাগিয়ে তা ভাড়া দেওয়ার বিজ্ঞাপন দিয়ে নতুন করে বিতর্কে জড়িয়েছেন আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন সাংসদ বারলা।

স্থানীয় বাসিন্দা মঙ্গল ওরাওঁ নিজে ও তাঁর দুই ভাই বিশ্বনাথ ওরাওঁ এবং অমৃত ওরাওঁ বারলাকে জমি দিয়েছিলেন। মঙ্গল বললেন, 'বারলার চাকরি দেওয়ার আশ্বাসে আমরা তিন ভাই ৩০ বিঘা জমি বাজারমূল্যের চেয়ে অনেক কম দামে, বিঘা প্রতি ১০ হাজার টাকা দরে তাঁকে দিয়ে দিই। তিনি বলেছিলেন, আমাদের বাড়ির প্রত্যেককে তিনি চাকরি দেবেন। এখন আর জমি নেই, সরকারি চাকরিও পাইনি।'

আরেক স্থানীয় সুমিত্রা ওরাওঁয়ের কথায়, 'আমার স্বামী সোমরা ওরাওঁ নিজের চাষের ১০ বিঘা জমি মন্ত্রীসাহেবের কাছে জলের দামে বিক্রি করে। মন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বাড়ির একজনকে চাকরি দেবেন। ভাঙা বাড়ি নতুন করে বানিয়ে দেবেন। কিন্তু বাস্তবে বাড়ির কেউ চাকরি পাইনি। চাষের যেটুকু জমি ছিল, সেটিও হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে।' এখন সংসারের হাল টানতে সুমিত্রার স্বামী কাশ্মীরে দিনমজুরির কাজ করছেন। চৈত্রী ওরাওঁ নামে আরেকজনের দাবি, তিনি চাকরি পাওয়ার আশ্বাসে ১০ বিঘা জমি মন্ত্রীর কাছে বিক্রি করেছিলেন, কিন্তু চাকরি পাননি।

এর আগে বানারহাটের চামুর্চি মোড় সংলগ্ন এলাকায় সরকারি ও চা বাগানে জমি দখল করে সেখানে বিজেপির কার্যালয় করেছিলেন বারলা। লোকসভায় প্রার্থী না হতে পেরে দলী পার্টি অফিস বন্ধ করে সেখানে তিনি মার্কেট কমপ্লেক্স করেছেন। তা নিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্ক চলছে।

রাজনৈতিক ময়দানে নামার শুরু থেকেই বারলা নিজেকে আদিবাসী নেতা বলে দাবি করে এসেছেন। এই মওকায় তাঁর বিরুদ্ধে আদিবাসী নেতা হয়ে আদিবাসীদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জমি হাতিয়ে নেওয়ার বিষয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল শিবির। রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক বলেন, 'বিষয়টি অত্যন্ত নিন্দাজনক। জন বারলা নিজেকে আদিবাসী নেতা বলে দাবি করেন। কিন্তু তিনি গরিব আদিবাসীদের সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। যাঁরা চাকরির প্রতিশ্রুতিতে কম দামে জমি দিয়েছেন কিন্তু চাকরি পাননি, বারলা যাঁদের জমি দখল করে নিয়েছেন, তাঁদের এবিষয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ করা দরকার।' সেক্ষেত্রে তাঁদের পাশে দাঁড়াবার আশ্বাস পর্যন্ত দিয়েছেন বুলু।

প্রাক্তন মন্ত্রী জন বারলার দখলে থাকা বানারহাটের এই জমি ঘিরেই বিতর্ক।

মেডিকেল কাউন্সিলের শাস্তি সন্দীপ, অভীকদের

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : সাসপেন্ড করার পর চিকিৎসক হিসাবে আরজি কর মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করার প্রক্রিয়া শুরু হল। রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল শনিবার তাঁকে শোকজ করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে যা যা অভিযোগ আছে, তার ভিত্তিতে কেন রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হবে না, ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তার কারণ জানাতে বলা হয়েছে সন্দীপকে। তিনি উত্তর না দিলে বা জবাব সন্তোষজনক না হলে তাঁর রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

একইদিনে সন্দীপ-ঘনিষ্ঠ তিন চিকিৎসক অভীক দে, বিরূপাক্ষ বিশ্বাস ও মুস্তাফিজুর রহমান মল্লিককে মেডিকেল কাউন্সিল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাঁরা আপাতত কাউন্সিলের কোনও কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। এঁদের মধ্যে অভীক ও বিরূপাক্ষ উত্তরবঙ্গ লবির অন্যতম মাথা। তাঁরা এতদিন বর্ধমান মেডিকেলে কাজ করতেন। আরজি করের চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় নাম জড়িয়ে যাওয়ায় সম্প্রতি তাঁদের সাসপেন্ড করেছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

মুস্তাফিজুর এতদিন মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজের জুনিয়ার ডাক্তার ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে দাদাগিরি ও হুমকি চক্র চালানোর অভিযোগ উঠেছে। নিয়মানুযায়ী অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে দোষ প্রমাণিত হলে বা এমন কাজের জন্য ভয়ংকর দুর্নাম হলে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে পারে মেডিকেল কাউন্সিল। তবে এজন্য সেই চিকিৎসককে তাঁর বক্তব্য জানাতে ৭২ ঘণ্টা সময় দিতে হয়।

মনে করা হচ্ছে, বহিষ্কারের আগে মেডিকেল কাউন্সিল সন্দীপকে তাই শোকজ নোটিশ পাঠানো হল। রেজিস্ট্রেশন বাতিলের খাঁড়া ঝোলার পাশাপাশি সন্দীপের বিড়ম্বনা আরও বাড়ল তাঁর একের পর এক সম্পত্তির হদিস মিলতে থাকায়। ক্যানিংয়ের সুবিশাল বাংলোর পর শনিবার

এরপর দশের পাতায়

হাতি বাঁচালেন দুই চালক

মংপংয়ের জঙ্গলে স্বস্তির দৃশ্য

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৭ সেপ্টেম্বর : প্রথমে রেললাইনের মাঝে। পরে পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল গজরাজ। জরুরিকালীন ব্রেক কষে শিলিগুড়ি থেকে ধুবুড়িগামী ডেমু এক্সপ্রেসের দুই চালক বিনয় প্রসাদ ও মলয় দাস হাতিটিকে রক্ষা করলেন। ঘটনাটি ঘটে শনিবার ভোরে সেবক ও বাগ্রাকোট স্টেশনের মাঝে মংপংয়ের জঙ্গলে।

প্রায় ২০ মিনিট অপেক্ষার পর অবশেষে যাত্রীবাহী ট্রেনটি গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা দেয়। এ নিয়ে ডুয়ার্সের রেলপথে গত ১৭ দিনে পাঁচবার ট্রেন থামিয়ে হাতি বাঁচালেন ট্রেনচালকরা।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ম্যানেজার অমরজিৎ গৌতম বলেন, 'বুনোদের রক্ষায় ট্রেনচালকদের ধারাবাহিকভাবে সচেতন করা হচ্ছে। একাজে বন দপ্তরও আমাদের সহযোগিতা করছে। চালকরা যেখানে কাজে যোগ দেওয়ার আগে অপেক্ষা করেন সেই ক্রিউ লবিতেও তাঁদের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত এব্যাপারে কাউন্সেলিং করা হয়। সবকিছু মিলিয়ে এই ইতিবাচক ফল। প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।'

এর আগের ঘটনাটি ঘটে গত ৫ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায়। সেদিন রেললাইনের ওপর একসঙ্গে ৩টি হাতি দেখে থমকে যায় ট্রেন। ঘটনাটি ঘটে মহানন্দা অভয়ারণ্য চেরা সেবক ও গুলমা স্টেশনের মাঝে। সেসময় শিলিগুড়ি জংশন থেকে বামনহাটগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ওই রুট দিয়ে যাচ্ছিল। চালক জেএন আনসারি ও সহ চালক জি ঘোষ ২৩/২-১ নম্বর পিলারের কাছে হাতিগুলিকে দেখেই জরুরিকালীন ব্রেক কষে ট্রেন থামিয়ে দেন। তার আগে ২৭ অগাস্ট ওই দুই স্টেশনের মাঝেই একটি দলছুট হাতিকে রেললাইন বরাবর হেঁটে যেতে দেখে শিলিগুড়ি জংশন থেকে আলিপুরদুয়ার জংশনগামী ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসের দুই চালক একই কৌশল অবলম্বন করে কয়েক মিনিটের জন্য ট্রেন থামিয়ে দেন। তার আগের ঘটনাটি ঘটে ২৫ অগাস্ট সন্ধ্যায় জলদাপাড়া অভয়ারণ্যে ১৩০/৫ নম্বর পিলারের কাছে।

হাসিমারা ও মাদারিহাট স্টেশনের মাঝে ধুবড়ি থেকে শিলিগুড়িগামী ডেমু ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে। সেদিন একসঙ্গে ৯টি হাতি লাইন পার হচ্ছিল। ২২ অগাস্ট মহানন্দার জঙ্গলেই ২৩/৬-৭ নম্বর পিলারের কাছে ঘটনা। সেসময় শিলিগুড়ি থেকে বামনহাটগামী যাত্রীবাহী ডেমু ট্রেনের দুই চালকও লাইনের ওপর হাতি দেখে জরুরিকালীন ব্রেক কষেন। সেদিন একসঙ্গে ৪-৫টি হাতির একটি দল রেললাইন পার হচ্ছিল।

সেবক ও বাগ্রাকোট স্টেশনের মাঝে রেললাইনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা সেই হাতি। শনিবার ভোরে। -সংবাদচিত্র

রোবটিক্সে প্রথম শিলিগুড়ির রাজবীর

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : কমার্সের ছাত্র। কিন্তু পছন্দের বিষয় রোবটিক্স। তাই সময় পেলেই নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করতে বসে পড়ে রাজবীর কুড়ি। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের ছাত্র রাজবীরের ছোটবেলা থেকেই রোবটের ওপর কাজ করার প্রতি আগ্রহ। সেই আগ্রহ যে একদিন তাঁকে এত তাড়াতাড়ি পরিচিতি দেবে, তা হয়তো কল্পনাও করেনি তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের ছাত্র রাজবীর। অগাস্টে নয়ডায় অনুষ্ঠিত টেকনোক্সিয়ান ওয়ার্ল্ড রোবটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে (২০২৪) ড্রোন রেসকিউ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে নিয়েছে রাজবীর এবং তার টিম। রাজবীর সপ্তম শ্রেণি থেকেই উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। বিজ্ঞানভিত্তিক প্রতিযোগিতাগুলিতে জেলা এবং রাজ্য স্তরে ইতিমধ্যেই বিচারকদের নজর কেড়ে ফেলেছে সে। অবশেষে আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্য আসায় খুশি বিজ্ঞানকেন্দ্রের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু, তার বাবা রাজ কুড়ি এবং মা পূজা কুড়ি।

অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর রোবটিক্স অ্যান্ড অটোমেশনের তরফে উদ্ভাবন, প্রযুক্তিতে তরুণ প্রতিভাদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হয়। গত ২৪ থেকে ২৭ অগাস্ট পর্যন্ত রোবো, রোবো রেস, ড্রোন রেসকিউ, ওয়াটার রকেট সহ মোট ১৬টি বিভাগে প্রতিযোগিতা হয়। যার মধ্যে চারটি বিভাগে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে রাজবীর ও তার টিম। সে বলছে, 'আমাদের টিমে মোট নয়জন সদস্য ছিল। একজন সিকিম, একজন পশ্চিমবঙ্গ, দুজন হিমাচলপ্রদেশ এবং পাঁচজন বিহারের।' বাংলাদেশ, ভুটান,

ব্রাজিল, কানাডা সহ মোট ৪৬টি দেশ থেকে প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করে।

শিলিগুড়ির মহানন্দাপাড়ার বাসিন্দা রাজবীর প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়ে পুরস্কারমূল্য হিসেবে ৬০ হাজার টাকা পেয়েছে। তার মা বলেন, 'ছোট থেকেই ছেলের প্রযুক্তিতে আগ্রহ।' রাজবীরের সাফল্যে গর্ববোধ করেছেন তার স্কুলের প্রধান শিক্ষক অশোক নাথ।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭১৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২০০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৮৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮১৮৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮১৯৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

আজ টিভিতে

ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ারে **অতি উত্তম** দুপুর ১টায় **জলসা মুভিজে**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৯.৩০ সারেগামাপা

স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু, রাত ৯.০০ অনামিকা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ অতি উত্তম, বিকেল ৪.০০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, সন্ধ্যা ৭.০০ হারজিৎ, রাত ৯.৫৫ ভূতচক্র প্রাইভেট লিমিটেড

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, দুপুর ১.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.০০ মানিক, সন্ধ্যা ৭.০০ জোশ, রাত ১০.০০ যুদ্ধ

জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১১.৩০ বন্দী, দুপুর ২.৩০ সুলতান – দ্য সেভিয়ার, বিকেল ৫.২০ স্বার্থপর, রাত ৮.০০ যদি কিন্তু তবুও, রাত ১০.৩০ সুবর্ণলতা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শত্রুমিত্র, সন্ধ্যা ৭.৩০ রাজকুমারী

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সাথী

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কামব্যাক

ড্রিম গার্ল দুপুর ১.৫০ মিনিটে অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে

জিন্দেগি না মিলেগি দোবারা দুপুর ১২.২৮ মিনিটে অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডিতে

স্বার্থপর বিকেল ৫.২০ মিনিটে জি বাংলা সিনেমায়

আকাশে সুপারস্টারে বিচারকের আসনে **শোভন গঙ্গোপাধ্যায়।** **আকাশ আটে** দুপুর ২টায়

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সপ্তাহটি যাবে মানসিক দুশ্চিন্তার মধ্যে। কোনও মূল্যবান হারানো দ্রব্য খুঁজে পেতে পারেন। ব্যবসায় বাড়তি লগ্নিতে রাশ টানুন। মাথা ঠান্ডা রাখার চেষ্টা করুন। অযথা উত্তেজিত হয়ে আসা কাজ পণ্ড হতে পারে।

বৃষ : সময়ের কাজ সময়ে শেষ করুন। বাবা ও মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। আটকে থাকা অর্থ হাতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হবেন। বাবার পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যাকে কাটিয়ে উঠবেন। সৃজনশীল কাজের স্বীকৃতি মিলবে। ব্যবসায় মন্দাভাব এলেও দুশ্চিন্তা করার কারণ নেই। কোনও প্রলোভনের মুখে পড়তে পারেন।

মিথুন : বিপন্ন কোনও ব্যক্তির পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক শান্তিলাভ। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। কোনও মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক আনন্দ। তবে শেষভাগে কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদে স্বস্তি পাবেন। পুরোনো কোনও রোগ ফিরে আসার অকারণ ভয়ে মানসিক অশান্তি। আপনার নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা অন্যদের দ্বারা প্রশংসিত হওয়ায় খুশি হবেন। দীর্ঘদিনের কোনও আশাপূরণ।

কর্কট : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। কোনও পুরোনো বন্ধুর খোঁজ পেয়ে খুশি হবেন। হৃদরোগীরা সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে শরীর খারাপ করে ফেলতে পারেন।

সিংহ : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলে সমস্যায়। পুরোনো দিনের কোনও কাজের জন্যে এ সপ্তাহে অনুশোচনা করতে হতে পারে। কোনও অপরিচিত ব্যক্তির জন্যে অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা। ফেলে রাখা কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলতে পারেন। সন্তানের জন্যে দুশ্চিন্তার অবসান। এ সপ্তাহে কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে কথাবার্তায় সংযমী থাকুন।

কন্যা : সামান্য কারণে সংসারে মনোমালিন্য মনের ওপর চাপ তৈরি করবে। বিদেশে বাসরত প্রিয়জনের জন্যে দুশ্চিন্তা থাকবে। নতুন কোনও ব্যবসার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সাধারণ কোনও কাজও এ সপ্তাহে কঠিন হয়ে উঠবে। সন্তানের রোগমুক্তিতে স্বস্তি।

তুলা : ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। কেউ আপনার উদারতার সুযোগ না নিতে পারেন। সামান্য কারণেই দাম্পত্যে বনিবনার অভাব দেখা দিতে পারে। নিজের শরীরের দিকে নজর রাখুন। পেটের ব্যথায় দুর্ভোগ। কারও সঙ্গে সামান্য মজা করতে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়ে মনঃকষ্ট। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি দেবে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হওয়ার আশঙ্কা। কর্মক্ষেত্রের কোনও সমস্যা মিটে যাওয়ায় মানসিক স্বস্তি।

বৃশ্চিক : দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তা কোনও কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে। সামান্য কোনও ব্যাপারে অকারণ মাথা ঘামিয়ে অশান্তি। পুরোনো কোনও সম্পর্ক এ সপ্তাহে পুনরায় গড়ে উঠতে পারে। অযথা মন খারাপ না করে, গল্পগুজবে মন ভালো রাখার চেষ্টা করুন। পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমার ফল আপনার পক্ষে যাওয়ার সম্ভাবনা।

ধনু : সংসারের প্রয়োজনে অর্থব্যয় হলেও তা মেনে নিয়ে মানসিক স্বস্তিলাভ। দূরের কোনও প্রিয়জনের সুসংবাদ পেয়ে অবশেষে নিশ্চিন্ত হবেন। কোনও অপরিচিত ব্যক্তি তার স্বার্থের কারণে আপনাকে ব্যবহার করতে পারে। পুরোনো দিনের কোনও সুখস্মৃতি মনকে শান্ত করবে। বাড়িতে পূজার্চনায় শান্তিলাভ। দূরের কোনও বন্ধুর সহায়তায় ব্যবসায় আর্থিক মন্দাভাব কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

মকর : এ সপ্তাহ যাবে ভালোমন্দে। ব্যবসায় সামান্য মন্দাভাব চললেও, খুব দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই। প্রেমের সঙ্গীকে অযথা ভুল না বুঝে, তাঁর কাছে আপনার মনের কথা প্রকাশ করুন। সৃজনমূলক কাজে মনোনিবেশে মানসিক দুশ্চিন্তা দূর হবে। সম্পত্তি নিয়ে চলা বিবাদের অবসান হবে।

কুম্ভ : দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্নপূরণ হওয়ায় মানসিক শান্তি মিলবে। শরীরের দিকে নজর রাখুন। সামান্য সমস্যাকে উপেক্ষা করলে সমস্যা বাড়তে পারে। কোনও গুণীজনের সঙ্গে কথা বলে মানসিক আনন্দ। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে তৃপ্তিলাভ। অতিভোজনের কারণে শরীর খারাপ হতে পারে।

মীন : সারা সপ্তাহ ধরেই অকারণে মানসিক দুশ্চিন্তা নিয়ে থাকতে হতে পারে। এ ক্ষেত্রে কোনও শৈল্পিক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখে মানকে শান্ত করতে পারবেন। মনকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন। বাবা ও মায়ের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক শান্তিলাভ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২২ ভাদ্র ১৪৩১, ভাঃ ১৭ ভাদ্র, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ২২ ভাদ, সংবৎ ৫ ভাদ্রপদ সুদি, ৪ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৪, অঃ ৫।৪৭। রবিবার, পঞ্চমী দিবা ৩।৫৫। স্বাতীনক্ষত্র দিবা ১।৭ ইন্দ্রযোগ রাত্রি ১০।৪৭। বালবকরণ দিবা ৩।৫৫ গতে কৌলবকরণ শেষরাত্রি ৪।৩৫ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে-তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, দিবা ১।৭ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে-একপাদদোষ, দিবা ১।৭ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ৩।৫৫ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ১০।২ গতে ১।৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২ গতে ২।৩০ মধ্যে। যাত্রা- মধ্যম পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ১২।১৯ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১০।২ মধ্যে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা ও অব্যূঢ়ান্ন) সীমন্তোন্নয়ন পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ নিষ্ক্রমণ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যন ধান্যচ্ছেদন, দিবা ৩।৫৫ মধ্যে মুখ্যান্নপ্রাশন হলপ্রবাহ নিষ্ক্রমণ পুণ্যাহ গ্রহপূজা শান্তিস্বস্ত্যয়ন ধান্যচ্ছেদন, দিবা ৩।৫৫ মধ্যে মুখ্যান্নপ্রাশন হলপ্রবাহ বীজবপণ, দিবা ১।৮ গতে ধান্যরোপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট। বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস (৮ সেপ্টেম্বর) স্বামী অভেদানন্দের তিরোভাব দিবস (৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯)। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।১৩ মধ্যে ও ১২। ৪৭ গতে ১। ৩৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩০ গতে ৭।১৬ মধ্যেও ১১।৫৭ গতে ৩।৪ মধ্যে। অমৃতযোগ -দিবা ৬।১৩ গতে ৯।৩০ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।১৬ গতে ৮।৫০ মধ্যে।

পাত্র চাই

■ EB, SC, 29/5'-4", সুদর্শনা, B.Tech., MBA, TCS Kolkata-তে কর্মরতা, উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 6289429033. (C/112318)

■ পাত্রী বিহারি, 34/5', B.A.(H), Eng., SBI ব্যাংকে ক্লার্ক, সরকারি চাকরিজীবী বাঙালি পাত্র কাম্য। (M) 6295933518. (C/112254)

■ কায়স্থ, দে, 28/5'-3", M.A., B.Ed., ফর্সা, স্লিম পাত্রীর জন্য সরকারি/ বেসরকারি/ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী অনূর্ধ্ব 34 পাত্র কাম্য। অভিভাবকরাই যোগাযোগ করবেন। মোঃ 8145882180. (C/112317)

■ রাজবংশী, SC, 35, সঃ চাকুরিরতা। সঃ চাকরিজীবী জেনারেল কাস্ট পাত্র চাই। বয়সে ছোট চলবে। (M) 7076784540. (C/111931)

■ মোদক, 24+/5'-1", M.A., গান জানা, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরে পাত্র চাই। জাতিভেদ নেই। (M) 7908307870. (C/111932)

■ কায়স্থ, 37/5'-3", B.A.(H), উইডো, ফর্সা, সুন্দরী (কন্যাসন্তান আছে), একমাত্র মেয়ের জন্য সঃ চাকরিজীবী পাত্র চাই, উত্তরবঙ্গ অগ্রগণ্য। (M) 9733371562. (C/111763)

■ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, ২৭/৫'+, M.Sc. পাশ, প্রাইভেট চাকরি, বার্ষিক আয় ৫ লাখ। চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9002459348. (B/S)

■ প্রাথমিক শিক্ষিকা, 35/5'-3", কায়স্থ, M.A., B.Ed., জলপাইগুড়ি শহরে কর্মরতা। 38 মধ্যে স্থানীয় উপযুক্ত পাত্র চাই। মোঃ 6295892741. (B/S)

■ Gen., 28/5'-3", M.Sc., কেন্দ্রীয় সরকারি Post অফিসে Asst. Officer পদে কর্মরতা পাত্রীর জন্য শিক্ষিত পাত্র কাম্য। (M) 9734488968. (C/112290)

■ কায়স্থ, 22/5'-3", B.Sc., সুন্দরী, ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রীর জন্য সঃ চাঃ/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 7003763286. (C/112290)

■ সাহা (আলিম্যান), 32+/5'-1", Ph.D. পাঠরতা, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, উপযুক্ত সরকারি চাকুরে/ সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। মোঃ 9434074753. (D/S)

■ পাত্রী কায়স্থ, 34 yrs. 5'-4", MBA, MNC-তে কর্মরতা, সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী পাত্র চাই। শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। Mobile : 9832038538. (C/112335)

■ 33, Gen., কায়স্থ, ডিভোর্সি, ঘরোয়া, সুন্দরী, পিতা-মাতার জ্যেষ্ঠ কন্যার জন্য পাত্র কাম্য। 9832928816. (K)

পাত্র চাই

■ 24, Gen., কায়স্থ, শিক্ষিত, সুন্দরী, পিতা-মাতার একমাত্র কন্যার জন্য পাত্র কাম্য। 7478727139. (K)

■ WB, ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ, 30 বৎসর, MD পাত্রীর জন্য 34-এর মধ্যে MD/MS পাত্র কাম্য। (M) 9382674779. (M/M)

■ বয়স ২৯, নামমাত্র ডিভোর্সি, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ঘরোয়া, মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের একমাত্র কন্যাসন্তান পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব ৪০ পাত্র চাই। (M) 9836084246. (C/112291)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬ বছর বয়সি, কায়স্থ, M.Sc., B.Ed., প্রাইভেট স্কুল শিক্ষিকা, পিতা গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/112291)

■ ব্রাহ্মণ, ২৩, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, B.A. পাশ, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা। পিতা গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। কাস্টবার নেই। (M) 9330394371. (C/112291)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, B.Tech., ২৫, ফর্সা, সুন্দরী, Pvt. কোম্পানিতে চাকুরিরতা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9874206159. (C/112291)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, জন্ম ১৯৯৬, MBBS, গভঃ হেলথ অফিসার, বাবা অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। এইরূপ একমাত্র কন্যাসন্তানের জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 8101254275. (C/112291)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, বয়স ২৭, শিক্ষিতা, সুন্দরী, প্রাইভেট ব্যাংক-এ কর্মরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র কাম্য। (M) 7319538263. (C/112291)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩৩ বছর বয়সি, M.Com., MBA, সেন্ট্রাল গভঃ চাকরিজীবী পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। (M) 8918177819. (C/112291)

পাত্রী চাই

■ গন্ধবণিক, 30/5'-4", B.A., প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য স্বর্ণ, ঘরোয়া, প্রকৃত সুন্দরী পাত্রী কাম্য। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি অগ্রগণ্য। (M) 8910499675. (C/110800)

■ দেবনাথ, রুদ্রজ ব্রাহ্মণ, 32/5'-4", LIC-তে কর্মরত। উত্তরবঙ্গে সরকারি কর্মরতা 25-28 পাত্রী চাই। SC বাদে। (M) 8346003886. (K/D/R)

পাত্রী চাই

■ পাত্র W.B. ব্রাহ্মণ, M.A., 38/5'-6", সরকারি চাকরিরত, কাশ্যপ, দেবারি, দাবিহীন, W.B. ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। শিলিগুড়ি-7797124486. (C/112325)

■ কোচবিহার, 32/5'-5", H.S. পাশ, বেসরকারি চাকরিজীবী, একমাত্র ছেলের জন্য সুন্দরী পাত্রী চাই। (M) 9002902482. (C/111810)

পাত্রী চাই

■ পূঃবঃ কায়স্থ, বিশ্বাস, বেসরকারি স্কুল শিক্ষক H.S. 34+/5'4", এমএ, বিএড, দেবারিগণ, ব্যবসায়ী পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। সুশ্রী, ঘরোয়া, ২৭-২৯ পাত্রী চাই (মালদা অগ্রগণ্য) (M-109591)

■ কর্মকার, B.Com., 5'-9", নরগণ, 40, জলঃ, সম্ভ্রান্ত ও স্বনামধন্য ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9832053943 (6 P.M. - 10 P.M.). (C/111762)

পাত্রী চাই

■ রাজবংশী, 40+/5'-5", সরকারি চাকরি (চুক্তিভিত্তিক), S.A.E. জলঃ শহর সংলগ্ন দ্বিতল বাড়ি, এরূপ পাত্রের জন্য M.A., B.Ed., ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী চাই। Mob.+W/A : 9531626274. (C/111758)

■ পাত্র জলপাইগুড়ি নিবাসী, কায়স্থ, 30+/5'-8", Jr. Civil Engg., LBS বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী, নিজস্ব বাড়ি, সুদর্শন পাত্রের জন্য সুন্দরী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। একমাত্র অভিভাবক যোগাযোগ করিবেন। ফোন নং- 8768350011. (C/111759)

■ আচার্য, দিনহাটা, H.S. পাশ, নিজস্ব ব্যবসা, 29/5'-6", পাত্রের ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। (M) 7063608657. (D/S)

■ জেনারেল, 37/5'-4", রাষ্ট্রীয় ব্যাংক অফিসার, মাঙ্গলিক, ডিভোর্সি পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুন্দরী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। 7063338553. (C/111757)

■ 88, শিলিগুড়ি, কায়স্থ, সরকারি কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9330041156. (K)

■ কায়স্থ, 31/5'-8", B.Tech., PWD-তে ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 9593965652. (C/112290)

■ সরকারি পরিবারের কায়স্থ পাত্রের জন্য ভদ্র, ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী চাই। ঘটক নিষ্প্রয়োজন। (M) 7029258952. (S/C)

পাত্রী চাই

■ ব্রাহ্মণ, 33/5'-8", M.Tech., গ্রামীণ ব্যাংকে Asst. Manager পদে কর্মরত পাত্রের জন্য উত্তরবঙ্গের পাত্রী চাই। (M) 9144170307. (C/112290)

■ কায়স্থ, 42+/5'-2", সরকারি স্কুল শিক্ষক, বাঁ-পায়ে সামান্য সমস্যা, কোচবিহারবাসী পাত্রের জন্য 42+ থেকে 46+'এর মধ্যে (ব্রাহ্মণ/কায়স্থ অগ্রগণ্য) শিক্ষিত, গৃহকর্মে নিপুণা ও সুন্দরী, অবিবাহিতা পাত্রী কাম্য। (M) 8670668258.

■ ব্যানার্জী-২৪ বছর, 5'11", বহরমপুর নিবাসী, Advocate, একমাত্র সন্তান, পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব ২৪ বছর এর মধ্যে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ পাত্রী চাই। M. No.- 9932513870 (M-109592)

■ সাহা, ৩৮+/৫'-৮", হাইস্কুল শিক্ষকের (H.S.) জন্য শিলিগুড়ি নিবাসী উপযুক্ত পাত্রী চাই। Mob : 7602816129. (C/112337)

■ কায়স্থ, 5'-4", B.A., 27, গভঃ কনট্রাক্টর। মালদা, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, অসম-এর ফর্সা, শিক্ষিতা পাত্রী চাই। 6295131462. (C/112339)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ৩১, উচ্চশিক্ষিত, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। কলকাতার একটি IT কোম্পানিতে কর্মরত (বাড়ি থেকে কাজ করেন)। পাত্রী চাই। (M) 8918177819. (C/112291)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৯, স্টেট গভঃ-এর ইরিগেশন & ওয়াটারওয়েজ-এ কর্মরত। পিতা অবসরপ্রাপ্ত গভঃ কর্মচারী। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9874206159. (C/112291)

■ বয়স ৩৮, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের অফিসার পদে কর্মরত, পরিবারের উপযুক্ত ছেলের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/112291)

■ বয়স ৩৪, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, গভঃ ব্যাংক-এ অফিসার পদে কর্মরত, পরিবারের উপযুক্ত ছেলের জন্য ঘরোয়া বা চাকরিজীবী পাত্রী কাম্য। (M) 7596994108. (C/112291)

■ বয়স ৩৭, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, স্টেট গভঃ-এর বিদ্যুৎ দপ্তরে কর্মরত, পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। সন্তান গ্রহণযোগ্য। (M) 7319538263. (C/112291)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, রাজবংশী, বয়স ৩৩, স্টেট গভঃ চাকরিজীবী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। (M) 9836084246. (C/112291)

■ বসাক, 35/5'-5", MCA, বেঃ চাকরি, একমাত্র পুত্রের জন্য স্বঃ/ অসবর্ণ উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 7047844874. (A/B)

■ ব্রাহ্মণ, সরকারি অডিটর, সম্ভ্রান্ত, সচ্ছল পরিবার, 45/5'-6", ডিভোর্সি (সাতদিন), 35-40'এর মধ্যে উচ্চশিক্ষিত, চাকরিরতা, ঘরোয়া, ব্রাহ্মণ/ বৈদ্য, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9233193067 (শিলিগুড়ি)। (C/112294)

■ 32/5'-11", বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক (৬০ বছর পর্যন্ত), ডক্টরেট, সুদর্শন, শিলিগুড়ি, একমাত্র পুত্রের জন্য উপযুক্ত সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 7319473421.

ঘটক চাই

■ শঙ্কর চ্যাটার্জি, শিব ঘটক, মণ্ডলঘাট, কালীবাড়ি, জেলা : জলপাইগুড়ি, ফিস-১০০০/-। (M) 9800584841. (M/G)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 499/- Unlimited Choice. 9147371919. (C/112290)

35+ Years of Excellence

SUCCESS STARTS HERE

Aakash
Medical | IIT-JEE | Foundations

Aakash NATIONAL TALENT HUNT EXAM 2024

For Class VII to XII Studying & XII Passed Students

Scan to Register

*Win a 5 day trip to Kennedy Space Centre, Florida, USA
All expense paid

All India Rank

GET UP TO 100%* Scholarship

Cash Awards

Exam Dates 19th-27th October
(IN ONLINE/OFFLINE MODE)
Visit: anthe.aakash.ac.in

*T&C Apply.

115484 (102359 Classroom + 13125 Distance & Digital) Aakashians Qualified in **NEET (UG) 2024**

Our Toppers

AIR 1

Delhi Topper — Mridul M Anand — 720/720 — 3 Years Classroom
Uttar Pradesh Topper — Ayush Naugraiya — 720/720 — 2 Years Classroom
West Bengal Topper — Arghyadeep Dutta — 720/720 — 2 Years Classroom
Uttar Pradesh Topper — Aryan Yadav — 720/720 — 1 Year Classroom
Maharashtra Topper — Palansha Agarwal — 720/720 — 2 Years Classroom
Rajasthan Topper — Iram Quazi — 720/720 — 1 Year Classroom
and many more...

3081 (2819 Classroom + 262 Distance & Digital) Aakashians Qualified in **JEE (Advanced) 2024**

Our Toppers

AIR 25 — Rishi Shekher Shukla — 2 Years Classroom
AIR 67 — Krishna Sai Shishir — 4 Years Classroom
AIR 78 — Abhishek Jain — 4 Years Classroom
AIR 93 — Hardik Aggarwal — 2 Years Classroom
AIR 95 — Ujjwal Singh — 4 Years Classroom
AIR 98 — Rachit Aggarwal — 4 Years Classroom
and many more...

13485 (12527 Classroom + 958 Distance & Digital) Aakashians Qualified in **JEE (Main) 2024**

Our Toppers

ALL INDIA RANK 1 (Female) — Sanvi Jain — 4 Years Classroom — AIR 34 CRL
AIR 15 — M S Divya Teja R — 2 Years Classroom
AIR 19 — Rishi Shekher Shukla — 2 Years Classroom
AIR 25 — Rachit Aggarwal — 4 Years Classroom
AIR 65 — Sri Ram A — 2 Years Classroom
AIR 72 — Krishna Sai Shishir — 4 Years Classroom
and many more...

Though every care has been taken to publish the result, yet Aakash Educational Services Ltd. shall not be responsible for inadvertent error, if any.

12 Centres in **West Bengal**

CLASSROOM CENTRES IN WEST BENGAL: KOLKATA-CENTRAL: Ground - 4th Floor, 23, Circus Avenue, Kolkata-700017 **KOLKATA-NORTH (Medical Wing):** P-6, CIT Road, Scheme-VI M, Kolkata-700054 **KOLKATA-NORTH (Engineering Wing):** 1st Floor, 37, CIT Road, Scheme-VI M, Kolkata-700054 **KOLKATA-SOUTH (Medical Wing):** Balajee Tower, 1A, Motilal Nehru Road, Kolkata-700029 **KOLKATA-SOUTH (Engineering Wing):** 3rd Floor, Shreehari, 138, Rash Behari Avenue, Kolkata-700029 **KOLKATA-BARRACKPORE:** 2nd - 4th Floor, Rathindra Tower, 46 (41/1), Ghosh Para Road, Barrackpore, Kolkata-700120 **KOLKATA-BANSDRONI:** 200, Netaji Subhas Chandra Bose Road, Bansdroni, Kolkata-700047 **HOWRAH:** 2nd Floor, RD Mall, 269, G.T. Road, Liluah, Howrah-711204 **DURGAPUR:** Urvashi Phase-II, Dr. Ambedkar Sarani, City Centre, Durgapur-713216 **SILIGURI:** 3rd & 4th Floor, Shanti Tower, Second Mile, Sevoke Road, Siliguri-734001 **KHARAGPUR:** Ground & 1st Floor, Kar Udyog Real Estate, OT Road, Inda, Kharagpur-721305 **BANKURA:** 1st & 2nd Floor, Rani Palace, 1, Katjuridanga, Bankura-722102

INFORMATION CENTRES IN WEST BENGAL: MALDA: Fulbari, Near Kartik Bari, In front of Mayuree Lodge, Malda 732101, **BURDWAN**: Burdwan Sikshak Samsad Trust, Near Kalna Gate, Jamtala, Burdwan 713101

VISIT aakash.ac.in

ADMISSION HELPLINE 8800013151

Aakash Medical | IIT-JEE | Foundations

শিক্ষিকার নৈতিক পাঠের ভিডিও'র মিলিয়ন ভিউ

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৭ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রেক্ষিতে বারবার নীতিবোধের প্রশ্ন উঠে এসেছে। এবার পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি জীবনে নৈতিক পাঠের প্রয়োজনীয়তার বার্তা দিলেন মেখলিগঞ্জের ভোটবাড়ি সীতানাথ হাইস্কুলের শিক্ষিকা পাপিয়া রায়। শিক্ষক দিবসে ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশে বলা ইংরেজির ওই শিক্ষিকার বক্তব্যের ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। জেলা ছাড়িয়ে রাজ্য তথা দেশজুড়ে পাপিয়ার সেই বক্তব্য নিয়ে জোর চর্চা চলছে।

ইতিমধ্যেই 'মিলিয়ন ভিউ' পাওয়া ৪ মিনিট ৫২ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে তিনি নৈতিক শিক্ষার কথা বলেছেন। জীবনের কঠিন সময়েও শিরদাঁড়া সোজা রেখে চলার পরামর্শ দিয়েছেন পাপিয়া।

ভাইরাল ভিডিওটি ভোটবাড়ি সীতানাথ হাইস্কুলের শিক্ষক দিবস পালন অনুষ্ঠানের। সোমবার ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। আরজি কর কাণ্ড নিয়ে চারদিকে যখন আন্দোলনের ঝড় বইছে সেই পরিস্থিতিতে এত আয়োজন মন থেকে মেনে নিতে পারেননি ওই স্কুলের শিক্ষিকা পাপিয়া। তাই ছাত্রছাত্রীরা জোর করলেও তিনি মঞ্চে ওঠেননি। বরং মঞ্চের নীচ থেকেই তিনি মাইকে বক্তব্য দেন। সেই বক্তব্যের একটি অংশই সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।

পড়ুয়াদের সঙ্গে শিক্ষিকা পাপিয়া রায়।

> আমাদের রাজ্য তথা দেশ এই মুহূর্তে যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাতে আর যাই হোক কোনও শিক্ষিত মানুষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আনন্দ করতে পারে না।
>
> **- পাপিয়া রায়**
> **শিক্ষিকা**

ভাইরাল ভিডিওটিতে পাপিয়া বলেছেন, 'আমাদের রাজ্য তথা দেশ এই মুহূর্তে যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে তাতে আর যাই হোক কোনও শিক্ষিত মানুষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে আনন্দ করতে পারে না।' পড়ুয়াদের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, 'তোদের কোনও দোষ নেই। দোষ আমাদের, দোষ আমার। বর্তমান পরিস্থিতিতে কীভাবে মোকাবিলা করতে হয় আমি স্টুডেন্টদের তা শেখাতে পারিনি। তোরা ভালো স্টুডেন্ট হতে জন্যই এত সুন্দর আয়োজন করেছিস। কিন্তু আমি এত ভালো টিচার নই যে মাথা পেতে তোদের কাছ থেকে সংবর্ধনা নেব। আমি শেখাতে পারিনি। আমি ব্যর্থ।'

ওই ভিডিওতে প্রচুর 'কমেন্ট' করেছেন সকলে। কেউ লিখছেন 'স্যালুট, মেরুদণ্ড খুঁজেছিলাম। পেলাম।' আবার কেউ লিখেছেন, 'সাবধানে থাকবেন দিদি। এই রাজ্যে প্রতিবাদীরা নিরাপদ নন।'

কোচবিহার শহরের বাসিন্দা পাপিয়া ১৩ বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন। আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে তিনি নিয়মিত আন্দোলনে নেমেছেন। এবিষয়ে তিনি বলেন, 'শিক্ষিকা হিসেবে আমি ব্যর্থ। ছাত্রছাত্রীদের সামাজিক দায়বদ্ধতা শেখাতে পারিনি। তাই মাথানত করে ক্ষমা চেয়েছি।' তাঁর পরামর্শ, শিক্ষকদের উচিত ছাত্রছাত্রীদের পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষায় জোর দেওয়া। তবেই তারা সত্যিকারের মানুষ হয়ে উঠবে।

আইনি লড়াই শেষে চাকরি

জলপাইগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ অনুসারে মৌসুমি বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরি পেতে চলেছেন। দীর্ঘ ১২ বছর আইনি লড়াইয়ের পর তিনি চাকরি পাচ্ছেন। উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের বাসিন্দা মৌসুমির বাবা রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিতে গ্রুপ-ডি পদে কাজ করতেন।

২০১২ সালের ২২ অগাস্ট ৫৬ বছর বয়সে কর্মরত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁর মেয়ে মৌসুমি চাকরির আবেদন করেন। কিন্তু রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি মৌসুমি বিবাহিত বলে তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয়। এরপর তিনি এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে একটি মামলা দায়ের করেন।

মৌসুমির আইনজীবী এক্রামুল বারি জানান, বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের সিঙ্গল বেঞ্চ রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির চাকরি না দেওয়ার সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দেয়। পাশাপাশি রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানিকে আট সপ্তাহের মধ্যে চাকরি দেওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানি এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে আপিল করে। এরপর শুক্রবার হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও সব্বার রশিদি রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির এই আপিল খারিজ করে দেন। সেইসঙ্গে বিচারপতি রাই চট্টোপাধ্যায়ের আদেশকে ডিভিশন বেঞ্চ বহাল রাখে।

ভিনরাজ্যে তরুণের মৃত্যু

ধূপগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : ধূপগুড়ি ব্লকের ভেমটিয়ার বাসিন্দা রাজীব আলম (২৪) সাত মাস আগে ভিনরাজ্যে কাজে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি নির্মাণশ্রমিকের কাজ করতেন। গত সপ্তাহে কাজ করার সময় তিনতলার ছাদ থেকে পড়ে যান। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। শুক্রবার রাতে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। স্থানীয় বাসিন্দা ও আত্মীয়রা পরিবারকে জানাননি। সোমবার মৃতদেহ আসার পরই পরিবারকে জানানো হবে।

স্থানীয় বাসিন্দা তথা মৃতের আত্মীয় আলতাফ হোসেন বলেন, 'অল্প বয়সেই সংসারের হাল ধরতে রাজীব ভিনরাজ্যে কাজে গিয়েছিল। কিন্তু কেউ ভাবেনি তার এভাবে মৃত্যু হবে।' ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে। অন্য প্রতিবেশী লাবু এরশাদবজানান,আচমকা মৃত্যুর খবর পেয়ে বিস্মিত । পরিবারের লোকেরা কিছুই জানেন না। তাঁদের জানালে আবার কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে ওই আশঙ্কাতেই আত্মীয়রা এবং বাসিন্দারা কাউকেই কিছুই বলেননি।'

হোমি ভাভা কেন্দ্র বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য
টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ
জাতীয় অলিম্পিয়াড কার্যক্রম ২০২৪-২০২৫
জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা এবং নবীন বিজ্ঞানের উপর

সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী যারা এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের এই কার্যক্রমের অনুরূপ **ভারতীয় পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষক সমিতির** (আইএপিটি) তত্ত্বাবধানে **জাতীয় মানদণ্ডের পরীক্ষা** (এনএসইএস) (বিজ্ঞানের বিষয়ের জন্য) যেটি **২০২৪ সালের ২৩শে এবং ২৪শে নভেম্বর** অনুষ্ঠিত হবে, সেই পরীক্ষায় তাদের অবতীর্ণ হতে হবে। এনএসই-তে যোগ্য হওয়া এর অনুরূপ **আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াড ২০২৫** কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার প্রথম ধাপ হিসাবে গণ্য করা হবে।

নথিভুক্ত করুন :
এনএসইএস : https://www.iapt.org.in (অগাস্ট ২১ - সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২৪)
আরও বিশদ বিবরণের জন্য : https://olympiads.hbcse.tifr.res.in
https://www.iapt.org.in

CBC 48143/12/0011/2425

৪০ বিএন বিএসএফ কমান্ড্যান্ট কার্যালয়, রানীনগর, জলপাইগুড়ি (পশ্চিমবঙ্গ) - ৭৩৫১৩৩
(টেলিফোন নং- ০৩৫৬১-২৫০৮৪৩)
নং- ৬৫০/১/প্রোভ/নিলাম/৪০ বিএন/২০২৪/১৯০৯৪-১৩
তারিখ ঃ ২৪শে অগাস্ট, ২০২৪

নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত কর্মদক্ষ আধিকারিকের দ্বারা জনসাধারণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার অযোগ্য/ত্রুটিপূর্ণ দোকান যেমন জামা কাপড়/তাঁবু/বিবিধ পরিষেবার দোকান/প্রতিরক্ষার দোকান/এমটি দোকান/টায়ার, টিউব, বিটিওআইএস/যোগাযোগের দোকান/কারিগরির দোকান/ইউনিট ম্যাগাজিন/প্যাকিং করা জিনিসপত্রের দোকান ইত্যাদি ৪০ বিএন বিএসএফ-এর দায়িত্বে থাকা এই দোকানগুলি নিলাম করা হবে ৪০ বিএন বিএসএফ মূল কার্যালয়, রানীনগর ক্যাম্পাস, পোঃ পাটকাটা, জেলা- জলপাইগুড়িতে ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ ১০০০ ঘটিকায়।

২। সকল ইচ্ছুক/অনুমোদিত দরদাতাদের সময়সূচিতে উল্লেখিত তারিখ এবং সময়ের হিসাবে উপস্থিত হতে হবে।

৩। প্রত্যেক দরদাতাকে টাঃ ১০,০০০/- (টাকা দশ হাজার) মাত্র দর আরম্ভের আগে অগ্রিম অর্থ হিসাবে জমা দিতে হবে। যেটি নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার একই তারিখে ফেরত/সমন্বয় সাধন করা হবে।

৪। নিলামের অর্থমূল্য সঙ্গে জি.এস.টি সফল দরদাতাদের তৎক্ষণাৎ জমা দিতে হবে এবং নিলাম হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিলামে বিক্রয় হওয়া দোকানগুলি সফল দরদাতাদের নিজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে উৎক্ষিপ্ত করতে হবে। নিলামপ্রাপ্ত দোকানগুলির স্থানান্তরের জন্য কার্যালয়ের দ্বারা কোনও রকম পরিবহণ ব্যবস্থার সুযোগ দেওয়া হবে না।

৫। যদি, মূল নির্ধারিত দরদাতা ওই মুহূর্তে নিলামে বিক্রয় হওয়া দোকানের অর্থমূল্য জমা দিতে ব্যর্থ হয় তবে তার দ্বারা জমাপ্রাপ্ত অগ্রিম অর্থমূল্য বাজেয়াপ্ত করে নেওয়া হবে।

৬। ৪০ বিএন বিএসএফ কমান্ড্যান্টের সমস্তরকম অধিকার রয়েছে দর স্বীকার/প্রত্যাখ্যান করার কোনও রকম কারণ না জানিয়ে।

৭। ৪০ বিএন বিএসএফ কমান্ড্যান্ট-এর প্রত্যেকটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হিসাবে মেনে নেওয়া হবে।

৮। অন্যান্য সমস্ত শর্তাবলি এই কার্যের হেতু ক্ষমতাপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সমিতির দ্বারা নিলামের আগে ঘোষণা করা হবে।

৯। দরদাতাদের অবশ্যই জিএসটি নং/এসজিএসটি নং এবং প্যান কার্ড/আধার কার্ডের আসল নথির উপর অধিকার থাকতে হবে।

CBC 19110/11/0048/2425

ডিসি/কিউএম
৪০ বিএন বিএসএফ কমান্ড্যান্ট

পর্যটন বাঁচাতে নজর পাহাড়ের স্বাস্থ্যে

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : প্রাকৃতিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হিমালয়। যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত উত্তরবঙ্গের পর্যটন। তাই পর্যটন রক্ষায় হিমালয়কে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল শনিবার। হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্কের (এইচএইচটিডিএন) দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা ছিল এদিন। সেখানে 'হিমালয়ান সাসটেনেবল অ্যান্ড রেসপনসেবল ট্যুরিজম'-এ জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একটি অ্যাপ চালুর পাশাপাশি পর্যটকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিরও পরিকল্পনা নেওয়া হল। অ্যাপটি পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে সংগঠনের মহিলা সদস্যদের হাতে। সাধারণ সম্পাদক পদে সম্রাট সান্যালকে পুনর্নির্বাচিত করে আগামী দু'বছরের জন্য একটি কমিটিও গঠন করা হয় এদিন।

উত্তরাখণ্ড থেকে হিমাচলপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ থেকে সিকিম- বারবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মূল্য দিতে হচ্ছে হিমালয় রাজ্যগুলোকে। গত বছরের ৪ অক্টোবর সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের স্মৃতি এখনও টাটকা। ওই বিপর্যয়ের কারণে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ভবিষ্যৎ প্রশ্নের মুখে। সবমিলিয়ে মন্দার মুখে পাহাড়-পর্যটন। বেহাল জাতীয় সড়কের প্রভাব সমতলেও।

হিমালয় রক্ষার তাগিদে এইচএইচটিডিএনের সদস্যরা সাসটেনেবল এবং রেসপনসেবল ট্যুরিজমে জোর দেন। কী ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা যেতে পারে, সে ব্যাপারে সংগঠনের সদস্যরা নিজেদের মতপ্রকাশ করেন। পাহাড়ে বেড়ানোর তথ্য সংক্রান্ত লিফলেট পর্যটকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। দু'দিন আগে কার্সিয়াং শহরের রাস্তায় হাঁটুসমান জল জমে গিয়েছিল। ড্রেনে জমা প্লাস্টিকের স্তূপ এর অন্যতম কারণ। এজন্য স্বচ্ছতার ওপরেও জোর দিয়েছেন সংগঠনের কর্তারা। পুনর্নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সম্রাট বলছেন, 'পাহাড় বাঁচাতে পারলে যে পর্যটন বাঁচবে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই কারণে হিমালয় নিয়ে বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' ২৩ জনের কার্যকরী কমিটিতে সভাপতি পদে মনোনীত হয়েছেন শুভাশিস চক্রবর্তী এবং কোষাধ্যক্ষ শান্তনু চৌধুরী।

বনছায়া গ্রামে ভবন তৈরির আশ্বাস প্রশাসনের

নতুন ঠিকানায় স্কুল নেই, সমস্যা পঠনপাঠনের

সমীর দাস

কালচিনি, ৭ সেপ্টেম্বর : কালচিনি ব্লকের গাঙ্গুটিয়া বনবস্তি এবং কুমারগ্রাম ব্লকের ভুটিয়া বনবস্তির বাসিন্দাদের কালচিনির বিজয়পুর বস্তিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের তরফে। পুনর্বাসনের জমি ও ক্ষতিপূরণের টাকা পেয়ে দুই বনবস্তির বেশিরভাগ বাসিন্দা চলে এসেছেন বিজয়পুর বস্তিতে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নতুন গ্রামের নাম দিয়েছেন বনছায়া। প্রায় সাত মাস আগে পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গ্রামটিকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু এখনও নতুন ওই গ্রামে নির্মাণ হয়নি কোনও স্কুল। ফলে প্রাথমিক স্তরের পড়ুয়াদের নিয়ে বিপাকে পড়েছেন বাসিন্দারা।

বাড়ির বারান্দায় পড়াশোনা। বনছায়া গ্রামে।

আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) সুজিত সরকার বলেন, 'জেলা প্রশাসনের তরফে বনছায়া গ্রামে নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে। ভবনটি তৈরি হলে ওই ভবনেই অস্থায়ীভাবে স্কুল চলবে। বনছায়ায় নতুন স্কুল তৈরির প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে শিক্ষা দপ্তরে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর অনুমোদন দিলেই ওই গ্রামে নতুন স্কুল ভবন দ্রুত তৈরি হবে।'

গাঙ্গুটিয়া বনবস্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন পার্শ্বশিক্ষক ওই গ্রামে পুনর্বাসন পেয়েছেন। ওই পার্শ্বশিক্ষক মদন লামা স্থানীয় বাসিন্দা মনোজ লামার বাড়ির বারান্দায় বসে পড়ুয়াদের ক্লাস নিচ্ছেন। ওই স্কুলের আরও দুজন শিক্ষক ছিলেন, তাঁরা মাঝেমধ্যে বনছায়ায় আসেন। তাতে তো আর শিশুদের পড়াশোনা হচ্ছে না।

গাঙ্গুটিয়া বনবস্তি থেকে আসা মণি লামা জানান, বনছায়ায় অন্তত একটি প্রাইমারি স্কুল তৈরি হোক, তাঁরা প্রশাসনের কাছে সেই দাবি জানাবেন। একজন পার্শ্বশিক্ষক নিজের বাড়িতে মিড-ডে মিল রান্না করে কয়েকজনকে পড়াচ্ছেন। বাকি দুজন অনিয়মিত বললেই চলে। তাঁর কথায়, 'গাঙ্গুটিয়া বনবস্তিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে বন দপ্তর। তাহলে তো ওই দুই শিক্ষকের নতুন গ্রামে এসে নিয়মিত পড়ানো উচিত।'

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে গাঙ্গুটিয়া বনবস্তির ৬৩টি পরিবার এবং ভুটিয়া বনবস্তির প্রায় ৩০টি পরিবার বনছায়া গ্রামে পুনর্বাসন পেয়েছেন। গাঙ্গুটিয়া বনবস্তির ১৪-১৫ জন প্রাইমারি স্কুলের পড়ুয়ার মধ্যে মনোজ লামার বাড়ির বারান্দায় অস্থায়ী স্কুলে নিয়মিত পড়তে আসে ৫-৬ জন পড়ুয়া। কয়েকজন পড়ুয়া কালচিনির এবং বস্তি সংলগ্ন ভাটপাড়া চা বাগানের স্কুলে পড়ছে। ভুটিয়া বনবস্তি থেকে পুনর্বাসন পাওয়া ৮-৯ জন জয়ন্তী প্রাইমারি স্কুলের পড়ুয়া। অভিভাবকরা তাই ছেলেমেয়েদের জয়ন্তী স্কুলের কাছে আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে পড়াতে বাধ্য হচ্ছেন। এরকমই একজন নমিতা গোর। তিনি বলেন, 'আমার তিন ছেলেমেয়ের মধ্যে এক ছেলে ও মেয়ে কালচিনির একটি হাইস্কুলে ভর্তি হয়েছে। নতুন গ্রামে প্রাইমারি স্কুল না থাকায় বাধ্য হয়ে ছোট ছেলেকে জয়ন্তী স্কুলের কাছে এক আত্মীয়ের বাড়িতে রাখতে হয়েছে।'

স্কুল তো নেই, নেই কোনও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রও। ফলে পড়ুয়াদের পঠনপাঠনে বিঘ্ন ঘটছে। সকলের মত, গ্রামে স্কুল তৈরি না হলে বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। দ্রুত ওই গ্রামটিতে অন্তত প্রাইমারি স্কুল তৈরির দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা।

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

টেন্ডার নোটিস সংখ্যা. টিএসকে/ইলেক্ট/১৬৩ তারিখঃ ০৫-০৯-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেন্ডার সংখ্যা. এলভি-টি-১৪-টিএসকে-টিএলএসি-১৪। কাজের নাম তিনসুকিয়া মণ্ডলে ২ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ডিজি সেটসমূহের (৫০০ [illegible]

[illegible] ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট), তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

BSF SR. SEC. RESIDENTIAL SCHOOL, KADAMTALA, SILIGURI
(Affiliated to CBSE New Delhi)
WALK IN INTERVIEW

Walk in Interview for the post of PGT (Mathematics) purely on contractual basis on **24/09/2024.** Details of required Qualification, Age limit and salary may be seen in the school website.

The interested eligible candidate should submit their application to the school office prior to the date of walk-in-interview through post or in person. Candidate must apply only in a prescribed Application Form alongwith self attested photo copies of all testimonials and original of the same must be produced during interview. Prescribed Application Form may be downloaded from school website **www. bsfschoolkadamtala.org No separate call letter will be issued to the candidate.** No TA/DA shall be admissible for attending the interview.

Phone No. 0353-2580820 **Principal**

উত্তরবঙ্গের আস্থার আশ্রয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
বিজ্ঞাপন গ্রহণকেন্দ্র

আপনি কি প্রতি মাসে ন্যূনতমপক্ষে ১০০০০ টাকা উপার্জন করতে চান?

আপনার কি নিজস্ব দোকানঘর/অফিসরুম আছে? আপনি কি উত্তরবঙ্গের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক **উত্তরবঙ্গ সংবাদ** পরিবারের একজন সদস্য হতে চান? তাহলে আর দেরি কেন?

আজই আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স এবং ঠিকানা উল্লেখ করে আবেদন করুন ই-মেল অথবা হোয়াটসঅ্যাপে

jobs.uttarbanga@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৯০৬৪৮-৪৯০৯৬

আবেদন করার শেষ তারিখ : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪

স্পোকেন ইংলিশ

■ ইংরেজি দ্রুত শেখার ও স্বচ্ছন্দে বলতে শেখার সহজ পদ্ধতির বই। সাক্ষাতে/ডাকযোগে। (M) 9733565180, শিলিগুড়ি। (C/112290)

চিকিৎসা

■ কাউন্সেলিং ও গাইডেন্স - স্টুডেন্ট, যুবক, যুবতি, বিবাহিত দম্পতি (সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত)। 9832012088 (9 A.M. - 5 P.M.). (C/110815)

■ প্রখ্যাত নিউরোলজিস্ট প্রফেসর পাহাড়ি ঘোষ আগামী 14 & 15/9/2024 শিলিগুড়িতে রোগী দেখবেন। যোগাযোগ- 'শিলিগুড়ি মেডিকেল হল।' ফোন - 0353-2538844/96092-25864. (C/112299)

ভাড়া

■ ঝংকার মোড়ের নিকট, মহানন্দাপাড়া, শিলিগুড়িতে 2 ঘরের ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়া হবে। ফোন : 9547814732. (C/112321)

■ Hotel Harsabardhan-এর Ground floor-এ 680 Sq জায়গা ভাড়া দেওয়া হইবে। সত্বর যোগাযোগ করুন। Mob No.- 7319598533/ 9434966968. ঠিকানা- N. S. Road, Raiganj, U/Dinajpur, 733134. (M-109666)

■ এয়ারভিউ মোড়ের কাছে দোতলায় ২ বেডরুম, ২ টয়লেট, মডুলার কিচেন এবং কিছু ফার্নিচার সহ ফ্ল্যাট ভাড়া দেব। সব ফ্যান, লাইট, গিজার এবং সমস্ত জানলায় মশার জন্য স্টিল নেট দেওয়া আছে। মোঃ 9064505053. (C/113266)

ভাড়া

■ To-Let for Godown/Office at Iskcon Road, Siliguri. Mob : 8016288729. (C/112340)

■ To-let Bank, Office, Shop. Prime location. N.B.M. College. 1200 Sq.ft. 9734104370. (C/112338)

■ দোকান ভাড়া দেওয়া হবে। ডিবিসি মেইন রোড, নিয়ার এনটিএস মোড়, শিলিগুড়ি। 350 Sq.ft. (M) 9475081469. (C/112329)

■ Space for Rent 1800 (Sft.) 1st Floor, Kadamtala, Jalpaiguri. 9932595060. (C/111761)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/112294)

■ সন্তানহীন, অসময়ে গর্ভপাত, বিবাহে বিলম্ব, ছেলে বা মেয়ে (উভয়ে) কালসর্প ও মাঙ্গলিক দোষযুক্ত, ভারত বিখ্যাত বৈদান্তিক তান্ত্রিক, জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশারদ বিশেষজ্ঞ, প্রোঃ ডঃ শিবশঙ্কর শাস্ত্রী (গুরুজি)-র সঙ্গে কালবিলম্ব না করে যোগাযোগ করতে পারেন। শিলিগুড়ি সেবক রোডে নিজস্ব আশ্রমে চেম্বার, প্রকৃত তান্ত্রিক ক্রিয়ার মাধ্যমে কঠিনতম সমাধানের উপায়। তিনি শিলিগুড়ির বাইরে কোথাও বসেন না। অগ্রিম যোগাযোগ - 9002004418.(C/112288)

জ্যোতিষ

■ রাজ জ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রী শুভশাস্ত্রী প্রতি ইংরেজি মাসের ১-৭ শিলিগুড়ি, ৮-১২ ফালাকাটা রত্নভাণ্ডার জুয়েলার্স। M : 7719371978.

বিক্রয়

■ Flat sale, 2 BHK 800 sq.ft Agarpara, Kolkata 1 No, Rly Platform-এর সন্নিকটে । যোগাযোগ- 98320-16984, 7001252412. (C/113267)

■ NJP to Salugara MES Tata Max City Auto Sale. Ph. 9832087577. (C/112326)

■ উত্তম অবস্থায় Digital Flex, Eco, Offset, Laser মেশিন বিক্রি হবে। M : 8927882586. (C/112295)

■ হাকিমপাড়া শিলিগুড়িতে মেইন রোডে ২ কাঠা জমি সহ পাকা বাড়ি সত্বর বিক্রয়। যোগাযোগ - 9475757215. (C/112290)

বিক্রয়

■ Pre-booking for New 2 BHK & 4 BHK flat & Commercial shop available at Medical More near new NBMC main gate. Contact- 8759187453/ 9641917658. (C/112292)

■ 2 BHK flat বিক্রয়, 669 sq.ft. জলপাইগুড়ি, কদমতলার নিকট আনন্দপাড়ায়। M : 8942976098. (C/111756)

■ জলপাইগুড়ি অসম মোড়ে ৫ কাঠা বাস্তু জমি বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ M : 9832454183. (C/111764)

■ জলপাইগুড়ি 73 মোড়ের কাছে 400মিটারের মধ্যে ৩ কাঠা জমি 10 লাখে সত্বর বিক্রয়। M : 8389083339. (C/112290)

■ VIP- Haldiram-এর নিকট চতুর্থ তলে একটি ফ্ল্যাট ১১৬৫ sq.ft গ্যারাজ সমেত বিক্রিয় আছে। লিফট উপলব্ধ আছে। ফোন - 8582852680. (K)

■ জলপাইগুড়ি নেতাজিপাড়ায় তিনতলা বাড়ি বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ- 6294779464, 6294277464. (C/111756)

■ জলপাইগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ায় ৩ বিএইচকে ১৪০০ স্কোঃ ফুঃ অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয়। হোয়াটসঅ্যাপ- ৯০০২৬৬৫০৪২. (K)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে 4 1/2 কাঠা জমি বিক্রয় হবে। একদিকে 18 ফুট রাস্তা, অন্যদিকে 8 1/2 ফুট রাস্তা। মূল্য প্রতি কাঠা 45 লক্ষ ও 8 1/2 ফুট রাস্তায় 2 কাঠা জমি 40 লক্ষ প্রতি কাঠা। M : 9735851677. (C/112298)

Rent/Lease

■ Godown Rent/Lease 10,000 sq.ft, Eastern byepass, Baneshwar More, Siliguri. M : 9434465637. (C/112299)

পরিষেবা

■ Niharika Visa Immigration in Siliguri offers visa services for various countries, including tourist and Business visas for : Asian Countries, African countries, Middile Eastern countries, European countries : All Schengen Visas, Other countries- Australia, New Zealand, Canada, Niharika Immigration,Siliguri, Call : +918001106402, WhatsApp : +919354838036. (C/112297)

কর্মখালি

■ Required Principal for a reputed English Medium School in Siliguri. Drop your CV at hrschool1999@gmail.com (C/112328)

■ B. Tech/ Diploma in civil (Experience, Fresher) M/F Computer Operator with Tally (Accountant) at Raiganj. Site Supervisor For North Bengal. Email- prabirghoshrgj@gmail. com. (M-109666)

■ কলকাতার গড়িয়াহাটে বাড়ির সর্বক্ষণের কাজের জন্য মধ্যবয়স্ক স্বামী ও স্ত্রী চাই। (M) 9434379261. (C/112295)

কর্মখালি

■ Required experienced Marketing Exe. for Electrical Items in Siliguri. Accounting Person Exp. Sal 15-30K. Contact : 9732282200. (C/112294)

■ শিলিগুড়ির Renowned Fetus IVF Centre (Test Tube Baby)-এর জন্য Female Counsellor এবং Manager (M/F) চাই, IVF Centre-এর অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক। Address : Tradium Building, Sevoke Road, Siliguri. শীঘ্রই যোগাযোগ করুন-9733400336, 7679989075. (C/112332)

■ সিকিউরিটি গার্ডের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা, খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। বেতন সাক্ষাতে। (M) 8370895152. (C/112294)

■ Wanted Exp. Sales Exe. for FMCG. (M) 8918173870. (C/112333)

■ সাধনা ফুড প্রোডাকশন (আচার কোম্পানি) কোচবিহারের জন্য সারা উত্তরবঙ্গে প্রোমোশন কাম সেলসম্যান চাই। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। (M) 8972664987. (C/111809)

■ Wanted an Assistant Teacher M.Sc., B.Ed., in Chemistry for Modella Caretaker Centre and School, Fulbari preferably convent educated. The suitable candidates can appear the interview at our city office, Church Road, Siliguri on 10th September '24 from 3.00 P.M. onwards with CV and testimonials. Secretary (MCCS).

কর্মখালি

■ মহিলা সহায়ক চাই, দিন-রাত্রির জন্য, একজন বিশিষ্ট বয়স্ক ব্যক্তির যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশোনা এবং সাথে নিজস্ব রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের কাজকর্ম তদারকি করা, বয়স সীমিত 25 হইতে 35-এর মধ্যে হতে হবে, পড়াশোনা ন্যূনতম মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক হতে হবে। থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে, বেতন যোগ্যতা অনুযায়ী পাবেন। (সাথে যাবতীয় সুযোগসুবিধা পাবেন)। যোগাযোগ-9434043593, শিলিগুড়ি, সেবক রোড। (C/112289)

■ কসমেটিকস & FMCG প্রোডাক্ট বিক্রির জন্য মহিলা ও পুরুষ চাই (বেতন+কমিশন) এছাড়াও টিম-লিডার চাই। (M) 9775043758. (C/112297)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ি তিনবাত্তি মোড়ে স্টার হাসপাতালের নিজস্ব ফার্মাসির জন্য সেলস Boy's & Girls' চাই। অভিজ্ঞ প্রার্থীরা অগ্রাধিকার। যোগাযোগ- 7585989715. (C/112296)

■ শিলিগুড়ির কাছে ভাতের হোটেল ও দুধের দোকানের জন্য ২/৩ জন মহিলা কর্মী শীঘ্র চাই। খাওয়া, থাকা+বেতন-5/6 হাজার। (M) 8910750023. (C/112293)

কর্মপ্রার্থী

■ এমএ (বাংলা)। ১২ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। মোবাইল- 8927263582, জলপাইগুড়ি। (C/111760)

PROFESSOR REQUIRED

Urgent vacancy for Tourism, Aviation, Hospitality and Management professor at Surya Sen College.
Eligibility : Masters with 55%. Interested candidates can share their C.V in
hr@needstele.com or
WhatsApp - 9933393433

Wanted Teacher

Wanted Special Educator Teacher, Qualification:- Bachelor's & B.Ed in special Education, fluency in English & Hindi. Apply with C.V along with copies of testimonials and passport size photograph within 07 days to:

The Principal, Hindi Balika Vidyapith
S.P Mukherjee Road, Khalpara, Siliguri- 734005

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

FEDERAL BANK
YOUR PERFECT BANKING PARTNER
10% Instant Discount with Federal Bank Cards
24th Aug - 15th Sep 2024
Discount up to ₹500 on Debit & Credit Cards | Valid once per card. | Minimum order value of ₹3000

CRED
scan and pay with CRED
UPTO ₹100* cashback
on purchases worth ₹500 and more.
Min Cashback ₹10
offer valid from 1st Sept to 30th Sept 2024.

নিয়ম এবং শর্তাবলী প্রযোজ্য। কার্ড / এবং ওয়ালেট অফারগুলি কেবলমাত্র স্মার্ট বাজার, স্টক থাকা পর্যন্ত অফারটি বৈধ। সমস্ত অফার কোনোরূপ বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই পরিবর্তন সাপেক্ষে। পণ্যসমূহের প্রদর্শিত ছবি / চিত্র কেবলমাত্র নিদর্শনস্বরূপ প্রদত্ত। অ্যাপারেলস্ উপরে অফারগুলি কেবলমাত্র স্মার্ট বাজার এবং স্মার্ট সুপারস্টোর-এ বৈধ। সমস্ত পণ্যের এমআরপি সমস্ত কর সহ। সমস্ত বিরোধ বা বিতর্ক মুম্বই আদালতের এক্তিয়ারের অধীন।

নিকটবর্তী স্টোর দেখার জন্য স্ক্যান করুন

অফার এছাড়াও উপলব্ধ
SMART SUPERSTORE

SMART BAZAAR

SMART SUPERSTORE

এখন খোলা শ্যামনগর : ঘোষপাড়া রোড, সেন্ট অগাস্টাইন ডে স্কুলের কাছে • রানাঘাট 36 রবীন্দ্র সরণি, ব্রজবালা গার্লস স্কুলের কাছে. • মেমারি : বামুন পাড়া মোড়, ইন্ডিয়ান অয়েল পেট্রোল পাম্পের কাছে • কলকাতা : সাউথ প্ল্যানক্স মল, পৈলান মার্কেটের

• কলকাতা : সি সেন্টার মল, রবীন্দ্র সরণী • ডিআইপিসি রোড, বাগুইহাটি • দ্য মেট্রোপলিস মল, হাইল্যান্ড পার্ক • সেক্টর III, সল্টলেক • 185 এমবি রোড, বিরাটি • ডায়মন্ড প্লাজা মল, নাগেরবাজার • উডস্কোয়ার মল, নরেন্দ্রপুর • লেক মল, রাসবিহারি এভিনিউ • অবনি রিভারসাইড মল, হাওড়া • সানসিটি মল, চাঁপাডালি মোড়, বারাসাত • ডায়মন্ড হারবার রোড, খিদিরপুর • ঘোষ পাড়া রোড, ব্যারাকপুর • অরবিট মল, যাদবপুর • শিয়ালদহ • নিউ টাউন প্লাজা, ফায়ার স্টেশনের পাশে, অ্যাক্সিস মলের পিছনে • অরবিন্দ সরণী, খান্না সিনেমা হলের নিকটে, হাতিবাগান • ঋষি বঙ্কিম সরণী, বর্মতলা মোড়, শ্রীরামপুর • ময়নাগুড়ি - নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন রোড • বালুরঘাট - টাউন ক্লাব মাঠের বিপরীতে • বর্ধমান : বর্ধমান আর্কেড, জেলখানা মোড় • নন্দিনী কমপ্লেক্স, গেট নং - 1, আলিশা বাস স্ট্যান্ডের কাছে • আসানসোল : গ্যালাক্সি মল • সেন্ট্রাম মল, সৃষ্টিনগর • দুর্গাপুর : ড্রিমল্যান্ড কমপ্লেক্স, সিটি সেন্টার • হলদিয়া : সিটি সেন্টার, লোয়ার বেসমেন্ট • পুরুলিয়া : সিটি সেন্টার মল, দেশবন্ধু রোড • কৃষ্ণনগর : সেন্ট্রাম মল, পাত্রতীর্থ বাস স্ট্যান্ড • দার্জিলিং : রিংক মল • শিলিগুড়ি : কসমস মল • স্কাই স্টার, সেবক রোড • জলপাইগুড়ি : পিআর এম মার্কেট সিটি, কদমতলা মোড় • কোচবিহার : সিটি মল, পূর্ব খগড়াবাড়ি, পাওয়ার স্টেশনের কাছে • গ্যাংটক : নমনং কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, নমনং রোড • সিংমা গোলাই, লাল বাজার, গ্রিনডেল হোটেলের নিকট, পানি হাউস রোড • কার্শিয়াং : প্রাজা বিল্ডিং, হিল কার্ট রোড, এইচডিএফসি ব্যাঙ্কের নিকট

• কলকাতা : গ্রাউন্ড ফ্লোর, রোসডেল প্লাজা, রোসডেল গার্ডেন কমপ্লেক্স, নিউ টাউন • ওবারয়েল বিয়েল মার্ক, নরেন্দ্রপুর, পি এস. সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটি, এন এস সি বোস রোড • যশোর রোড, গঙ্গানগর (দঃ), মধ্যমগ্রাম • বেহালা সঞ্জীব পল্লী, প্যারিস পাড়ার নিকট • গড়িয়া চালাই ব্রিজ, রেমেডি হাসপাতালের নিকট • পুরুলিয়া : ঊষা অ্যাপার্টমেন্ট, রাঘবপুর মোড় • কৃষ্ণনগর : সদর হাসপাতালের পিছনে • বহরমপুর : বি বি সেন রোড • বোলপুর : শান্তিনিকেতন রোড • মেহেক অ্যাপার্টমেন্ট • সিউড়ি : দুবরাজপুর, সুভাষ পল্লী • রায়গঞ্জ : মার্কেট সিটি মল, এন এস রোড, আশা টকীজ-এর কাছে • আসানসোল : দ্য হরিজিওন, আশ্রম মোড় কল্যানপুর নর্থ বেঙ্গল (উত্তরবঙ্গ) • দার্জিলিং : হিমালয়ান থিয়েটার, ছোটো কাকঝোরা • জয়গাঁও : দুর্গা হৃদয় মেগা মল, এন এস রোড • কোচবিহার : নৃপেন্দ্র নারায়ণ রোড, এ সি ডি সি ক্লাবের বিপরীতে • জলপাইগুড়ি : কদমতলা • ঝাড়গ্রাম : রঘুনাথপুর • শিলিগুড়ি : সেবক রোড, আনন্দলোক হাসপাতালের নিকট • দ্বারিকা ডেভেলপার্স, বর্ধমান রোড, হেরিটেজ হাসপাতালের নিকট শালুগাড়া, ৪ র্থ মাইল • সেবক রোড, নর্দান ফ্লাওয়ার মিলস্-এর বিপরীতে • গ্যাংটক : ভাজরা ওয়ার্ড

উত্তরবঙ্গ লবি, উত্তরবঙ্গের কুস্বাস্থ্য

উত্তরবঙ্গের সঙ্গে কোনও শব্দ জুড়ে গেলে গর্ব হওয়া উচিত উত্তরবঙ্গের মানুষের। কিন্তু স্বাস্থ্যে উত্তরবঙ্গ লবির কথায় লজ্জাই হয় সবার। এই লবি কীভাবে তৈরি হল? এঁরা যখন এত ক্ষমতাবান, তখন কী পরিস্থিতিতে রয়েছে উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা? আদৌ কোনও উন্নতি হল না কেন? উত্তর সম্পাদকীয়তে তা নিয়েই চর্চা।

তিনরকম স্বাস্থ্য মাফিয়ার দৌরাত্ম্য

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

আমরা স্বাস্থ্যকে সম্পদ বলি। ‘স্বাস্থ্য’ কথাটার মধ্যে যতটা শরীর আছে, ঠিক ততটাই মন আছে। আর স্বাস্থ্যের সঙ্গেই যুক্ত সুস্থ থাকার ব্যাপারটি। এই সুস্থ থাকার অর্থ শুধু শারীরিক সুস্থতা নয়, মানসিক, সামাজিক সব ধরনের সুস্থতা। ব্যক্তি তখনই সুস্থভাবে বাঁচতে পারে যখন তাঁর স্বাস্থ্য ভালো থাকে। স্বাস্থ্য বিগড়ে যাওয়ার অর্থ জীবন বিগড়ে যাওয়া।

একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের নিরিখেই আলোচনা এগোনো যাক। ধরুন, আপনার বাড়িতে একজন অসুস্থ মানুষ আছেন। তাঁকে সপ্তাহে দু’বার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হয়। দিন সাত-আট ধরনের ওষুধ, মাসে চারবার ডায়ালিসিস, নিয়মিত বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা করাতে হয়। আপনার আয়ের উপর নির্ভর করেই সংসার চলে। সংসারের প্রতিদিনের খরচ, ছেলেমেয়ের পড়াশোনা, অন্য আনুষঙ্গিক ব্যয় বাদেও রয়েছে চিকিৎসার বিপুল খরচ। এর উপর ব্যাংক ঋণের ইএমআই। চোখ বন্ধ করে একবার পরিস্থিতিটা অনুভব করার চেষ্টা করুন। এই পরিস্থিতিতে শুধু পরিবারের কর্তাই নন, গোটা পরিবারের ‘স্বাস্থ্য’ কোনও অবস্থাতেই ভালো থাকতে পারে না।

চিকিৎসা শাস্ত্রে নির্দিষ্ট কিছু রোগকে ছোঁয়াচে বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা সব রোগকেই ছোঁয়াচে বানিয়ে ফেলেছে। একটি পরিবারের একজন সদস্য সামান্য অসুস্থ হলেই আতঙ্ক গ্রাস করে গোটা পরিবারকে। হার্ট, কিডনি, লিভার, সুগারের সমস্যা হলে তো পরিবারের ‘সুস্থ’ সদস্যরাও চিন্তায় অসুস্থ হয়ে যান। আর ক্যানসারের মতন মারণব্যাধির কবলে পড়লে গোটা পরিবারের সর্বস্বান্ত হওয়াটা সময়ের অপেক্ষামাত্র। রোগটি ছোঁয়াচে হোক বা না হোক, একজনের অসুস্থতার ছোঁয়া এভাবেই অন্যজনকে অসুস্থ করে তোলে।

নেতা-মন্ত্রীদের বড়-বড় বুলি আর কিছু নীল-সাদা বিল্ডিংয়ের গল্পকে কয়েক মিনিটের জন্য সরিয়ে রাখলে উত্তরবঙ্গের সরকারি চিকিৎসা কাঠামোর কঙ্কালসার ছবিটা কোনওরকম এক্স-রে ছাড়াই স্পষ্ট বোঝা যাবে। বিতর্ক সভা হলে কাগজ-কলম, নথি দেখিয়ে স্বাস্থ্যকর্তারা এটাও বুঝিয়ে দিতে পারেন যে উত্তরবঙ্গের সরকারি চিকিৎসা পরিকাঠামো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইংল্যান্ডের চাইতেও উন্নত। কিন্তু বাস্তবে নেই-এর তালিকা দিতে গেলেও আস্ত একটা মহাভারত লিখতে হবে।

কী নেই, কী দরকার তা বলার আগে বলতে হবে কী আছে সেকথা। জ্বর, সর্দি, কাশি, পেট খারাপ, সামান্য চোট আঘাত আর হাইড্রোসিল সমস্যা জাতীয় ছোট অপারেশন এবং প্রসূতি চিকিৎসা বা প্রসব সংক্রান্ত অপারেশন- মোটামুটি এই ধরনের প্রাথমিক বা উচ্চপ্রাথমিক পর্যায়ের রোগের চিকিৎসা, অপারেশনের বাইরে উত্তরবঙ্গে সরকারি ব্যবস্থাপনায় আর কিছুই হয় না। কেউ মানুক আর না মানুক এটাই অপ্রিয় সত্য। এর বাইরে দু-চারটি ক্ষেত্রে কিছু অপারেশন হয়। তবে সেগুলো ব্যতিক্রম। আর ব্যতিক্রমকে উদাহরণ বলে সাফাই দেওয়া যায় না।

এ তো গেল সরকারি চিকিৎসার কথা। বেসরকারি ক্ষেত্রে উত্তরে এর চাইতে খুব বেশি পরিকাঠামো বা উন্নত পরিষেবা পাওয়া যায় তা কিন্তু নয়। বেসরকারি ক্ষেত্রের টিআরপি হল সেখানকার চাকচিক্য এবং কোট-টাই পরা কর্মীদের ইংরেজি, বাংলা মিশিয়ে গুছিয়ে মিথ্যা কথা বলার স্টাইল। বরং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাইতে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স বা অন্য কর্মীদের দক্ষতা অনেক বেশি। তাঁরা কাজ করেন না বা করতে চান না সেটা অন্য বিষয়।

একজন মুমূর্ষু রোগী যাঁর হয়তো দু’দিনের মধ্যেই ডায়ালিসিস শুরু করা দরকার, সরকারি হাসপাতালে ক্রমতালিকা অনুসারে তিনি সময় পাচ্ছেন হয়তো চার মাস পরে। যাঁর দ্রুত অপারেশন দরকার মেডিকেল কলেজে তাঁকে ছয় মাস পরের তারিখ দেওয়া কাগজ ধরিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তখন রোগীর পরিবারের সামনে দুটি রাস্তা খোলা থাকছে। এক- ঘটিবাটি বেচে নার্সিংহোমে যাওয়া, দুই- ঘরে বসে মৃত্যুর জন্য দিন গোনা। উত্তরবঙ্গে প্রতিদিন এভাবে কত লোক মারা যাচ্ছেন আর কত পরিবার সর্বস্বান্ত হচ্ছে তার খোঁজ কেউ রাখে না।

কাঠামো বা বিল্ডিংয়ের কথা বললে, মালদা, রায়গঞ্জ, উত্তরবঙ্গ, জলপাইগুড়ি এবং কোচবিহার- উত্তরবঙ্গে বর্তমানে পাঁচটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল আছে। সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালও আছে বেশ কয়েকটি। এর বাইরে মহকুমা, জেলা হাসপাতাল, ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, কৃষি হাসপাতাল, গ্রামে বা ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, পুরসভার নিজস্ব হাসপাতাল, চা বাগানের হাসপাতাল ইত্যাদি আছে। এরপরও প্রত্যন্ত এলাকাতেও রমরমিয়ে চলছে নার্সিংহোম। কারণ সরকারি কাঠামো ভরসা দিতে পারেনি আমজনতাকে।

আর কঠিন বাস্তব হল, সরকারি ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের ভরসা হারানোর মূল কারিগর চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য প্রশাসকদের একাংশই। তাদের হাতে পড়ে উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বারোটা বেজে গিয়েছে। সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় অপারেশন না করিয়ে দালাল মারফত সেই রোগীকে নার্সিংহোমে নিয়ে গিয়ে টাকা লুটে নেওয়া একশ্রেণির চিকিৎসকদের ‘অধিকার’ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই অসাধু চিকিৎসক বা স্বাস্থ্য প্রশাসকরা চাকরি করেন রাজ্য সরকারের। কিন্তু তাদের টিকি বাঁধা আছে নার্সিংহোম মালিকদের কাছে।

অসাধু চিকিৎসক, স্বাস্থ্য প্রশাসক এবং বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের মালিক- এই তিন স্বাস্থ্য মাফিয়ার দৌরাত্ম্যে উত্তরের চিকিৎসা ব্যবস্থায় বাসা বেঁধেছে ক্যানসার। সরকারি হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজে বহু দামি চিকিৎসা সরঞ্জাম পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। সেগুলোর ব্যবহার হচ্ছে না অসাধু চিকিৎসকদের জন্যই। হরির লুটের বাতাসার মতো লুট হচ্ছে স্বাস্থ্যখাতের টাকা। রাজ্যের জেলায় জেলায় তৈরি হয়েছে আরজি করের মতো দুর্নীতির ঘুঘুর বাসা আর সেখানে বসে রয়েছেন বহু সন্দীপ ঘোষ।

নেতা, মন্ত্রীরা সব জানেন, সব বোঝেন। কিন্তু লুটের টাকার ভাগ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে সায় দিয়ে যাচ্ছেন জোচ্চুরির কারবারে। আর সব জানেন বলেই সিবিআই না ডাকলে চিকিৎসার জন্য তাঁরা সরকারি হাসপাতালের চৌকাঠ মাড়ান না।

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকরা মাসের পর মাস কলকাতায় বসে থাকেন। কিন্তু তাঁদের হাজিরা খাতায় উপস্থিতি পড়ে যায়। তাঁরা পরিষেবা না দিয়ে মাইনে পাচ্ছেন আর চুটিয়ে চেম্বার করছেন। সব জেনেও রাজ্য তাদের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটিও করে না। এইসব অনিয়ম যাঁদের দেখার কথা স্বাস্থ্য প্রশাসনের কর্তাদের মধ্যে আবার লবি আছে। কেউ বর্ধমান তো কেউ উত্তরবঙ্গ। ফলে লবি টেকাতে ব্যবস্থাও হয় না।

এই ফাঁকিবাজ চিকিৎসকদের অনেককেই দেখছি জাস্টিস চেয়ে আন্দোলনে নেমেছেন। তা ডাক্তারবাবু, আপনাদের ফাঁকিবাজি আর কামাইতন্ত্রের জন্য প্রতিদিন উত্তরবঙ্গের সাধারণ মানুষজন যেভাবে কার্যত বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন, তাঁদের জাস্টিস কে দেবে? তাঁদের জন্য একটা বাড়তি মোমবাতি জ্বালাবেন প্লিজ। তাতে যদি খানিকটা পাপক্ষয় হয়!

সুস্থ মানুষই একটি সুস্থ জাতির মেরুদণ্ড। সুস্থ নাগরিক দক্ষতার সঙ্গে তাঁর কাজ করতে পারেন। সুস্থ লোকেরা দীর্ঘজীবী হন। ফলে তাঁরা তাঁদের কাজের মাধ্যমে সমাজ বা জাতির উন্নয়নে দীর্ঘদিন সক্রিয় থাকেন। ব্যক্তির সক্রিয়তা দেশ, রাজ্য বা নির্দিষ্ট এলাকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নেও পরিপূরক হয়। উত্তরবঙ্গের অনুন্নয়নের অন্যতম কারণ এই অঞ্চলের মানুষজনের স্বাস্থ্যের দিক থেকে পিছিয়ে থাকা।

এই এলাকার মানুষজন তাঁদের উপার্জিত অর্থের একটা বড় অংশই (অনেকে প্রায় পুরোটাই) ব্যয় করেন শারীরিক সুস্থতার জন্য। ফলে তাঁরা মানসিক সুস্থতার রসদ জোগাতে পারেন না। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকার তো বটেই, উত্তরবঙ্গবাসীর এই দুর্দশা, উত্তরের অনুন্নয়নের জন্য চিকিৎসক বা স্বাস্থ্য ব্যবসায়ীদের একটা বড় অংশ কোনওভাবেই দায় অস্বীকার করতে পারে না।

আসলে আমরা উত্তরবঙ্গের মানুষজন অর্থ উপার্জনে স্বাস্থ্য উৎসর্গ করছি। তারপর সেই স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য উপার্জিত অর্থ উৎসর্গ করতে বাধ্য হচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ‘মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে / মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।’ উত্তরবঙ্গের দিন আনা, দিন খাওয়া মানুষজনও বাঁচতে চান। দয়া করে তাঁদের বাঁচতে দিন।

করোনা থেকেই শুরু দুর্নীতিচক্র

রণজিৎ ঘোষ

স্বাস্থ্যে দুর্নীতি, নাকি দুর্নীতিতে জর্জরিত স্বাস্থ্য। এই প্রশ্নটাই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে উত্তরবঙ্গবাসীর মনে। শিক্ষা, খাদ্য কেলেঙ্কারির পর স্বাস্থ্যেও পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি। এবং এই প্রথম রাজ্যের কোনও কেলেঙ্কারিতে সরাসরি উত্তরবঙ্গের নাম জড়িয়ে গিয়েছে।

অনেকেই বলছেন, স্বাস্থ্য দপ্তরে উত্তরবঙ্গ লবির প্রভাব কয়েক বছর ধরে শোনা যাচ্ছিল। সেটা শুনে প্রথম প্রথম উত্তরবঙ্গবাসী হিসাবে কিছুটা সুখানুভব হয়েছিল বটে। রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রশাসনে উত্তরবঙ্গের প্রভাব প্রতিপত্তি শুনলে কার না ভালো লাগে বলুন? কিন্তু তাল কাটল আরজি কর ইস্যু। সবাই এতদিনে জেনে গিয়েছেন যে, ভালো কোনও কাজে নয়, উত্তরবঙ্গ লবির হাত ধরে স্বাস্থ্য দপ্তরে সীমাহীন দুর্নীতি শুরু। সারা বছর পড়াশোনা না করে শুধু এই লবিতে নাম লিখিয়ে অথবা লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে নম্বর বাড়িয়ে পাশ করছেন কিছু ডাক্তারি পড়ুয়া।

ভাবুন তো একবার, এঁরা হয়তো ডাক্তারি পড়ার সময় কীভাবে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ রোগীর শরীরে পুশ করতে হয় সেটাও শেখেননি। আর এঁদের হাতে আপনার-আমার চিকিৎসার দায়িত্ব? ভাবা যায় না। ভাবতে অবাক লাগে, টাকার বিনিময়ে মানুষের জীবন নিয়ে খেলার কাজেই লিপ্ত হয়েছিল উত্তরবঙ্গ লবি। সবচেয়ে বড় কথা, এই লবি উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্যের উন্নতির কথা কোনওদিন ভাবেনি। বরং সবসময় অবনতির চেষ্টাই করে গিয়েছে।

তৃণমূলের প্রথম সাত-আট বছর সেভাবে এই দপ্তরে বড় দুর্নীতির গন্ধ পাওয়া যায়নি। ২০১৯ সাল থেকে স্বাস্থ্যে পুকুরচুরি শুরু হয়। ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর উত্তরবঙ্গের এক শীর্ষস্থানীয় কর্তা শাসকদলের ছত্রছায়ায় থাকার সুবাদে ধীরে ধীরে কলকাতায় চিকিৎসক ও আমলা মহলে প্রভাব বিস্তার শুরু করেন। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের মেডিকেল কলেজগুলি থেকে দু’-একজন করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ নেতাকে তুলে নিয়ে আসার কাজে নামেন। তাঁর টার্গেট ছিল, মেডিকেল কলেজগুলিতে টিএমসিপি ছাড়া অন্য কোনও ছাত্র সংগঠনকে মাথা তুলতে দেওয়া হবে না। এটাকে বাস্তবায়ন করতে পারলে তাঁদের অঙ্গুলিহেলনেই সব স্বাস্থ্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালিত হবে। তখনও তো বোঝা যায়নি, আর্থিক এবং প্রশাসনিক দুর্নীতির মতলবে ওই চিকিৎসক ঘুঁটি সাজাচ্ছিলেন।

আজকের অভীক দে, বিরূপাক্ষ বিশ্বাসদের মতো কলঙ্কিত চিকিৎসকদের শিক্ষাগুরুও উত্তরবঙ্গ লবির শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি।

২০২০ সালে করোনা অতিমারি শুরু হতেই উত্তরবঙ্গ লবির ওই চিকিৎসক তৃণমূলের শীর্ষস্থানীয় নেতা-নেত্রীর পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর্তাদেরও বোঝানোর চেষ্টা করেন, গোটা উত্তরবঙ্গের করোনা পরিস্থিতির উপরে নজর রাখতে শুধু মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকরাই যথেষ্ট নন। এখানে একজন আধিকারিকের পদ সৃষ্টি করা প্রয়োজন, যিনি উত্তরের আট জেলা ঘুরে কাজ করবেন। ব্যস, যেমন প্রস্তাব, তেমন আয়োজন। উত্তরবঙ্গ লবির শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসককেই সেই দায়িত্ব দিয়ে দেয় স্বাস্থ্য ভবন।

স্বাস্থ্য ভবন থেকে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে দুর্নীতির ছক কষা এবং উত্তরবঙ্গ লবির ছড়ি ঘোরানোর সূচনা এখান থেকেই। এক একটি দিন গিয়েছে আর স্বাস্থ্য ভবনে নিজেদের প্রভাব বাড়িয়েছেন ওই চিকিৎসক এবং তাঁর শাগরেদরা। ধীরে ধীরে উত্তরবঙ্গ লবির খপ্পরে পড়ে শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, রাজ্যজুড়েই স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে প্রচুর দুর্নীতি শুরু হয়। করোনা সংক্রামিত রোগীদের চিকিৎসার জন্য মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল থেকে জেলা, মহকুমা এমনকি ব্লক হাসপাতালেও পৃথক ওয়ার্ড তৈরি করার নামে কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের জন্য পিপিই কিট থেকে শুরু করে স্যানিটাইজার, মাস্ক কেনা, অক্সিজেন কনসেনট্রেটরের নামেও কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। যত টাকা বরাদ্দ হয়েছে, তত টাকার জিনিস কেনা হয়নি। আবার যে দর দিয়ে যত জিনিস কেনা হয়েছে তাতেও ব্যাপক গরমিল।

করোনা অতিমারির সময় থেকে চিকিৎসকরাই বরাবর বলে এসেছেন, নামীদামি কোম্পানির পিপিই কিট কেনার টেন্ডার হচ্ছে আর স্থানীয় বাজার তৈরি পিপিই কিট হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হচ্ছে। এই পিপিই কিট নিয়ে রাজ্যজুড়ে সরকারি হাসপাতালগুলি থেকে অভিযোগও কম ওঠেনি।

এ তো গেল পিপিই কিট, মাস্ক, গ্লাভসের কথা। উত্তরবঙ্গে সেই সময় জেলায় জেলায় কোভিড হাসপাতাল তৈরি হয়েছিল। সেই হাসপাতাল তৈরির জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে রাতারাতি কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। যেমন পাহাড়ে ত্রিবেণী কোভিড হাসপাতাল। অভিযোগ রয়েছে, এই হাসপাতাল তৈরিতেই অন্তত ২০-২৫ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্তাদের বক্তব্য, এই সীমাহীন দুর্নীতির নথিতে সই করতে না চাওয়ায় এক স্বাস্থ্যকর্তাকে ২৪ ঘণ্টার নোটিশে উত্তরবঙ্গে বদলি করে অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়ে রাখা হয়েছিল।

এই ২০২১ সাল থেকেই উত্তরবঙ্গ লবি কার্যত স্বাস্থ্য ভবনের দখল নিয়ে নেয়। যার জেরে উত্তরবঙ্গ লবির শীর্ষস্থানে থাকা চিকিৎসক অবসরের পরেও তাঁর চাকরির মেয়াদ দু’বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় থেকেই রাজ্যের মেডিকেল কলেজগুলিতে নোংরা সংস্কৃতির আমদানি করে এই লবি। ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করিয়ে দেওয়ার নাম করে পড়ুয়াদের কাছে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলাবাজি, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ না করলে পরীক্ষায় ফেল করিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এমনকি অন্য ছাত্র সংগঠন করায় ডাক্তারি পড়ুয়াদের খুন, ধর্ষণের হুমকিও দেওয়া হচ্ছিল। সারা বছর পড়াশোনা না করেও শুধু এই টিএমসিপির নেতা হিসাবে লবিতে নিজের নাম লিখিয়ে লেটার মার্কস পেয়েছেন সাহিন সরকার, সোহম মণ্ডলের মতো বিভিন্ন কলেজে ছড়িয়ে থাকা টিএমসিপির স্ট্যাম্প মারা ডাক্তারি পড়ুয়ারা। আবার এই লবির কথা মতো লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েও অনেক ছেলেমেয়ে ডাক্তারি পরীক্ষায় ভালো ফল করেছেন।

এই হুমকি, ধমকি সংস্কৃতিতে যে শুধু উত্তরবঙ্গ লবির শীর্ষস্থানে থাকা চিকিৎসক এবং অভীক, বিরূপাক্ষের মতো উঠতি চিকিৎসকরাই যুক্ত তা নয়, প্রতিটি মেডিকেল কলেজে একটি সিন্ডিকেট তৈরি করেছে এই গোষ্ঠী।

কে নেই সেই গোষ্ঠীতে? একাধিক কলেজের অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্সের ডিন, হাসপাতালের সুপার (এমএসভিপি) সহ এক শ্রেণির সিনিয়ার ডাক্তারও এই সিন্ডিকেটে। যদিও এঁদের বেশিরভাগটাই ভয়ে, আতঙ্কে উত্তরবঙ্গ লবির কথায় ওঠবস করেছেন। কারণ স্বাস্থ্য দপ্তরে এমনভাবে উত্তরবঙ্গ লবি জাঁকিয়ে বসেছিল যে, তাঁদের কথার খেলাপ হলেই শাস্তিমূলক বদলি, পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার হুমকি আসত। উত্তরবঙ্গের মেডিকেল কলেজগুলিতে যেখানে ফাঁকিবাজ অধ্যাপক চিকিৎসকের সংখ্যাটাই বেশি, সেই জন্য এই লবিকে ধরেই বেঁচে থাকার চেষ্টা করেছেন চিকিৎসকরা।

কোচবিহারের মহারাজা জীতেন্দ্রনারায়ণ মেডিকেল কলেজের কথাই ধরা যাক। সেখানে এমএসভিপি রাজীব প্রসাদের বিরুদ্ধে কম অভিযোগ? অস্থায়ী কর্মী নিয়োগ থেকে শুরু করে রোগীদের খাবারের বরাত- সব ক্ষেত্রেই লক্ষ লক্ষ টাকা দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

এমজেএন মেডিকেল কলেজের দুর্নীতি একটা উদাহরণ মাত্র। রাজ্যের অন্যান্য মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের কথা ছেড়ে দিলাম, শুধু উত্তরবঙ্গের প্রতিটি মেডিকেলের আয়ব্যয় নিয়ে একটা উচ্চপর্যায়ের তদন্ত হোক। আমি নিশ্চিত, এক একটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সরকারের বরাদ্দ করা কোটি কোটি টাকা নয়ছয়ের প্রমাণ মিলবে। শুধু কি মেডিকেল স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি? একেবারেই নয়। প্রতিটি জেলা স্বাস্থ্য ক্ষেত্রেও সীমাহীন আর্থিক দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? আরজি কর কাণ্ডের পরে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলির দুর্নীতি নিয়ে নাড়াচাড়া হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু খুব বেশিদূর জল গড়াবে বলে মনে হয় না। কেননা ভূত তো সর্ষের মধ্যেই রয়েছে। অগ্রপশ্চাৎ যেখানে এই দুর্নীতিতে মদত দিয়ে সুবিধা পেয়েছে, সেখানে দুর্নীতি নির্মূলের নামে দু’-একজনকে শোকজ করে দায় এড়ানো, প্রয়োজনে বদলি করে পুরো বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না।

ছবি : সূত্রধর

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

বাড়তি নিরাপত্তা চাইলেন অধ্যক্ষ

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : সোমবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে কলেজ কাউন্সিলের বৈঠক ডেকেছেন অধ্যক্ষ ডাঃ ইন্দ্রজিৎ সাহা। সেই বৈঠক ঘিরে অশান্তির ছক কষা হচ্ছে। যা নিয়ে কলেজের অধ্যাপক চিকিৎসকরাও উদ্বেগে রয়েছেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই খবর প্রকাশিত হওয়ার পরেই শনিবার শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দিয়ে সোমবার বাড়তি নিরাপত্তা চাইলেন উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের অধ্যক্ষ।

ডাক্তারির পরীক্ষায় ব্যাপক কারচুপি, থ্রেট কালচারে কলেজের পড়ুয়া চিকিৎসক, হাউস স্টাফদের একাংশের সঙ্গে একাধিক অধ্যাপকের জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য সোমবার কলেজ কাউন্সিলের জরুরি বৈঠক ডেকেছেন অধ্যক্ষ। এই বৈঠকে প্রতিটি বিভাগের প্রধানকে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সাগর দত্ত মেডিকেলে কলেজ কাউন্সিলের বৈঠক চলাকালীন হামলা চালানো হয়। যে ঘটনায় একাধিক অধ্যাপক চিকিৎসক জখম হন। অভিযোগ উঠেছে, শাসকদলের মদতপুষ্ট কলেজের কয়েকজন

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল

ডাক্তারি পড়ুয়া এবং বহিরাগতরা মিলিতভাবে এই হামলা চালায়। একইভাবে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজেও হামলার ছক কষা হচ্ছে বলে অভিযোগ।

বধূ খুনে গ্রেপ্তার দেওর, শাশুড়ি

ফাঁসিদেওয়া, ৭ সেপ্টেম্বর : পণের দাবিতে গৃহবধূকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার দেওর এবং শাশুড়ি। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ছোট নির্মলজোতের ঘটনা। ধৃত মহম্মদ সইদুল (২৩) এবং সামিনা খাতুন (৪৫) ওই গ্রামেরই বাসিন্দা। দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনায় অভিযুক্ত ননদ ও শ্বশুরের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রের খবর, বছরখানেক আগে ফাঁসিদেওয়ার চুনিয়াটুলির হাফিজা খাতুন এবং ছোট নির্মলজোতের বাসিন্দা মহম্মদ সমীরের বিয়ে হয়। অভিযোগ, পণের দাবিতে ১৮ বছর বয়সি ওই গৃহবধূর ওপর অত্যাচার চালাত শ্বশুরবাড়ির লোকজন। ১৩ জুলাই দুপুরে শ্বশুরবাড়ি থেকে হাফিজার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। সেই ঘটনায় হাফিজার পরিবার স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির একাধিক সদস্যের বিরুদ্ধে থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করে। তদন্তে নেমে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ১৪ জুলাই স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে স্বামী মহম্মদ সমীরকে গ্রেপ্তার করে। তবে, অভিযুক্ত বাকিদের খোঁজে এতদিন পুলিশ তল্লাশি চালাচ্ছিল। এদিন পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে। তাদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের বিচারবিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

অন্যদিকে, গৃহবধূর পরিবার অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি করেছে।

মধুর খোঁজে। ইসলামপুরে সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

অধ্যক্ষ, ডিনকে প্রশ্নের এক্তিয়ার নেই

সুবিচার মিলবে কি, প্রশ্ন পড়ুয়াদের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : অধ্যক্ষের তৈরি করা কমিটি নিয়ে প্রথম থেকেই বিতর্ক ছিল। শনিবার তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের মন্তব্যে তা নতুন মাত্রা পেল। তাঁর বক্তব্য, 'কোনও অধ্যাপক চিকিৎসক এবং অধ্যক্ষকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করার এক্তিয়ার আমাদের নেই।' কিন্তু অভিযোগ তো অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকের বিরুদ্ধেও রয়েছে। পরীক্ষা পদ্ধতিতে কারচুপি, নম্বর বাড়িয়ে দেওয়া, হুমকি সংস্কৃতিতে তো তাঁদের নামও জড়িয়েছে। তাহলে কেন তদন্ত কমিটি শুধু অভিযোগকারী পড়ুয়া এবং অভিযুক্ত জুনিয়ার ডাক্তারদেরই জেরা করবে? এভাবে কি সঠিক তদন্ত সম্ভব? আন্দোলনকারীদের বক্তব্য, প্রয়োজনে তদন্ত কমিটি অধ্যক্ষকেও জেরা করুক। রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের নেতা কৌস্তভ চক্রবর্তী বলছেন, 'বর্তমানে তদন্ত চলছে। রিপোর্ট দেখার আগে এই নিয়ে আর মুখ খুলতে চাই না।'

গত বুধবার কলেজের বিভিন্ন অনৈতিক কাজকর্ম নিয়ে দিনভর অধ্যক্ষ, ডিনকে ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন আন্দোলনকারীরা। সেখানে পরীক্ষার খাতায় নম্বর বাড়ানোর জন্য অভীক দে বাহিনীর অত্যাচারের কথা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন ডিন অফ স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্স ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্ত। তিনি অধ্যক্ষের পাশে বসে এটাও বলেছেন যে, প্রিন্সিপ্যাল স্যরও অনেক সময় ফোন করে পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ পরীক্ষার্থীরা যাতে গণটোকাটুকি করতে পারে সেই সুযোগ করে দেওয়ার নির্দেশ অধ্যক্ষের তরফেও দেওয়া হয়েছিল। এরপরই সাজারি বিভাগের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ট্রেনি (পিজিটি) ডাঃ সুমন ভার্মা লিখিত অভিযোগ করে দাবি করেছেন, সোহম মণ্ডল, প্রান্তিক মণ্ডল, সুদীপা নন্দীর মতো পরীক্ষার্থীদের রোল নম্বর দিয়ে নম্বর বাড়ানোর কথা বলেছিলেন অধ্যক্ষ।

আন্দোলনকারীদের চাপে সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করতে বুধবার রাতে হাসপাতাল সুপারের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি তৈরি করেছেন অধ্যক্ষ। সেই নির্দেশিকায় বলা রয়েছে, ডাক্তারি পড়ুয়া, রেসিডেন্ট ডাক্তার, পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনি (পিজিটি)-দের তরফে মেডিকেল কলেজে পরীক্ষা প্রক্রিয়ায় অনিয়ম, থ্রেট কালচারের অভিযোগের তদন্ত করতেই এই কমিটি গড়া হল।

তবে, কমিটি নিয়ে প্রথম থেকেই প্রশ্ন রয়েছে। প্রথমত, অভিযোগ যেখানে কলেজ অধ্যক্ষের বিরুদ্ধেও রয়েছে, সেখানে অধ্যক্ষ কীভাবে তদন্ত কমিটি গঠন করেন? এই কমিটি স্বাস্থ্য ভবনের কোনও সচিব স্তরের কর্তা অথবা স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তার তৈরি করা উচিত ছিল। দ্বিতীয়ত, কমিটির চেয়ারম্যান সহকারী অধ্যক্ষ তথা মেডিকেল সুপার (এমএসভিপি)-কে করা হয়েছে। সুপার হলেন অধ্যক্ষের অধস্তন। তিনি কীভাবে অধ্যক্ষকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তবে এরপরও অধ্যক্ষ এবং ডিনকে ডেকে তদন্তকারীরা অভিযোগ নিয়ে জানতে চাইবেন বলে আন্দোলনকারীদের আশা ছিল। কিন্তু শনিবার তদন্ত কমিটির চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, অধ্যক্ষ এবং ডিন অফ স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্সকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করার এক্তিয়ার তাঁদের নেই। তাঁরা শুধু অভিযুক্ত এবং অভিযোগকারী পড়ুয়াদের ডেকে কথা বলেছেন। তাহলে এই তদন্তে আন্দোলনকারীরা কতটা ন্যায়বিচার পাবেন সেই প্রশ্ন উঠছে।

শিবমন্দির ও বাগডোগরা

পুরসভার প্রস্তাব আনন্দময়ের

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৭ সেপ্টেম্বর : শিবমন্দির ও বাগডোগরাকে পৃথক দুটি পুরসভা করার প্রস্তাব দিলেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। এবিষয়ে তিনি শনিবার পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে চিঠি দিয়েছেন। ২০১১ সালে বামফ্রন্ট আমলে শিবমন্দির-বাগডোগরা নিয়ে পুরসভা করার প্রস্তাব বিধানসভায় পেশ করা হয়েছিল। তারপর রাজনৈতিক পালাবদল ঘটে। বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। এবার আনন্দময় বিষয়টি নিয়ে তৎপর হলেন। আলাদা দুটি পুরসভা করা, অথবা বৃহত্তর শিলিগুড়ির সঙ্গে এলাকা দুটিকে যুক্ত করার প্রস্তাব দিয়ে ফিরহাদকে চিঠি দিয়েছেন তিনি।

আনন্দময়ের কথায়, 'মাটিগাড়া ব্লকের পাথরঘাটা, মাটিগাড়া-১, মাটিগাড়া-২, আঠারোখাই এবং চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের কিছু অংশ নিয়ে শিবমন্দির পুরসভা (জনসংখ্যা প্রায় ৫ লক্ষ) এবং নকশালবাড়ি ব্লকের আপার বাগডোগরা, লোয়ার বাগডোগরা এবং গোঁসাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে বাগডোগরা (জনসংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ) পুরসভা গঠনের দাবি দীর্ঘদিনের। এই সমস্ত এলাকায় বাগডোগরা বিমানবন্দর, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল সহ বহু বেসরকারি হাসপাতাল, কলেজ এবং বিদ্যালয় রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে শপিং মল, মাল্টিপ্লেক্স, অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স ইত্যাদি। রয়েছে মহাসড়ক। তাই পুরসভা

> পাথরঘাটা, মাটিগাড়া-১, মাটিগাড়া-২, আঠারোখাই এবং চম্পাসারির কিছু অংশ নিয়ে শিবমন্দির পুরসভা, আপার বাগডোগরা, লোয়ার বাগডোগরা এবং গোঁসাইপুর নিয়ে বাগডোগরা পুরসভা গঠনের দাবি দীর্ঘদিনের।
>
> **আনন্দময় বর্মন,** *বিধায়ক*

হলে এলাকার মানুষের উপকার হবে।' তাঁর সংযোজন, 'আমি পুরমন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি, বিকল্প হিসেবে ওই এলাকাগুলিকে যুক্ত করে বৃহত্তর শিলিগুড়ি পুরনিগমও গঠন করা যেতে পারে। এতে নাগরিকদের পরিষেবা পেতে সুবিধে হবে।' বিধায়কের আশা, তাঁর প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে।

আত্মঘাতী তরুণী

রাজগঞ্জ, ৭ সেপ্টেম্বর : বিষ পানে আত্মঘাতী হলেন এক তরুণী। মঙ্গলবার রাতে চা বাগানের জন্য আনা কীটনাশক পান করেন ওই তরুণী। বিষয়টি জানতে পেরে ওই রাতেই পরিবারের লোকজন তাঁকে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তিনদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষে শনিবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবার সূত্রে খবর, মৃতের নাম তাজমিনা খাতুন (২৩)। এদিন মৃতের বাবা তজমুল হক চারজনের বিরুদ্ধে রাজগঞ্জ থানায় আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ দায়ের করেন। তাঁর দাবি, মাস ছয়েক আগে তাজমিনার সঙ্গে মোহরনামা হওয়া তরুণ মতিবুল মোহাম্মদ, তার মা-বাবা ও এক নিকটাত্মীয় পাঁচ লক্ষ টাকা যৌতুকের দাবি ও আত্মহত্যায় প্ররোচনা দিয়েছে। পুলিশ অভিযোগ পেয়েই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছে। অভিযুক্ত তরুণ অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

মৃতের বাবা বলেন, 'গত ১৫ মার্চ তাজমিনা খাতুনের সঙ্গে শরিয়ত মতে হলদিবাড়ি ব্লকের প্রামাণিকপাড়ার মতিবুল মোহাম্মদের মোহরনামা সম্পাদিত হয়। সেখানে যৌতুক হিসেবে এক লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। মোহরের সময় মেয়েকে এক মাসের মধ্যে নিয়ে যাবে বলে প্রতিশ্রুতিও দেয়। কিন্তু মোহরের ১৫-১৬ দিন পর মতিবুলের বাবা হামিদুল মোহাম্মদ ফোনে পাঁচ লক্ষ টাকা যৌতুক দাবি করে। যতদিন টাকা দেওয়া হবে না ততদিন তারা মেয়েকে নেবে না।

জয়ী তৃণমূল শিক্ষক সমিতি

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির ভোট অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। সেই ভোটে বিপুল জয়লাভ করেছে তৃণমূল শিক্ষক সমিতির সদস্যরা। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির তিনজন শিক্ষক প্রতিনিধি অপর্ণা সরকার, শিখিল বিশ্বাস, অরুণকুমার তরফদার এবং একজন অশিক্ষক প্রতিনিধি নিখিলকুমার সিনহা জয়ী হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

বনে ফিরল বাইসন

বাগডোগরা, ৭ সেপ্টেম্বর : অবশেষে বনে ফিরে এল বাইসন। শুক্রবার রাতে মিনগাড়া থেকে বাগডোগরার জঙ্গলে নিজের আস্তানায় বাইসনটি ফিরে এসেছে বলে জানান বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া। এর জেরে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল বন বিভাগ। শনিবার পাহাড়গুমিয়া চা বাগানের কাছে গোয়াতেমালার ঝোপের মধ্যে একটি বাইসন ঢুকে পড়ে। ওইদিন সকাল থেকেই বনকর্মীরা এলাকায় নজর রাখছিলেন। অবশেষে রাতে বাগডোগরা বনে ফিরে যায় বাইসনটি।

সম্মেলন

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : বিভাগীয় বিমা কর্মচারী সমিতির জলপাইগুড়ি ডিভিশনের মহিলা শাখার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। শনিবার এসএফ রোডের একটি হোটেলে তা আয়োজিত হয়েছে। শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার প্রতিনিধিরা সম্মেলনে হাজির হন। বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক তথা সমাজকর্মী মধুশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়। নারীর সুরক্ষা নিয়ে বক্তব্য রাখেন তিনি।

বৈঠক

চোপড়া, ৭ সেপ্টেম্বর : চোপড়া থানার উদ্যোগে শনিবার সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জনসংযোগ বাড়াতে বৈঠক করা হল। এদিন সোনাপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নেন চোপড়া থানার আইসি অমরেশ সিংহ।

CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES WELFARE HOUSING ORGANISATION
(An Autonomous Body under the aegis of Ministry of Housing & Urban Affairs, Govt. of India)
6th Floor 'A' Wing, Janpath Bhawan, Janpath, New Delhi-110 001
Ph. 011-23717249, 23739722, 23355408, E-mail: cgewho@nic.in, Website: www.cgewho.in

KOLKATA HOUSING SCHEME PH-III
Site Office Address: Diamond Harbour Road, Opposite Bharat Sevashram Sangha Hospital, Joka, South 24 Pargana, Kolkata - 700 104, West Bengal

WBRERA HIRA/P/SOU/2021/001183 REGISTERED

Thanks for Overwhelming Response

https://rera.wb.gov.in/

CONSTRUCTION IN FULL SWING
- Type-C- RCC for column and share Wall at stilt floor 10% completed.
- Type-N- First floor (part-01) Mivan shuttering and reinforcement placing work is in progress.

★ ★ ★ ★ ★

PRICE STARTING @ Rs. 56,59,520/- PER FLAT ONWARDS ONWARDS (INCLUDING 1 CAR PARKING & GST)

Sr. No.	Type	Carpet Area	Built-up Area
1.	C (3 BHK with Car Parking)	742 Sqft	970 Sqft
2.	N (3 BHK with Car Parking)	830 Sqft	1025 Sqft

Note: GST including in the cost of each Dwelling Unit & 1 covered Car Parking is free with each Dwelling Unit.

SCHEME OPEN ON "FIRST COME FIRST SERVE" BASIS

AMENITIES & FACILITIES

Community Hall
Sewage Treatment Plant
Fire Door at Fire Escape Staircase
Green Spaces & Kids Play Area

Site Office:
Md. Gousal Azam : 7978466567
Mr. Golam Rasul Sheikh : 9804227054

Head Office
Mr. Varender Beri : 7065044985
Mr. Chandan Singh : 7065044986

For More Details Scan QR Code or Visit Our Website www.cgewho.in

cbc 20105/15/0001/2425

হাতির হানায় মৃত্যু, অনুমান বাগডোগরায়

বাগডোগরা, ৭ সেপ্টেম্বর : শনিবার সকালে বাগডোগরার পান্থাবাড়িতে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জ এবং বাগাডোগরা থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। যে স্থান থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে সেখানে হাতির পায়ের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। পাশাপাশি ওই ব্যক্তির শরীরের আঘাত দেখে প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে, হাতির আক্রমণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

জানা গিয়েছে, মৃতের নাম পবন সিং (৩০)। তিনি বাগডোগরার ক্ষুদিরামপল্লির বাসিন্দা ছিলেন। মৃতের দিদি পুনম জয়সওয়াল বলেন, ‘পবন একটি খুনের অভিযোগে জেলবন্দি ছিল। এক বছর হল জেল থেকে জামিনে মুক্ত। বাড়িতে ঠিকমতো থাকত না। শুধু খাওয়ার সময় বাড়ি যেত।’ শুক্রবার থেকে বাড়ি ফেরেনি। ওর মানসিক সমস্যা ছিল বলেও দাবি পুনমের।

যে এলাকা থেকে দেহটি উদ্ধার করা হয়েছে সেটি সামরিক বিভাগের। দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকায় আগাছায় ভরে গিয়েছে। এর কাছেই বাগডোগরা বনাঞ্চল। সেখানেই হাতির বাস। এই স্থানে মাদকাসক্তদের আড্ডা চলে বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। বাগডোগরার রেঞ্জ অফিসার সোনম ভুটিয়া বলেন, ‘হাতির আক্রমণেই মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করছি। এজন্য মৃতের পরিবার যাতে ক্ষতিপূরণ পায়, তার চেষ্টা করা হবে।’

অবাধে বালির ব্যবসায় ছাড় চেয়ে অবরোধ

বক্সিরহাট, ৭ সেপ্টেম্বর : গায়ক নচিকেতা এমন উলটপুরাণের আভাস অনেকদিন আগেই দিয়ে রেখেছিলেন। শান্তিতে ডাকাতি না করতে পারায় বনধ ডাকার আহ্বান তাঁর গানের কথায় উঠে এসেছিল। তাঁর সেই আশঙ্কাই যেন সত্যি হল। বালি-পাথরের চোরাকারবারের ছাড়পত্র দিতে হবে। বেআইনি কারবার চালালেও জরিমানা করা যাবে না। এমন আজব দাবিতেই লরিচালক ও বালি কারবারিরা শনিবার অসম-বাংলা সীমান্তের হরিপুরে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। দুই ঘণ্টা ধরে চলা অবরোধের ফলে যানজটে ভোগান্তি চরমে ওঠে। প্রখর গরমে নিত্যযাত্রীরা খুবই সমস্যায় পড়েন। শেষপর্যন্ত পুলিশ-প্রশাসনের আশ্বাসে বিক্ষোভকারীরা অবরোধ তোলেন। তুফানগঞ্জের মহকুমা শাসক বাপ্পা গোস্বামী অবশ্য বলেন, ‘অবৈধ কারবারের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে। বেআইনি কারবারিদের বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

রাজ্য সরকার রায়ডাক নদী থেকে বালি-পাথর তুলে তা বিক্রির জন্য তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের মহিষকুচি-১ এবং ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধুরভাষা, টাকোয়ামারি ও জালধোয়া বেড লিজ দিয়েছিল।

বর্তমানে তিনটি বেডেরই মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। গত তিন বছর ধরে প্রশাসন নতুন করে রায়ডাক নদী থেকে বালি-পাথর তোলার জন্য কাউকেই লিজ দেয়নি। তারপরও নদী থেকে বালি-পাথর তুলে বেআইনি কারবার চলছিল।

ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে খবর, তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের রায়ডাক নদীর ওই তিনটি বেড থেকে বালি-পাথর তুলে তা আলিপুর জেলার হেমাগুড়ির চালান ব্যবহার করে পাচার চলছিল। ওপরমহলের নির্দেশের পর বালি-পাথর পাচার রুখতে প্রশাসন তদন্তে নামতেই দিনের পর দিন এক জায়গার চালান অন্য জায়গায় ব্যবহার করে বালি-পাথর পাচারের কারবারের গোটা ঘটনা প্রকাশ্যে আসে। তারপরেই এই সমস্ত চালান বাতিল করার পাশাপাশি অবৈধভাবে বালি-পাথর পাচারের বিরুদ্ধে পুলিশ ও ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর পদক্ষেপ শুরু করেছে।

এদিকে, বছরের পর বছর ধরে চলতে থাকা এই রমরমা ব্যবসায় ছেদ পড়তেই লরিচালক ও কারবারিরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। বালি-পাথর কারবারে প্রশাসনিক হয়রানি বন্ধের দাবিতে লরিচালক এবং কারবারিরা এদিন হরিপুর মোড়ে জাতীয় সড়কে বাঁশ বেঁধে অবরোধে শামিল হন। লরি মালিক সুমন মণ্ডল বলেন, ‘এতদিন সব ঠিকঠাকই চলছিল। পুলিশ শুক্রবার তিনটি বালি-পাথরবোঝাই লরি আটকে চালকদের গ্রেপ্তার করেছে। অন্য জেলার চালান তুফানগঞ্জে গ্রাহ্য করা হবে না বলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন। এভাবে চলতে থাকলে পুজোর মুখে আমাদের চরম সমস্যায় পড়তে হবে।’

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

স্মৃতির সম্ভার ।। কলকাতার কুমোরটুলির কাছে মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি করেছেন অরিন্দম ভট্টাচার্য।

নিকাশিনালার ওপর কংগ্রেস কার্যালয়

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : পূর্ত দপ্তরের নিকাশিনালার উপর তৈরি হচ্ছে খড়িবাড়ি ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ের কংক্রিটের বারান্দা। এছাড়া এই নিকাশিনালার উপর গজিয়ে উঠেছে একাধিক দোকান। নেই ফুটপাথ। নির্বিকার প্রশাসন।

খড়িবাড়ি বাজার এলাকায় খড়িবাড়ি-শিলিগুড়ি রাজ্য সড়কের কাজ সম্প্রতি শেষ হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের উদ্যোগে তৈরি করা হয়েছে নিকাশিনালা। নিকাশিনালার উপর কংক্রিটের স্ল্যাব লাগিয়ে চলছে দোকানদারি। রাস্তার পাশে নেই ফুটপাথ। প্রতিদিন কয়েকশো পণ্যবাহী ট্রাক, ডাম্পার, যাত্রীবাহী বাস ও ছোট গাড়ি চলাচল করে। দিনভর যানজট লেগেই থাকে। রাস্তার পাশে ফুটপাথ না থাকায় পথচলতি মানুষকে চরম ভোগান্তির শিকার হতে হয়।

সংকীর্ণ রাস্তার পাশে একাধিক দোকানদার নিকাশিনালার উপর অস্থায়ী দোকান বানিয়েছেন। এবার দখলে নেমেছে খড়িবাড়ি ব্লক কংগ্রেস। পার্টি অফিসের বারান্দা, কংক্রিটের দেওয়াল উঠে এসেছে নালার উপর।

সংলগ্ন এলাকার ব্যবসায়ী অলোক জয়সওয়াল অভিযোগ করে বলেন, ‘নিকাশিনালা তৈরির জন্য আমরাও দোকান ভেঙে জায়গা ছেড়ে দিয়েছি। একটা রাজনৈতিক দল যদি এভাবে কংক্রিটের নির্মাণ করে তবে সাধারণ ব্যবসায়ীরা কী করবেন?’

আর খড়িবাড়ি ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি অলোক রায় বলেন, ‘পার্টি তাঁর দাবি পার্টি অফিস পুরোনো জায়গাতেই আছে।

এখানে অবশ্য কংগ্রেসের পার্টি অফিস কিংবা রাজ্য সড়কের পাশের অধিকাংশ দোকানই হয় পূর্ত দপ্তরের জায়গায় কিংবা ডিস্ট্রিক্ট ইমপ্রুভমেন্ট ফান্ডের জায়গায় রয়েছে। খড়িবাড়ি

বেআইনিভাবে নির্মিত খড়িবাড়ি ব্লক কংগ্রেসের অফিস।

অফিসের সামনে একটি বিদ্যুতের খুঁটি রয়েছে। তাই পূর্ত দপ্তরের ঠিকাদার নিকাশিনালা তৈরির সময় পুরোনো পার্টি অফিসের বারান্দার দিকে বেঁকিয়ে নালাটি করেছে। ঠিকাদারই নালার উপর বারান্দা করার জন্য রড রেখেছিল এবং নতুন বারান্দার সামগ্রী দিয়েছিল।’ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পরিমল সিংহ বলেন, ‘বিষয়টি নিয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপের জন্য পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারকে জানানো হয়েছে।’ আর পূর্ত দপ্তরের আধিকারিক বলেন, ‘অভিযোগ পেয়েছি। পুলিশকে কাজ বন্ধ করার জন্য বলা হয়েছে।’

জলের এটিএম উচ্ছেদ নোটিশে স্থগিতাদেশ

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের একপাশে গোষ্ঠ পালের মূর্তির কাছে থাকা জলের এটিএম তোলার নোটিশ দিয়েছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। সেই ঘটনায় হাইকোর্টে মুখ পুড়ল পুরনিগমের। পুরনিগমের নোটিশের ওপর স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চ। আগামী ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্থগিতাদেশ দিয়ে পুরনিগমের কাছে পর্যাপ্ত কাগজ দেখতে চেয়েছেন বিচারপতি। ততদিন ওই জলের এটিএমের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না বলে জানিয়েছেন বিচারপতি। জলের কাউন্টারের মালিক জয়ন্ত বিশ্বাসের কথায়, ‘আমার কাছে সমস্ত নথি রয়েছে। কিন্তু হঠাৎ মাঝপথে লিজ বাতিল করে দিচ্ছে। আদালত তাই স্থগিতাদেশ দিয়েছে।’ শিলিগুড়ি পুরনিগমের জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তর বক্তব্য, ‘এই বিষয়ে আমার এখনও কিছু জানা নেই।’

> আমার কাছে সমস্ত নথি রয়েছে। কিন্তু হঠাৎ মাঝপথে লিজ বাতিল করে দিচ্ছে। আদালত তাই স্থগিতাদেশ দিয়েছে।
>
> **– জয়ন্ত বিশ্বাস**
> *জলের কাউন্টারের মালিক*

২০২০ সালে তৎকালীন স্টেডিয়াম কমিটির সম্পাদক তথা শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক চুক্তির ভিত্তিতে ১০ বছরের জন্যে ওই এলাকা ভাড়া দেন। মাসে তিন হাজার টাকার বিনিময়ে ওই এলাকা ভাড়া দেওয়ার চুক্তি হয়েছিল। একমাত্র ছয় মাস টানা ওই কাউন্টার বন্ধ না থাকলে লিজ বাতিল করা যাবে না বলে চুক্তিপত্রে উল্লেখ ছিল। এখন পুরনিগমের দায়িত্বে রয়েছে স্টেডিয়াম। হঠাৎই পুরনিগম লিজ বাতিল করে শনিবারের মধ্যে ওই জলের কাউন্টার তুলে দেওয়ার নোটিশ দেয়। এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করেই আদালতে গিয়েছিলেন সংস্থার কর্ণধার। এরপরেই আদালতে পুরনিগমের কাছে প্রয়োজনীয় কাগজ দেখতে চান। কোন আইন বলে পুরনিগম ওই লিজ বাতিল করল তা জানতে চান বিচারক। কিন্তু পুরনিগম কোনও কাগজ দেখাতে পারেনি বলে অভিযোগ। এরপরেই পুরনিগমের নোটিশের ওপর স্থগিতাদেশ দিয়ে ১১ তারিখ পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেন বিচারক।

এক সপ্তাহে সাত বধূকে নির্যাতন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল গোটা রাজ্য। এরই মাঝে শহর শিলিগুড়িতে একাধিক নারী নির্যাতনের ঘটনা সামনে এসেছে। প্রশ্ন উঠছে, এত বিক্ষোভ-আন্দোলনের পরেও নারী নির্যাতন কমছে না কেন? শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের বিভিন্ন থানায় জমা পড়া একাধিক বধূ নির্যাতনের ঘটনা সেই প্রশ্ন আরও উসকে দিচ্ছে। চলতি মাসের এক থেকে সাত তারিখ পর্যন্ত হিসেব ধরলে, মেট্রোপলিটান পুলিশের থানাগুলিতে সাতটি বধূ নির্যাতনের অভিযোগ জমা পড়েছে।

একটি ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, স্ত্রীকে নির্যাতনের পাশাপাশি শ্যালিকার সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে লিপ্ত স্বামী। প্রতিবাদ করতে গিয়ে ফের মারধরের শিকার হন স্ত্রী। চলতি মাসে প্রধাননগর থানায় এক তরুণী তাঁর শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে তিনি জানান, শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁর ওপর অত্যাচার চালাতেন। সেই কারণে তাঁর মামা এবং মা কথা বলতে এসেছিলেন। তাঁদেরও মারধর করা হয়। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত পরিবারের কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

৫ সেপ্টেম্বর ভক্তিনগর থানায় শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন এক তরুণী। অভিযোগপত্রে তিনি জানান, শ্বশুরবাড়িতে অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি বাপের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। শ্বশুরবাড়ির লোকজন সেখানে এসেও তাঁকে মারধর করে।

এমন ঘটনা বারবার কেন ঘটছে? ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের ব্যাখ্যা, ‘বধূ নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে মেয়ের বাড়ির লোক প্রাথমিকভাবে মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এমনকি বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারীর দ্বারস্থ হয়। তারপরেও সমস্যা না মিটলে অন্য কোনও রাস্তা না পেয়ে থানায় অভিযোগ জানায়। যদি আগেই অভিযোগ জানানো হয়, তবে এই ধরনের ঘটনা অনেক কমে আসবে। পরিবারে একদম ছোট থেকেই যদি এব্যাপারে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে অনেকাংশেই এমন ঘটনা ঘটবেই না।’

বিশ্বচাঁদের কথার সূত্র ধরে একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করা জরুরি। স্বামী লাগাতার অত্যাচার করে গেলেও চুপচাপ সহ্য করে যাচ্ছিলেন এক তরুণী। স্বামীর সঙ্গে বাণেশ্বর মোড়ের কাছে ভাড়াবাড়ি নিয়ে থাকতে শুরু করেন তিনি। তবুও শেষরক্ষা হয়নি। স্বামী ওই ভাড়াবাড়ি থেকে তাঁকে বের করে দিয়ে বাড়ির সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দেয়। কয়েকদিন আগে শেষমেশ বাধ্য হয়েই থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি।

এই ধরনের ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে পুলিশকর্তাদের একাংশ বলছেন, ‘অনেকক্ষেত্রেই পণের বিষয়টি এখনও উল্লেখযোগ্যভাবে উপস্থিত। সেইসঙ্গে অন্য মেয়েকে পছন্দ হয়ে যাওয়া কিংবা পরকীয়ার জেরে সন্দেহ, সেখান থেকে মারধরের ঘটনা ঘটে।’

লেখিকা সেবন্তী ঘোষ মনে করেন, ‘আমরা আইনের ওপর নির্ভরশীল এবং আইনকে বিশ্বাস করি। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই বিচার পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। সেই অপেক্ষা যদি একটু কমানো যেত, বিচার প্রক্রিয়া যদি আরও দ্রুত হয়, তাহলে অনেকেই সুবিচার পেতেন।’ অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ উত্তম মজুমদারের ব্যাখ্যা, ‘দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ক্ষোভের কারণেই মূলত বধূ নির্যাতনের মতো ঘটনা ঘটে। এই প্রবণতা কমাতে নিয়মিত কাউন্সেলিং প্রয়োজন।’ পাশাপাশি তিনি এও মনে করেন, ‘নারী নির্যাতনের ঘটনায় রাশ টানতে কড়া আইন প্রয়োজন।’

উল্লিখিত প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রেই নির্যাতিতাদের গলায় একসুর শোনা গিয়েছে, ‘নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে লড়াইটা আসলে অনেক কঠিন।’ প্রায়দিনই আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে মিছিলে পা মেলান শহরের বাসিন্দা প্রিয়াংকা রায়, ভাস্বতী বিশ্বাস। একসুরে বললেন, ‘আমাদের নিজেদের জন্যই এই লড়াইটা লড়ে যেতে হবে।’ শহরের সংগীতশিল্পী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, ‘মহিলাদের নিয়ে একটা ফোরাম হওয়া প্রয়োজন। সেই ফোরামের মাধ্যমেই এই ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সম্ভব।’

> আমরা আইনের ওপর নির্ভরশীল এবং আইনকে বিশ্বাস করি। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই বিচার পেতে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। সেই অপেক্ষা যদি একটু কমানো যেত, বিচার প্রক্রিয়া যদি আরও দ্রুত হয়, তাহলে অনেকেই সুবিচার পেতেন।
>
> **– সেবন্তী ঘোষ**

> বধূ নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে মেয়ের বাড়ির লোক প্রাথমিকভাবে মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এমনকি বিভিন্ন মধ্যস্থতাকারীর দ্বারস্থ হয়। তারপরেও সমস্যা না মিটলে অন্য কোনও রাস্তা না পেয়ে থানায় অভিযোগ জানায়। যদি আগেই অভিযোগ জানানো হয়, তবে এই ধরনের ঘটনা অনেক কমে আসবে। পরিবারে একদম ছোট থেকেই যদি এব্যাপারে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে অনেকাংশেই এমন ঘটনা ঘটবেই না।
>
> **– বিশ্বচাঁদ ঠাকুর,** *ডিসিপি (ওয়েস্ট)*

> দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা ক্ষোভের কারণেই মূলত বধূ নির্যাতনের মতো ঘটনা ঘটে। এই প্রবণতা কমাতে নিয়মিত কাউন্সেলিং প্রয়োজন। নারী নির্যাতনের ঘটনায় রাশ টানতে কড়া আইন প্রয়োজন।
>
> **– উত্তম মজুমদার,** *মনোরোগ বিশেষজ্ঞ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ*

খুদের আশ্রয়ে...

পুজোর গন্ধ এসেছে।। *শনিবার বালুরঘাটে ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ সরকার।*

চোপড়ায় বাড়ছে পরিযায়ী শ্রমিক

মনজুর আলম

চা বাগান বন্ধ, ১০০ দিনের কাজও বন্ধ

চোপড়া, ৭ সেপ্টেম্বর : চোপড়া ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বন্ধ একের পর এক চা বাগান। অন্যদিকে, ১০০ দিনের প্রকল্পের কাজ আটকে পড়ায় কাজের সন্ধানে ভিনরাজ্য ছুটছেন ব্লকের একটা বড় অংশের মানুষ। ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, এলাকায় মোট আটটি গ্রাম পঞ্চায়েতের নথিভুক্ত পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা ৮ হাজার ৩৮৮।

ব্লকের দাসপাড়া, ঘিরনিগাঁও, চুটিয়াখোর ও সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গত কয়েক বছরে একাধিক চা বাগান বন্ধ হওয়ায় অনেক শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। কমবেশি এলাকার অধিকাংশ গ্রাম থেকে কেউ না কেউ ভিনরাজ্যে গিয়ে কাজ করছেন। আর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে বলে স্থানীয় বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে খবর।

যদিও চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ফজলুল হক বলছেন, ‘শুধু যে শিক্ষিত বেকাররাই কাজ পাচ্ছেন না, তা কিন্তু নয়। কাজ সবার প্রয়োজন। আর বাগান বন্ধের কারণে যে পরিযায়ী শ্রমিক বেড়েছে সেটাও নয়। ১০০ দিনের কাজ থমকে যাওয়ায় গত দু’বছরে এলাকার অনেককেই এখন দিল্লি, পানিপত বা অন্য কোথাও গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে।’

স্থানীয়দের অনেকে মনে করছেন, নতুন প্রজন্ম কৃষিকাজে তেমন উৎসাহী নয়। তাছাড়া এখন গ্রামীণ এলাকাতেই কৃষির অনেক কাজ যন্ত্রের সাহায্যে হয়ে যাচ্ছে। তাই তরুণদের অনেকে বাইরে গিয়ে কলকারখানায় কাজ করছেন। চা বাগান বন্ধ হয়ে পড়ায় ব্লকের বিভিন্ন এলাকা থেকে অনেকে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করে জীবনজীবিকা চালিয়ে যাচ্ছেন।

দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চন্দন বাগানে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। এলাকায় অনেকদিন আগে থেকে আরও ২টি বাগান বন্ধ রয়েছে। ঘিরনিগাঁও ও লক্ষ্মীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় গত ছয় বছর আগেই ডানকানস গ্রুপের বাগানগুলির মালিকপক্ষ ছেড়ে পালিয়েছে। ঘিরনিগাঁওয়ে কোটি টি এস্টেটের মালিক এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন। অন্যদিকে, চুটিয়াখোর এলাকায় ইউনিক সহ একাধিক বাগানের মালিক পালিয়েছেন। হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পিয়ারিলাল টি এস্টেটেও অচল অবস্থা চলেছে।

চোপড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান মহম্মদ হানিফ বলেন, ‘দিনের পর দিন পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এলাকায় এমন কয়েকটি গ্রাম আছে যার প্রায় প্রতিটি বাড়ি থেকে এক-দুজন করে বাইরে থাকছেন। কী করবেন এলাকায় কাজ নেই।’

যদিও দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জিল্লুর রহমানের দাবি, ‘বাগান বন্ধের কারণে বাইরে কাজ করতে যেতে হচ্ছে সেরকম নয়। অনেকে আগে থেকেই বাইরে কাজ করছেন।’

> শুধু যে শিক্ষিত বেকাররাই কাজ পাচ্ছেন না, তা কিন্তু নয়। কাজ সবার প্রয়োজন। আর বাগান বন্ধের কারণে যে পরিযায়ী শ্রমিক বেড়েছে সেটাও নয়। ১০০ দিনের কাজ থমকে যাওয়ায় গত দু’বছরে এলাকার অনেককেই এখন দিল্লি, পানিপত বা অন্য কোথাও গিয়ে কাজ করতে হচ্ছে।
>
> **ফজলুল হক,** *সহ সভাপতি, চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতি*

পিএইচই’র বিরুদ্ধে নালিশ

কল থাকলেও জল নেই তোতারামজোতে

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের তোতারামজোতে পিএইচই’র কল থাকলেও, জল দেওয়া হচ্ছে না। তাই পানীয় জলের দাবিতে শুক্রবার প্রধানের দ্বারস্থ হলেন গ্রামবাসীরা। পিএইচই’র থেকে জল না মেলায়, এখন কুয়ো একমাত্র ভরসা এই এলাকার মানুষদের। এই সংসদে প্রায় ১২০০ মানুষের বসবাস। অধিকাংশ এলাকায় পিএইচই দপ্তর পাইপলাইন বসিয়েছে। অভিযোগ, কল বসানো হলেও এক মাসের বেশি সময় ধরে জল দেওয়া হচ্ছে না।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ কালাম অভিযোগ করেন, ‘এই এলাকার পাইপলাইনের ভাল্ব বন্ধ করে মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় জল দিচ্ছে পিএইচই। গত এক মাস ধরে এটা হচ্ছে। যার জন্য এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দা পানীয় জল থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।’ পিএইচই দপ্তরের জুনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার গৌড় মণ্ডল বলছেন, ‘নকশালবাড়িতে পানীয় জল সরবরাহে অনেক সমস্যা রয়েছে। সমাধানের জন্য ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি।’

স্থানীয় বাসিন্দা চান্দু সাউরিয়া বলেন, ‘এখানে ৭০ বছর ধরে বসবাস করছি। পানীয় জলের একটা বড় সমস্যা রয়েছে এখানে। যার সমাধান কেউ করেনি। দুই বছর আগে রাস্তায় পাইপলাইন বসিয়ে পিএইচই দপ্তর হাত তুলে নিয়েছে।’ আরও এক বাসিন্দা মহম্মদ আকবরের কথায়, ‘দিনমজুরি করে পরিবার চালাই। পানীয় জলের দাবিতে একাধিকবার সরকারি অফিসে যাওয়া সম্ভব নয়। এর আগে বিডিও, প্রধানকে বিষয়টি জানিয়েছি।’

নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, ‘পিএইচই দপ্তর কোনও কথা শুনছে না। নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করছে। কে জল পেল, কে জল পেল না, কোথায় নল বসল, কোথায় বসল না। এসব কিছুই শুনছে না।’

কল আছে জল নেই। তোতারামজোতের পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে।

চোরাই বাইক উদ্ধার, ধৃত ২

ফাঁসিদেওয়া, ৭ সেপ্টেম্বর : শনিবার তল্লাশি চালিয়ে নম্বরপ্লেটহীন চোরাই বাইক উদ্ধার করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্র। ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম মেহবুব আলম এবং বিশ্বজিৎ মণ্ডল। মেহবুব বিধাননগরের ভোমাবস্তি এবং বিশ্বজিৎ মণ্ডল উত্তর দিনাজপুর জেলার সোনাপুরের বাসিন্দা।

গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে পুলিশ ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন মুরালীগঞ্জ চেকপোস্ট এলাকায় তল্লাশি চালানোর সময় ওই বাইকটি আটক করে। চালক এবং আরোহীর কাছে বাইকের বৈধ নথি না পেয়ে পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। পুলিশের দাবি, তখনই অভিযুক্তরা চোরাই বাইক পাচারের কথা স্বীকার করে নেয়। এরপর পুলিশ বাইকটি বাজেয়াপ্ত করে। ধৃতদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়। এদিন ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস জানান, হেপাজতে নিয়ে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

গ্রেপ্তার ‘প্রেমিক’

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : নাবালিকাকে ফুসলিয়ে বিয়ে করার অভিযোগ ছিল আগে থেকেই। পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছিল সেই মেয়ের পরিবার। এর মধ্যে আবার গর্ভবতী হয়ে পড়ে সেই নাবালিকা। চিকিৎসা করাতে ব্লক হাসপাতালে ‘নাবালিকা স্ত্রী’কে নিয়ে এসেছিল স্বামী। তখনই পুলিশের জালে ধরা পড়ল সে। ধৃত ওই তরুণের নাম গৌরব রায়। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ওই তরুণের সঙ্গে ওই নাবালিকার প্রেমের সম্পর্ক ছিল। মাস দুয়েক আগে চোদ্দো বছরের ওই নাবালিকাকে সঙ্গে নিয়ে সে পালিয়ে যায়। দুজনের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কও গড়ে ওঠে। ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

গণেশপুজো

খড়িবাড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : শনিবার খড়িবাড়িতে বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে গণেশপুজোর আয়োজন করা হয়। খড়িবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে বাজারে পুজো হয়েছে। বাতাসি গণেশপুজো কমিটির তরফে বাতাসি হাসপাতাল রোডে পুজোর আয়োজন করা হয়।

ভিড় টানছেন ৩০ ফুটের গণপতি

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : রাস্তায় গাড়ির লম্বা লাইন। নতুন জামা পরে কারও সঙ্গী বাবা-মা, কেউ বন্ধু কিংবা ভালোবাসার মানুষটিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন। স্থায়ী দোকানগুলোতে তৈরি হয়েছে বাড়তি খাবার। মিষ্টি কেনার ভিড়টাও অন্যদিনের তুলনায় বেশি। অস্থায়ী কিছু দোকান বসেছে রাস্তার ধারে। গান ভেসে আসছে দূর থেকে। দুর্গাপুজোর আগেই শহরজুড়ে সেই চেনা ছবি।

কোথাও সাবেকিয়ানা, আবার কোথাও থিম- মণ্ডপে মণ্ডপে পূজিত হচ্ছেন সিদ্ধিদাতা। গণেশ চতুর্থীতে শিলিগুড়িবাসীর উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। সকাল থেকেই পুজোমণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় চোখে পড়েছে। বেশিরভাগ আয়োজক কমিটির তরফে প্রসাদ বিতরণ করা হয় এদিন।

গত কয়েক বছরে ছোট-বড় মিলিয়ে শহরে পুজোর সংখ্যা অনেকটা বেড়েছে। চতুর্থ বর্ষে ৩০ ফুটের গণেশ প্রতিমা তৈরি করে দর্শনার্থীদের নজর কেড়েছে প্রধাননগর গণেশপুজো কমিটি। রাত যত গড়িয়েছে, ভিড় তত গাঢ় হয়েছে সেখানে। দেবতা দর্শনে এসে মিলনপল্লির বাসিন্দা রিয়াংকা দত্তগুপ্ত বললেন, ‘এত বড় প্রতিমা দেখে মনে হচ্ছে যেন মুম্বইতে এসেছি। শহরে বেশ জাঁকজমকভাবে পুজো হচ্ছে। অনেকেই শুনলাম নতুন জামা কিনেছে। আমারও মনে হচ্ছে, পরের বছর থেকে কিনতে হবে।’

ভিড় ঠেলে এগোতে হচ্ছে রয়্যাল মোড় গণেশপুজো কমিটির পুজোমণ্ডপে। পিউ বিশ্বাস বলছিলেন, ‘সংবাদপত্র পড়ে জানতে পেরেছিলাম এই পুজোর থিমের ব্যাপারে। তারপর থেকেই মণ্ডপ দেখার জন্য আগ্রহী ছিলাম।’ নকল টাকা দিয়ে সাজানো মণ্ডপের আকর্ষণে মানুষ এসেছেন শহরতলি থেকেও। পুজো কমিটির সদস্য আশিস সাহা বলছেন, ‘প্রচুর মানুষ পুজো দেখতে আসছেন। কেউ কেউ তো আবার টাকাগুলো হাত দিয়ে দেখছেন, সেগুলো আসল না নকল।’

সংহতি মোড় গণেশপুজোর মণ্ডপে ভিড়। শনিবার। -শান্তনু ভট্টাচার্য

শহরের অন্যতম বড় আয়োজন, বিধান মার্কেটের গণেশপুজো। প্রতিমা থেকে মণ্ডপসজ্জা- সবেতেই মুম্বইয়ের গণেশপুজোর ছোঁয়া দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। এবার মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি গণেশ মন্দিরের আদলে তৈরি হয়েছে মণ্ডপ। সঙ্গে রয়েছে চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা।

১১তম বর্ষে সংহতি মোড় গণেশপুজো কমিটির আয়োজন ‘সহজ পাঠ’ দেখতে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়েছেন দর্শনার্থীরা। বহু অভিভাবক সঙ্গে থাকা সন্তানকে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন মণ্ডপের থিম। অন্যদিকে, কলেজপাড়ার পুজোয় প্রতিমা দর্শনের পাশাপাশি প্রসাদ নিতে অপেক্ষা করতে দেখা গিয়েছে অনেককে। শুধু প্রতিমা ও মণ্ডপে ছোঁয়া নয়, মায়ানগরীর মতো এখানেও চারদিন ধরে চলবে গণপতির পুজো। তাই উদ্যোক্তারা আশাবাদী, মণ্ডপে মণ্ডপে দর্শনার্থীরা ভিড় জমাবেন বাকি তিনদিনও।

গণপতির পুজোয় মেতেছে শিলিগুড়ি। প্যান্ডেল থেকে প্রতিমা- সবেতেই যেন চমক দেওয়ার চেষ্টা আয়োজকদের। তবে শহর ও শহরতলিতে এমন কিছু মন্দির রয়েছে, যেখানে রোজ পূজিত হন সিদ্ধিদাতা। গণেশ চতুর্থীতে সেই খোঁজ করলেন পারমিতা রায়

গণেশেরও নিত্যপুজো

MOULIN ROCK
100% Cotton Shirts
@ ₹ 495/-
SUNDAYS OPEN
Pooja HINDUSTAN
Seth Srilal Market, Siliguri | Call : 76991- 99999

সন্তোষীনগরে তালা লাগে না দরজায়

সকালে ঘুম ভাঙার পর এখানে দেবতাকে অর্পণ করা হয় দুধ আর মোদক। বিকেলে চায়ের সঙ্গে থাকে মাখনা। দুপুরে তিনি ভোজন সারেন ১১ থেকে ১৫ রকমের পদ দিয়ে। রাতের ভোগে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ১৫টিরও বেশি। সেখানে অন্ন, বিভিন্ন ধরনের তরকারির পাশাপাশি থাকে পকোড়া। সবশেষে হয় দুধ অর্পণ। মন্দির কমিটির সদস্য অশোক দাসের যুক্তি, ‘গণেশের মন্দিরে তালা পড়লে তো গোটা জগতেই তালা পড়ে যাবে।’

পুরনিগমের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের সন্তোষীনগরের গণেশ মন্দিরে পুজো হয় রোজ। সকাল সাতটা থেকে দুপুর একটা, আবার বিকেল চারটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত দর্শনার্থীদের ভিড় লেগে থাকে। মাঝের সময়টুকু দেবতার বিশ্রামের জন্য পর্দা টেনে দেওয়া হয়।

২০১৪ সালে উদ্বোধন হওয়া এই মন্দির নির্মাণের নেপথ্যে রয়েছে স্বপ্নাদেশের কাহিনী। স্থানীয় বাসিন্দা রামদেব গোয়ালার স্ত্রী রোজ এলাকার খাটু শ্যাম মন্দিরে পুজো দিয়ে একটি নার্সিংহোমে গিয়ে গণেশ ঠাকুরের

পুজো দিতেন। মন্দির কমিটির সম্পাদক বিষ্ণু পরশ রামপুরিয়া বলছিলেন, ‘২০১২ সালে ওই মহিলা দেবতার স্বপ্নাদেশ পান। তিনি সেই কথা খাটু শ্যাম মন্দিরের মহন্ত স্বামী পবন গিরিজি মহারাজ ও টেরামারি হৃদনাথকে জানান। পরবর্তীতে মহর্ষি, মহর্ষীর স্ত্রী, তাঁর নাতি শ্যাম প্রেম মণ্ডল (এই মণ্ডল পরিবার খাটু শ্যাম মন্দির পরিচালনায় অন্যতম ভূমিকা পালন করে) এবং সত্যনারায়ণ পরশ রামপুরিয়া গণেশের স্বপ্নাদেশ পান। তারপরই শ্যাম প্রেমের জমিতে শুরু হয় মন্দির নির্মাণ।’ মহন্ত স্বামী পবন গিরিজি মহারাজ ও টেরামারি হৃদনাথ জয়পুর থেকে গণেশের মূর্তি নিয়ে এসে খাটু শ্যাম মন্দিরে পুজো শুরু করেন। ২০১৪ সালে মন্দির নির্মাণের পর সেখানে প্রতিষ্ঠা করা হয় ওই মূর্তি।

মন্দির কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রকাশ পেরিয়াল বলছিলেন, ‘গণেশ চতুর্থী থেকে ১০ দিন প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। প্রত্যেকে পুজো দিয়ে প্রসাদ নিয়ে যান। তবে পুজো হয় নিত্যদিনের মতোই।’ উৎসব উপলক্ষ্যে নানা রংয়ের বেলুনে সেজেছে মন্দির।

দেবীডাঙ্গায় অর্পণ লাড্ডু

২০০৮ সালে দেবীডাঙ্গার কালকূটে মন্দিরটি নির্মাণ হয়। মন্দির পরিচালনার সঙ্গে প্রথম থেকেই জড়িত ভূপেন ছেত্রী, শিবলাল শর্মা, লক্ষ্মণ উপাধ্যায়রা। লক্ষ্মণের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এখন যেখানে মন্দির, আগে সেখানেই গ্রামবাসীরা গ্রামপুজো করতেন। পরবর্তীতে স্থানীয় বাসিন্দা অমূল্য রায় তাঁর বাবা প্রয়াত ফুফেন রায়ের স্মরণে এই গণেশ মন্দির তৈরি করেন। প্রায় ৪ ফুটের মূর্তি নিয়ে আসা হয়েছে জয়পুর থেকে। তিনি বলছিলেন, ‘রোজ ভোর ছয়টায় মন্দিরটি খুলে যায়। সাফাইয়ের পর হয় আরতি। দুপুরে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকে বটে, তবে কেউ পুজো দিতে এলে খুলে দেওয়া হয়

দরজা। সাধারণত বিকেলে মন্দির খোলার পর ফের বন্ধ হয় রাত নয়টা নাগাদ। সকাল ও সন্ধ্যায় আরতির সময় দেবতাকে অর্পণ করা হয় লাড্ডু।’

গণেশ চতুর্থীতে বিশেষ পুজো হল মন্দিরে। প্রায় তিন হাজার দর্শনার্থীর জন্য রান্না হয়েছে খিচুড়ি। শনিবার সকাল থেকে লম্বা লাইন চোখে পড়েছে মন্দিরের সামনে।

নেপালি বস্তিতে বাড়ির খাবার

প্রায়দিনই হাতি ঢুকে পড়ে লোকালয়ে। বন্যপ্রাণের উপদ্রব থেকে বাঁচতে গণেশপুজো করার সিদ্ধান্ত নেন গ্রামবাসী। প্রথমে প্লাস্টিক ও বাঁশের মন্দির তৈরি করে পুজো শুরু হয়। এখন অবশ্য গড়ে উঠেছে কংক্রিটের ঘর। ওপরে টিনের শেড। ফাড়াবাড়ি নেপালি বস্তিতে ২০০৫ সালে মন্দির তৈরির পর থেকে গণেশের নিত্যপুজো হচ্ছে। সারাদিন কোনও ভোগ নিবেদন করা হয় না। সন্ধ্যায় স্থানীয়রা বাড়িতে তৈরি খাবার নিয়ে আসেন গণপতির জন্য। মন্দির কমিটির সুবলপ্রসাদ শর্মা, রুদ্র ছেত্রী, অরুণ তামাংয়ের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, গ্রামবাসীদের কেউ আনেন বাতাসা, কেউ খিচুড়ি। কারও হাতে থাকে মিষ্টি। সেসব অর্পণ করে হয় দেবতার আরাধনা।

ভোর সাতটায় খুলে যায় মন্দির। রাত সাড়ে আটটা অবধি খোলা থাকে। সকাল-বিকেল পুজো হয়। গণেশ চতুর্থীকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর বিশেষ আয়োজন হয় এখানে। এবারে তার ব্যতিক্রম হয়নি। সুবল জানালেন, চলতি মাসের ৩ তারিখ থেকে শুরু হওয়া গণেশ পুরাণ পাঠ ৮ তারিখ পর্যন্ত হবে। দুপুরে ভাণ্ডারার ব্যবস্থা রয়েছে।

দুর্ব্যবহার নয়, সমিতির নোটিশ হংকং মার্কেটে

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : কোনও জিনিস দেখার পর সেটা না কিনলে ক্রেতাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়। হংকং মার্কেটের ব্যবসায়ীদের এই বদনাম বহুলপ্রচলিত। দুর্ব্যবহারের এই কথা এখন শুধু সাধারণের মুখে মুখে নয়, সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতেও ছড়িয়ে পড়েছে। এর প্রভাব এবার পড়তে শুরু করেছে ব্যবসাতেও। প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলতে না চাইলেও হংকং মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির নোটিশে তা স্পষ্ট। দুই-পাঁচজন ব্যবসায়ীর তির্যক কথা বা দুর্ব্যবহারের রেশ যাতে মার্কেটের বাকি ব্যবসায়ীদের ওপর না পড়ে, সে ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে সমিতি।

সমিতির তরফে ইতিমধ্যে মার্কেটের বিভিন্ন জায়গায় নোটিশ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেখানে পরিষ্কার করে বলা হচ্ছে, ক্রেতার সঙ্গে কোনও দুর্ব্যবহার করা হলে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কী সেই ব্যবস্থা? এ বিষয়টি জানালেন ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য তপন সাহা। তাঁর বক্তব্য, ‘আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কোনও ক্রেতা যদি কোনও দোকানদারের বিরুদ্ধে আমাদের কাছে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তোলেন, তাহলে ওই দোকানদারের স্টল বন্ধ করে দেওয়া হবে। এমনকি ব্যবসায়ী সমিতির সদস্যপদ থেকেও তাঁর নাম বাতিল করে দেওয়া হবে।’

প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি তাঁদের কাছে এ ধরনের কোনও অভিযোগ আসায় এই পদক্ষেপ? তপন সাহার জবাব, ‘আমাদের কাছে এরকম বেশ কয়েকটি অভিযোগ এসেছিল। কয়েকজন ব্যবসায়ী ক্রেতাদের সঙ্গে এরকমটা করেছেন। আমরা প্রতিটি স্টলে গিয়ে ব্যবসায়ীদের সতর্ক করেছি। মার্কেটের বিভিন্ন জায়গায় নোটিশও ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্রেতাদের সঙ্গে কোনওমতে খারাপ ব্যবহার করা যাবে না।’

হংকং মার্কেটের নাম জানেন গোটা দেশের মানুষ। যদিও বিভিন্ন সময় হংকং মার্কেটে এসে তিক্ত

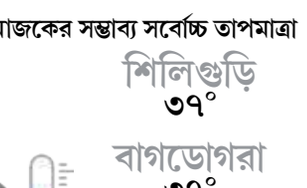

ড্যামেজ কন্ট্রোল

- ক্রেতাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের কথা পর্যটকদের মাধ্যমে বাইরে ছড়িয়ে পড়ায় ব্যবসায় ক্ষতি
- নিজেদের ‘ইমেজ’ ঠিক রাখতে হংকং মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির নোটিশ
- বলা হয়েছে, কোনও ক্রেতা কোনও ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ জানালে পদক্ষেপ
- ওই ব্যবসায়ীর স্টল বন্ধ করে দেওয়া হবে, বাতিল হয়ে যাবে সমিতির সদস্যপদও

অভিজ্ঞতার শিকার হতে হয়েছে অনেককেই। মাসকয়েক আগে একটি পোস্টে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন বেশ কয়েকজন। তাঁদের মূল বক্তব্য ছিল, ‘কোনও সামগ্রী দেখার পর না কিনলেই বিপদ!’ এদিন ওই নোটিশগুলো দেখে সেটাই বললেন অনীতা দাস। তাঁর কথায়, ‘হংকং মার্কেটের সমস্ত ব্যবসায়ী যে এমনটা করেন, সেটা না। কয়েকজন ব্যবসায়ী রয়েছেন, যাঁরা খারাপ ব্যবহার করেন।’

করোনা পরিস্থিতির সময় বড় ধাক্কা খেয়েছিল হংকং মার্কেট। এখনও সেই ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টায় ব্যবসায়ীরা। এই পরিস্থিতিতে খারাপ ব্যবহারের কারণে হংকং মার্কেটের ‘ইমেজ’ যাতে আর খারাপ না হয়, সেদিকে বিশেষ নজর দিতে চাইছে হংকং মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি।

তদন্তের গতিপ্রকৃতি সামনে আনল পুলিশ

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : ১ বছর ১৪ দিনের মাথায় মাটিগাড়ার নাবালিকা ধর্ষণ-খুনে অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ডের সাজা শুনিয়েছে আদালত। এক বছরের মধ্যে কীভাবে সমস্ত ঘটনায় সাক্ষ্যপ্রমাণ জোগাড় করল পুলিশ? অভিযুক্তকেই বা কীভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল? সেইসব বিষয় নিয়ে শনিবার সন্ধ্যায় মাল্লাগুড়ি পুলিশলাইনে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন মেট্রোপলিটান পুলিশের পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর, ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর, ডিসিপি (ইস্ট) দীপক সরকার, এই মামলার সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায়।

পুলিশ কমিশনারের কথায়, ‘গত বছর ২১ অগাস্ট, ওই নাবালিকার পরিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করে। সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ তদন্ত শুরু করে। ওইদিন রাতেই আমরা মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করি।’ তিনি জানান, সিসিটিভিতে ধরা পড়েছিল এক তরুণ মাটিগাড়ার ধর্ষিতা নাবালিকাকে সাইকেলে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তবে ওই তরুণ যে মহম্মদ আব্বাস, সেই বিষয়ে নিশ্চিত হতে আব্বাসকে দিয়ে পুনরায় সাইক্লিং করিয়ে সেই প্যাটার্ন পাঠানো হয়েছিল ডিরেক্টরেট অফ ফরেন্সিক সায়েন্স সার্ভিসেসে। সেখানে সিসিটিভি ফুটেজ ও আব্বাসের সাইক্লিং-এর প্যাটার্ন ভিডিও মিলে গিয়েছিল।

কমিশনার বলেন, ‘এই কেসে সাইক্লিং প্যাটার্ন টেস্ট রাজ্যে প্রথমবার ব্যবহার হয়েছে।’ এছাড়াও সাধারণ নাগরিকদের তাঁর বার্তা, ‘পুলিশ সবসময় সাধারণ মানুষের সঙ্গে রয়েছে এবং থাকবে।’ মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ওয়েস্ট) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর জানান, যে কোনও ঘটনার তদন্ত শিলিগুড়ি পুলিশ দায়িত্বের সঙ্গে করে চলেছে। তিনি বললেন, ‘আমরা গত এক মাসের মধ্যে চারটি কেসের রায় পেয়েছি। যার মধ্যে মাটিগাড়ার এই মামলাও যুক্ত হল। মাটিগাড়ার কেস সহ দুটি কেসে অভিযুক্তের ফাঁসির সাজা হল। প্রতিটি ঘটনার তদন্তই গুরুত্ব সহকারে করছি।’

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, এই ঘটনায় একটি বিশেষ টিম তৈরি করা হয়েছিল। যে টিম কেসটির নিয়মিত রিভিউ করত। কী কী এভিডেন্স রয়েছে, সেগুলো পরীক্ষা করে দেখত। যার ফলে দ্রুত চার্জশিট দেওয়া সম্ভব হয়েছিল। পুলিশের ভূমিকায় প্রশংসা করেন এই মামলার সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায়। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, মামলায় মোট ২২ জন সাক্ষ্যপ্রমাণ দিয়েছে, যার মধ্যে একজন ট্রাফিক পুলিশের কনস্টেবলও ছিলেন। যদিও নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁদের নাম গোপন রেখেছে পুলিশ।

আজ শহরে

- শিলিগুড়ি ঋত্বিক নাট্য সংস্থার আয়োজনে আমন্ত্রণমূলক বিদ্যালয়–মহাবিদ্যালয় নাটক প্রতিযোগিতায় আজকের নাটক ‘রঘু ডাকাত আসছে’, ‘এবং হাতে হাতে আদায়’, ‘পরীক্ষা পাশের মন্ত্র’, ‘তেঁতুল গাছ’, ‘শেষ ঘণ্টায়’ ও ‘পোহায় রজনী জাগিছে জননী’। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সকাল সাড়ে ১১টা থেকে। আজ অংশ নেবে কবি সুকান্ত হাইস্কুল, শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুল, শক্তিগড় বালিকা বিদ্যালয়, শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠ, নেতাজি গার্লস হাইস্কুল ও জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুল।

ফুটপাথ দখল করে দোকান

ইসলামপুর, ৭ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুর শহরের ‘ভিআইপি’ রাস্তা বলে পরিচিত নিউটাউন রোড দিয়ে সন্ধ্যার পর চলাচল করা দুষ্কর হয়ে উঠেছে। ফুটপাথ দখল করে বসছে ফাস্ট ফুডের দোকান। ফলে তীব্র যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। রোডের একপাশ দখল করে দাঁড় করিয়ে রাখা হচ্ছে টোটো। দোকানগুলিতে টেবিল-চেয়ার পাতার ফলে সমস্যা আরও বাড়ছে বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। এব্যাপারে পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, ‘সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ করা হবে।’

শিলিগুড়ি রামকৃষ্ণ মিশনে (সেবক হাউস) গণেশপুজো। -শান্তনু ভট্টাচার্য

ভর্ৎসনা মেয়রের

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : বাড়ির সামনে সরকারি জায়গায় জল জমে থাকায় শিলিগুড়ি পুরনিগম এক ব্যক্তিকে জরিমানা করার পর মেয়র এনিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বঙ্কিমনগর এলাকার ঘটনা। শনিবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে ফোন করে ওই ব্যক্তি মেয়র গৌতম দেবের কাছে অভিযোগ জানান। ওই অভিযোগ শোনার পর মেয়র আধিকারিকদের বকাঝকা করেন। আধিকারিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘এ তো আত্মঘাতী কাজ। আমরা নিকাশিনালা, রাস্তা করে দিতে পারছি না। জল জমলে কেন কাউকে জরিমানা করতে হবে? কে এই জরিমানার নির্দেশ দিল?’ তিনি এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন বলে মেয়র ওই বাসিন্দাকে জানান।

বেহাল রাস্তা

ইসলামপুর, ৭ সেপ্টেম্বর : ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজিপল্লিতে শনি মন্দির থেকে দেশবন্ধুপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তার বেহাল দশা। বাসিন্দারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, প্রায় আট বছর ধরে ওই রাস্তা সংস্কার হয়নি। রাস্তার প্রায় ৬০০ মিটার অংশ খানাখন্দে ভরা। এ প্রসঙ্গে ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অর্পিতা দত্ত বলেন, ‘শীঘ্রই রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হবে।’

জ্বলছে না বাতি

ইসলামপুর, ৭ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুর শহরের পাশ দিয়ে যাওয়া ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে প্রায় ২০ দিন ধরে বাতি জ্বলছে না। ফলে ১০ কিলোমিটার বাইপাস সড়ক সন্ধ্যার পর অন্ধকারে ডুবে থাকছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের শিলিগুড়ির প্রোজেক্ট ডিরেক্টর প্রদ্যুৎ দাশগুপ্ত বলেন, ‘পদক্ষেপ করা হবে।’

বাস টার্মিনাসে নেশার আসর

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ৭ সেপ্টেম্বর : ইসলামপুর শহরের বাস টার্মিনাসের নির্মীয়মাণ ভবনে বসছে নেশার ঠেক। টার্মিনাসের পাবলিক টয়লেটের পাশে পড়ে রয়েছে অজস্র ইনজেকশনের সিরিঞ্জ। নির্মীয়মাণ ভবনের মেঝেতে পড়ে রয়েছে মদের বোতল, প্লাস্টিকের গ্লাস। এমনকি দিনের বেলাতেও বসছে গাঁজার আসর। এরপরেও পুরসভার বা পুলিশ প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। ফলে দিনের পর দিন বড় হচ্ছে ঠেক। স্থানীয় বাসিন্দা সহ বাসযাত্রীদের কথায়, প্রশাসনের নজরদারি না থাকায়, অলিখিত বারে পরিণত হয়েছে এই টার্মিনাস।

ভীম দাস নামে পাবলিক টয়লেটের এক কর্মীকে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ পড়ে থাকার বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, ‘কে কখন বাথরুমের ভেতরে ঢুকে নেশা করে চলে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না। প্রতিমাসে পরিষ্কার করতে গিয়ে দেখি টয়লেটের পিছনে সিরিঞ্জ পড়ে থাকছে।’ ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জবি থমাস বলেন, ‘বিষয়টি জানা ছিল না। তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের কথায়, ‘নেশার ঠেক নিয়ে অভিযোগ এসেছে। সমস্যা সমাধানে ঠিকাদার সংস্থাকে নির্মীয়মাণ ভবনের কাজ দ্রুত শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কারা পাবলিক টয়লেটে নেশা করছে দেখতে নজরদারি বাড়ানো হবে।’

ইসলামপুর শহরের সবচেয়ে ব্যস্ততম জায়গা বাস টার্মিনাস। প্রতিদিন হাজার হাজার যাত্রী এখানে ওঠানামা করেন। টার্মিনাসের ভেতরে থাকা মুক্তমঞ্চে সামাজিক, রাজনৈতিক সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এছাড়াও রয়েছে একাধিক হোটেল, মিষ্টি, ওষুধ সহ বিভিন্ন দোকান। টার্মিনাসের শেডের নীচে সারাদিন ধরে আড্ডা এবং আনাগোনা লেগে থাকে স্থানীয়দের। তার মধ্যে এই জায়গায় এভাবে নেশার আসর বসা নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলেছেন বাসযাত্রী সহ স্থানীয় বাসিন্দারা।

শকুন সংরক্ষণে পড়ুয়াদের পরামর্শ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : শনিবার আন্তর্জাতিক শকুন সচেতনতা দিবসে শিলিগুড়ির একাধিক কলেজের পড়ুয়াদের নিয়ে এসএফ রোডের একটি হোটেলে কর্মশালা হল। হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ) এবং সলিটারি নেচার অ্যান্ড অ্যানিমাল প্রোটেকশন ফাউন্ডেশন (স্ন্যাফ) আয়োজিত এই কর্মশালায় শকুন সংরক্ষণ পরিবেশের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়।

উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গের মুখ্য বনপাল (বন্যপ্রাণ) ভাস্কর জেভি, ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের জেনারেল ম্যানেজার কুমার বিমল।

জটিয়াকালীতে শিলিগুড়ি পুরনিগম পরিচালিত ডাম্পিং গ্রাউন্ডে শকুনের দেখা মেলে। শকুনের অস্তিত্ব রক্ষা করতে আলিপুরদুয়ারের রাজাভাতখাওয়ায় বন দপ্তরের উদ্যোগে চালানো হয় ব্রিডিং সেন্টার। মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি’র কথায়, ‘ভাগাড়ে বিভিন্ন প্রাণীর পচাগলা দেহ খেয়ে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে সাহায্য করে শকুন। তবে এক্ষেত্রে আশঙ্কা থেকে যায়। প্রাণীর দেহগুলো থেকে নির্গত দুর্গন্ধ এড়াতে বিভিন্নরকমের কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যার জেরে বিষক্রিয়ায় প্রচুর শকুনের মৃত্যু হয়। এটা শকুন বিলুপ্ত হওয়ার অন্যতম কারণ।’

এদিন শকুন সম্পর্কিত একটি তথ্যচিত্র কলেজ পড়ুয়াদের দেখানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, শিলিগুড়ি কলেজ, কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়, নকশালবাড়ি

এসএফ রোডের একটি হোটেলে শকুন সংরক্ষণের কর্মশালা।

কলেজ ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পড়ুয়ারা উপস্থিত ছিলেন। শকুন সংরক্ষণ নিয়ে পড়ুয়াদের পরামর্শ শোনা হয় এদিন। শিলিগুড়ির আশপাশে কোনও এলাকায় সাম্প্রতিকালে শকুন দেখা গিয়েছে কি না, সেই তথ্য সংগ্রহ করছে ন্যাফ এবং স্ন্যাফ।

ন্যাফের আহ্বায়ক অনিমেষ বসুর বক্তব্য, ‘রাজাভাতখাওয়া প্রজনন সেন্টার থেকে যে শকুনগুলো ছাড়া হচ্ছে, তাদের যাতে খাবারের অভাব না হয়, সেটা সুনিশ্চিত করতে হবে। নয়তো ওই প্রাণীগুলোকে বাঁচানো কঠিন হবে। এক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে আগামী প্রজন্মকে। পড়ুয়ারা যে পরামর্শ দিয়েছে, তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।’

স্ন্যাফের তরফে কৌস্তভ চৌধুরী বলেন, ‘এই অঞ্চলে অন্তত ১০০ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে যাতে শকুন বিচরণ করতে পারে, সেই ব্যবস্থা করার চেষ্টা করছি আমরা। এজন্য মানুষের মধ্যে সচেতনতা বিশেষ প্রয়োজন।’ এদিনের কর্মশালায় ছিলেন কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক তাপস সরকার, শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপক ডঃ সংগীতা সুব্বা প্রমুখ।

বাংলা বানান নিয়ে খুঁতখুঁতে?
ভুল বাক্যগঠন, ভুল ব্যাকরণ পীড়া দেয়?
তাহলে হয়তো আপনাকেই খুঁজছি আমরা
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
Walk-in Interview
প্রুফরিডার চাই
প্রুফরিডার চাইছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় দখল থাকা আবশ্যিক। প্রুফরিডিংয়ে অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো, না থাকলেও অসুবিধা নেই যদি থাকে ভাষা এবং বানান জ্ঞান আর নিজেকে যোগ্য করে তোলার আত্মবিশ্বাস।
যোগ্যতা মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক (বা সমতুল্য বোর্ড) ফার্স্ট ডিভিশন, ন্যূনতম ৫৫ শতাংশ নিয়ে স্নাতক।
যোগ্য প্রার্থীরা ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ (মঙ্গলবার) সকাল সাড়ে ১০টায় সিভি সহ লিখিত পরীক্ষার জন্য নীচের ঠিকানায় উপস্থিত থাকতে পারেন
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

বাবার গাড়িতে পিষ্ট দুই বছরের ছেলে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৭ সেপ্টেম্বর : বাবা-মায়ের সঙ্গে দিদার বাড়ি যাওয়ার কথা ছিল। সেই উৎসাহের আতিশয্যে আগেভাগেই বাড়ির বাইরে চলে এসেছিল বছর দুয়েকের সেই খুদে। কাল হয়েছে সেটাই। গ্যারাজ থেকে বাবা গাড়ি বের করার সময় সেই গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল তার। এমন আকস্মিক দুর্ঘটনার পর পূর্ব নিউ আলিপুরদুয়ারের সেই এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে ওই ঘটনা ঘটে। তড়িঘড়ি সেই শিশুকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শনিবার ময়নাতদন্তের পর ওই শিশুর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালের সুপার পরিতোষ মণ্ডল বলেন, 'হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছিল। তবে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।'

তবে এব্যাপারে কোনও লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি শনিবার বিকেল অবধি। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। তবে মিটিংয়ে ব্যস্ত রয়েছেন বলে জানিয়ে আর কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

শনিবার সকালে সেই এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, পরিবেশ থমথমে। মা তো একেবারে বাকরুদ্ধ। নিত্যপুজোয় বাড়ির সবচেয়ে ছোট সদস্যের হাতের ঘণ্টার ধ্বনি আর শুনতে পাবেন না, ভাবতেই পারছেন না সেই শিশুর পরিবারের লোকজন। প্রতিবেশীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সেই দুর্ঘটনার কিছুক্ষণ আগেও সেই শিশু ঘুরতে যাওয়ার আনন্দে লাফালাফি করছিল। রাস্তায় ছোটাছুটি করছিল। তার বাবা পেশায় গাড়িচালক। পূর্ব নিউ আলিপুরদুয়ারের কংক্রিটের রাস্তার

পূর্ব নিউ আলিপুরদুয়ারে এই বাড়ির সামনেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

এক পাশে তাঁদের বাড়ি। আর রাস্তার আরেক পাশে সেই গ্যারাজ। গ্যারাজে রাখা গাড়িটি বের করতে গিয়েই এই দুর্ঘটনা ঘটে। হঠাৎ চিৎকারে প্রতিবেশীরা বুঝতে পারেন, কিছু অঘটন ঘটেছে। আর্তনাদ আর কান্নায় এলাকার পরিবেশ ভারী হয়ে ওঠে। ঠিক কী ঘটেছে, সেটা তখনও বুঝতে পারেননি অনেকেই। সবার আগে সেই রক্তাক্ত শিশুকে নিয়ে হাসপাতালের দিকে ছুটতে শুরু করেন কয়েকজন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, সেই শিশুর বাবা যখন বাড়ির উলটোদিকের গ্যারাজ থেকে গাড়িটি বের করছিলেন, তখনই আরেকটি গাড়ি গ্যারাজে ঢুকতে যায়। দ্বিতীয় গাড়িটি গ্যারাজে রাখার সুযোগ করে দেওয়ার পর শিশুর বাবা নিজের গাড়িটি বের করছিলেন। তারই মধ্যে কখন যে সন্তান বাবার পিছু পিছু গাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, বুঝতেই পারেননি। প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন নাকি চিৎকার করে সতর্কও করেছিলেন। কিন্তু কাচে ঢাকা গাড়ির ভেতরে বসে থাকা বাবার কানে বাইরের শব্দ পৌঁছাতে পারেনি। দুর্ঘটনার পর দ্বিতীয় গাড়ির চালক বিষয়টি বুঝতে পেরে শিশুটির বাবাকে গাড়ি থামাতে বলেন। তারপরেই শিশুর রক্তাক্ত দেহ দেখতে পান সকলে।

মৃত শিশুর বাবা আর কোনও দিন গাড়ি চালাবেন না বলছেন। আর মা শোকে পাথর হয়ে গিয়েছেন। এক আত্মীয় বলেন, 'বাড়িতে একটা আনন্দের পরিবেশ ছিল। মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু শেষ হয়ে গেল।'

পাহাড়, ডুয়ার্সের পর্যটন আকর্ষণ

রোদ ঝলমলে দার্জিলিংয়ের ম্যাল। (ডানে) রাজাভাতখাওয়ায় হরিণের বিচরণ। শনিবার ছবিগুলি তুলেছেন মৃণাল রানা, আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

মহম্মদবক্সে মৃতদেহ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ৭ সেপ্টেম্বর : মহম্মদবক্স এলাকায় এক ব্যক্তির রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হল শনিবার। মৃতের নাম কমল কর্মকার (৩৫)। তিনি ফাঁসিদেওয়া ব্লকের লিউসিপাকড়ির ডাঙ্গাপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন।

এদিন বিকেলে স্থানীয়রা রাস্তার ধারে ওই ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে দেখতে দেখেন। খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা সেখানে পৌঁছান। কমলকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। রবিবার ময়নাতদন্তের পর দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কান্নাকাটি

প্রথম পাতার পর

পড়ুয়াদের ফেল করিয়ে দেওয়া, হস্টেলে থাকতে না দেওয়া, এমনকি প্রাণে মারার হুমকিও দিয়েছেন এঁরা। আবার পরীক্ষায় পাশ-ফেল করানোর চক্রও এঁদের মাধ্যমেই চালাতেন অভীক, বিরূপাক্ষরা। পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ার ভয়ে এতদিন পড়ুয়ারা চুপ করে ছিলেন। কিন্তু গত বুধবার অধ্যক্ষ এবং ডিন অফ স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার্সকে ঘেরাও করে বিক্ষোভের সময় থেকে সকলে মুখ খুলতে শুরু করেছেন। পড়ুয়াদের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন অধ্যক্ষ। শনিবার তদন্ত কমিটি অভিযোগকারীদের পাশাপাশি অভিযুক্ত ১০ জনের বয়ান শুনেছে।

এদিন সকাল থেকে অধ্যক্ষের অফিসের সামনে ভিড় করেন ডাক্তারি পড়ুয়ারা। বেলা পৌনে ১২টা নাগাদ বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে অধ্যক্ষের অফিসে আসেন সাহিন এবং সোহম। মাথা নীচু করে অধ্যক্ষের অফিসের দরজা ঠেলে বাবা-মাকে নিয়ে ভিতরে ঢোকেন দুই অভিযুক্ত। তাঁরা অধ্যক্ষের চেয়ারের সামনে গিয়ে পা ধরে ক্ষমা চাওয়ার চেষ্টা করেন। সঙ্গে সঙ্গে অধ্যক্ষ চেয়ার থেকে উঠে অভিভাবকদের বাইরে যেতে বলেন। সাহিন, সোহমকে তদন্ত কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেন।

প্রায় এক ঘণ্টা পর বাইরে বেরিয়ে আসেন 'গুণধর' দুই পড়ুয়া। বাইরে বেরিয়ে 'ভুল হয়ে গিয়েছে' বলে একাধিক পড়ুয়ার হাতে-পায়ে ধরে ক্ষমা চান তাঁরা। তবে, তাতে কেউ আমল দেননি বলে পড়ুয়ারা জানিয়েছেন। বরং এখনও হস্টেলে থেকে কয়েকজন হুমকি দিয়ে যাচ্ছেন বলে তাঁদের অভিযোগ।

তদন্ত কমিটি সূত্রের খবর, এদিন সোহম এবং সাহিনকে তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। সমস্ত অভিযোগই প্রথমে তাঁরা অস্বীকার করেন। পরে যদিও দাবি করেন, 'পুরোটাই সিনিয়ারদের নির্দেশে করেছি।' কারা সেই সিনিয়ার? অভীক, বিরূপাক্ষ সহ আরও দু'-তিনজনের নাম উঠে এসেছে।

টলিউডে প্রথম কড়া পদক্ষেপ

'যৌন হেনস্তায়' সাসপেন্ড অরিন্দম

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের জেরে নতুন করে বেশকিছু নারী নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসছে। বাদ নেই রুপোলি পর্দার জগৎও। গত অগাস্টে হেমা কমিটির রিপোর্টে দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির বহু নামীদামির মুখোশ খুলে গিয়েছে। শনিবার একই অভিযোগে ডিরেক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সাসপেন্ড করল তৃণমূল ঘনিষ্ঠ পরিচালক অরিন্দম শীলকে। অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসব কমিটি থেকে তাঁকে ছেঁটে ফেলে হয়েছে।

সংগঠন সূত্রে জানানো হয়েছে, 'সুরক্ষা বন্ধু' কমিটি ঘোষণার পরই জানানো হয়েছিল ডিরেক্টর্স গিল্ডে যুক্ত কারও বিরুদ্ধে তিনি পরিচালক হলেও তথ্যপ্রমাণ সহ অভিযোগ পেলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগে বাংলার এক অভিনেত্রী অরিন্দমের বিরুদ্ধে অশ্লীল আচরণের অভিযোগ এনে রাজ্য মহিলা কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। এদিন গিল্ড লিখিতভাবে অরিন্দম শীলকে চিঠি দিয়ে তাঁর সদস্যপদ (ক্রমিক নম্বর ১৯৩) অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড ঘোষণা করে।

এ প্রসঙ্গে অরিন্দম শীল রাজ্য মহিলা কমিশনের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমাও চান। কিন্তু তাতে বরফ গলেনি। তাঁর কথায়, 'একটি খুনির সন্ধানে' সিনেমার সেটে ঘটনাটি ঘটেছিল। সেখানে অভিনেতা সাহেব চট্টোপাধ্যায় ও মধুরিমা বসাককে তিনি একটি ঘনিষ্ঠ দৃশ্য বোঝাচ্ছিলেন। সেটি একটি 'চিট শট' ছিল। তখন সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবেই পরিচালকের মুখ অভিনেত্রীর গালে লাগে। তখন এনিয়ে মধুরিমা কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। শুটিং নির্বিঘ্নেই শেষ হয়েছিল। এর অনেক পরে তিনি জানতে পারেন যে মধুরিমা তাঁর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ জানিয়েছেন, মহিলা কমিশনেও গিয়েছিলেন।

পরিচালকের দাবি, তিনি গত শুক্রবার সশরীরে রাজ্য মহিলা কমিশনে গিয়ে কথা বলেছেন। সেখানে লিখিতভাবে জানিয়েছেন, তাঁর অনিচ্ছাকৃত কোনও আচরণে যদি ওই অভিনেত্রী অপমানিত হয়ে থাকেন, সেজন্য তিনি নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থী। তাঁর দাবি, তাঁকে নাকি ওই চিঠি থেকে 'অনিচ্ছাকৃত' শব্দটি বাদ দিতে বলা হয়েছিল। তিনি এই ঘটনার সাক্ষী হিসাবে সহকারী পরিচালক, স্থির চিত্রগ্রাহক ও সুরিন্দর ফিল্মসের সদস্যদের নাম জানান। একদা বামপন্থী বর্তমানে তৃণমূলের ছত্রছায়ায় থাকা এই পরিচালকের দাবি, ডিরেক্টর্স গিল্ড তাঁর সঙ্গে কোনও কথা না বলেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

সংস্থা সূত্রে খবর, মহিলা কমিশনের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে এনিয়ে আলোচনা হয়। সর্বসম্মতিতে পরিচালককে সাসপেন্ড করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সেইমতো এদিন থেকেই অনির্দিষ্টকালের জন্য অরিন্দমের উপর সাসপেন্ডের নির্দেশ কার্যকর করা হয়। তবে তিনি যদি নিজেকে 'নির্দোষ' প্রমাণ করে গিল্ডে শংসাপত্র দাখিল করতে পারেন সে দিন থেকে তিনি ফের কাজ করতে পারবেন। তবে টলিপাড়ার একটি সূত্রে খবর, এখন পরিচালক যদি স্বাধীনভাবে কোনও কাজ করতে চান সেক্ষেত্রে ডিরেক্টর্স গিল্ড কোনও বাধা হয়ে দাঁড়াবে না।

রাজস্থানে পরিযায়ীকে পিটিয়ে খুন

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ সেপ্টেম্বর : আবার ভিনরাজ্যে অস্বাভাবিক মৃত্যু হল হরিশ্চন্দ্রপুরের এক পরিযায়ী শ্রমিকের। বিজেপি শাসিত রাজস্থানে এই শ্রমিককে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠেছে ওড়িশা এবং বিহারের সহকর্মীদের বিরুদ্ধে। সহকর্মীদের মারে ওই শ্রমিকের পেটের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত ফেটে যায়। মৃত শ্রমিকের নাম মতি আলি (৪২)। বাড়ি ভিঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতের মিসকিনপুর গ্রামে। শনিবার রাতে তাঁর মৃতদেহ গ্রামে ফিরে আসার কথা।

এলাকার মানুষজন জানাচ্ছেন, দীর্ঘ ২০ বছর ধরে রাজস্থানের জয়পুর শহরে একটি সোনার দোকানে কাজ করতেন মতি। ছুটি নিয়ে পাঁচ মাস আগে বাড়িও এসেছিলেন। গত ৩ সেপ্টেম্বর সন্ধেয় খাবার খাওয়ার সময় বিহার ও ওড়িশার সহকর্মীদের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়। এরপর কয়েকজন শ্রমিক ঘরের মধ্যে তাঁকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থল থেকে দু'কিলোমিটার দূরে কাজ করতেন তাঁর আরেক ভাই। মতি ভাইকে ফোন করে জানায়, তাঁর পেটে প্রচণ্ড ব্যথা। পেটে ব্যথা নিয়ে তাঁকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অস্ত্রোপচার করেন চিকিৎসকরা। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। শুক্রবার সকালে তিনি মারা যান। মারধরে মতির পেটের নাড়িভুঁড়ি ফেটে গিয়েছিল বলে পরিবারের দাবি।

মতি ছিলেন পরিবারের একমাত্র রোজগেরে। তাঁর মৃত্যুতে দুই নাবালক সন্তানকে নিয়ে চরম সমস্যায় পড়েছেন স্ত্রী রৌশনা খাতুন। রৌশনা বলেন, 'একমাত্র আয়ের উৎস ছিল স্বামী। আজ সে আর নেই। ছোট ছোট দুই ছেলেকে নিয়ে কীভাবে চলবে সংসার। সরকারের কাছে আবেদন, আমার স্বামীকে যারা মারধর করে খুন করেছে, তাদের যেন কঠোর শাস্তি হয়। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন করছি।'

মিসকিনপুর গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যের প্রতিনিধি খাইরুল আলম বলেন, 'দীর্ঘ ২০ বছর ধরে রাজস্থানের জয়পুরে এক সোনার দোকানে কাজ করতেন মতি। খাওয়ার ঘরে তাঁকে মারধর করা হয় বলে আমরা শুনেছি। সেখানে থাকা আমাদের গ্রামের শ্রমিকরা মতিকে হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়।'খবর পেয়ে ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যান রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেন। তিনি বলেন, 'বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলার মানুষদের সবাই ঘৃণার চোখে তাকায়। তাই একের পর এক বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। আমরা ওই পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবারের পাশে রয়েছি।'বিজেপির জেলা নেতা রূপেশ আগরওয়ালা বলেন, 'বাংলায় কাজ নেই। তাই এলাকার যুবকরা ভিনরাজ্যে যাচ্ছে কাজের খোঁজে। এই ঘটনার যাতে সঠিক তদন্ত হয় সেটাই আমরা চাইব।'

পুরসভার হেল্প ডেস্ক বন্ধ

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর: আরজি কর কাণ্ডের আবহে রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলিতে পরিষেবা অনেকটাই বিঘ্নিত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এনআরএস মেডিকেল কলেজ ও ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে কলকাতা পুরসভার তরফে হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছিল। কিন্তু পুর চিকিৎসকদের চাপের মুখে এই সহায়তা কেন্দ্র বন্ধ করল পুরসভা। শুক্রবার পুর কমিশনার ধবল জৈন ও মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক চিকিৎসক সুব্রত রায়চৌধুরীর কাছে অভিযোগ করেন, কোনও লিখিত নির্দেশিকা ছাড়াই হেল্প ডেস্ক খোলা হয়েছিল। হাসপাতালের চিকিৎসকদের আন্দোলনে তাঁদেরও সমর্থন রয়েছে। তারপরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শনিবার 'টক টু মেয়র' অনুষ্ঠানে কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'স্বাস্থ্যভবনের সঙ্গে কথা বলে এই ব্যবস্থা নিয়েছিলাম। চিকিৎসকরা বলেছেন, তাঁদের আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের সমর্থন রয়েছে। তাঁদের অনুরোধে ক্যাম্প সরিয়ে নিয়েছি।'

উত্তরবঙ্গ সংবাদ অফিসে গণেশবন্দনা। শিলিগুড়িতে। ছবি : তপন দাস

জেলার খেলা

জয়ী রায়, শিলিগুড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের নীতীশ তরফদার, কল্যাণ সেনগুপ্ত, ডাঃ পিআর সেন ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৬ আন্তঃকোচিং ক্যাম্প ফুটবলে শনিবার রায় এফসি ৩-০ গোলে ঘোগোমালি ফুটবল কোচিং ক্যাম্পকে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে গোল করে রাহুল বর্মন, সূর্য বর্মন ও ম্যাচের সেরা রনি বর্মন। অন্য ম্যাচে শিলিগুড়ি অ্যাকাডেমি ৩-১ গোলে অধিকারী গ্রামীণ এফসি-র বিরুদ্ধে জয় পায়। শিলিগুড়ির প্রণোজিৎ পাল, ম্যাচের সেরা আশিক ছেত্রী ও উদয় রায় গোল করে। অধিকারী গ্রামীণ এফসি-র গোলটি আমন সাহানির। রবিবার খেলবে ভিএনসি মর্নিং সকার-তরাই স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ও উইনার্স ফুটবল কোচিং ক্যাম্প-ড্রিম ফুটবল কোচিং ক্যাম্প।

জেমসের ক্যারম, ব্রিজ

বাগডোগরা, ৭ সেপ্টেম্বর : জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের বাগডোগরা ক্যারম চ্যাম্পিয়নশিপ সোমবার শুরু হবে। সিঙ্গলস ও ডাবলস বিভাগে খেলা হবে। অন্যদিকে, জেমসের রবীন্দ্রনাথ দে ও মোহিতলাল হালদার ট্রফি অকশন ব্রিজ ১৮ সেপ্টেম্বর শুরু হবে। ক্লাব প্রাঙ্গণে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টায় খেলা শুরু হবে।

চ্যাম্পিয়ন এসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের দাজু সেন ট্রফি আন্তঃ কলেজ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল জলপাইগুড়ির এসি কলেজ। শনিবার ফাইনালে তারা সাডেন ডেথে ৭-৬ গোলে ফালাকাটা কলেজকে হারিয়েছে। ফালাকাটা কলেজের মাঠে নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। টাইব্রেকারে স্কোর দাঁড়ায় ৪-৪। ফাইনালের সেরা এসি কলেজের অমৃত রায়।

পেশির জটিল রোগে

রাজ্যের সাহায্য অপ্রতুল, মামলা

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : হু হু করে ক্ষয়ে যাচ্ছে শরীরের মাংসপেশি। মাসকিউলার ডিসট্রফি নামের জিনঘটিত রোগে আক্রান্ত শিশুরা ঠিকমতো হাঁটাচলাও করতে পারে না। খাবার খেতেও পারে না। এই পরিস্থিতিতে বহু রাজ্য সরকারই সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু এই রাজ্যের সরকার সাহায্যে ততটা দরাজ নয়। এই অভিযোগেই হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে জনস্বার্থের মামলা। প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যর ডিভিশন বেঞ্চ এই বিষয়ে রাজ্যকে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

গুরুতর এই জিনঘটিত রোগের চিকিৎসায় অন্য রাজ্যে প্রচুর টাকা দেওয়া হলেও এরাজ্যে সামান্য টাকা দেওয়া হয়। এই রাজ্য প্রতিটি ক্লাব পিছু পুজোর অনুদানে ৮৫ হাজার টাকা করে খরচ করছে অথচ এই গুরুতর রোগের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার দরাজ নয়। এই রোগীদের ক্ষেত্রে ২০১৬ সালে ইউডিআইডি কার্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করে কেন্দ্র। প্রতিটি রাজ্যে যাতে ইউডিআইডি পোর্টালের মাধ্যমে রোগীরা কার্ড পান তা দেখার দায়িত্ব রাজ্যের। কিন্তু এখনও পর্যন্ত রাজ্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ না করায় অনেকে এই কার্ড পাননি। এই মামলায় আগের শুনানিতে প্রধান বিচারপতি রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা ও কেন্দ্রকে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলেন যাতে রোগীরা এই কার্ড পেতে পারেন। কিন্তু এখনও পর্যন্ত পদক্ষেপ না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রধান বিচারপতি।

মেডিকেলে

প্রথম পাতার পর

বেলেঘাটায় আরও দুটি ফ্ল্যাট ও নিউটাউন সংলগ্ন হাতিয়ারার নোয়াপাড়া মল্লিকবাগানে একটি তিনতলা বাড়ি আছে বলে জানা গিয়েছে। এছাড়া বেলেঘাটায় সন্দীপের নিজস্ব বাড়ির কাছে বেসরকারি একটি আবাসনে দুটি ফ্ল্যাট রয়েছে সন্দীপের নামে। নীচতলার একটি ফ্ল্যাট সন্দীপ অফিস হিসাবে ব্যবহার করতেন। তিনতলার আরেকটি ফ্ল্যাট আছে। সেই আবাসনের গ্যারাজে তাঁর বিলাসবহুল একটি গাড়ি আছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২১ লক্ষ টাকার গাড়িটি তিনি ২০২২ সালে কিনেছিলেন। হাতিয়ারার বাড়িতে থাকতেন তাঁর বাবা-মা। বর্তমানে বাড়িটি তালাবন্ধ অবস্থায় আছে।

অভীক, বিরূপাক্ষ ও মুস্তাফিজুরের ক্ষেত্রে অভিযোগ থেকে ক্লিনচিট না পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা মেডিকেল কাউন্সিলের কোনও কাজে যুক্ত থাকতে পারবেন না বলে শুক্রবার রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিলের রেজিস্ট্রার মানস চক্রবর্তী জানিয়েছেন। মুস্তাফিজুরের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ, মেয়াদ শেষের পরও তিনি ইউজি হস্টেলে ঘাঁটি গেড়ে রয়েছেন।

আরজি করের অধ্যক্ষ হওয়ার পর থেকে সন্দীপ সিবিআইয়ের হাতে ধৃত বিপ্লব সিংহ ও সুমন হাজরাকে বিভিন্ন ওয়ার্ক অর্ডার পাইয়ে দিতেন। সেই সমস্ত তথ্য সিবিআইয়ের হাতে এসেছে। তাছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে ২০২২ ও ২০২৩ সালে ৮৪ জন হাউস স্টাফকে বেআইনিভাবে নিয়োগের অভিযোগও আছে।

ব্যবসায়ীদের অনিচ্ছায় পরিত্যক্ত হাটের শেড

ফাঁসিদেওয়া, ৭ সেপ্টেম্বর : ঘোষপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গারামের ভালোমানসি হাটে ব্যবসায়ীদের সুবিধার্থে শেড নির্মাণ করা হলেও, এখনও সেই শেডে স্থানান্তরিত করা যাচ্ছে না ব্যবসায়ীদের। জানা গিয়েছে, শেডের স্টলগুলি বণ্টনের ক্ষেত্রে যে পরিমাণ টাকার কথা বলা হচ্ছে, সেই টাকা দিতে চাইছেন না ব্যবসায়ীরা। আর সেই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করার ন'মাস পরেও পড়ে রয়েছে শেডটি। ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট অ্যাগ্রিকালচারাল মার্কেটিং বোর্ড ১৫ কোটি ২৯ লাখ টাকা খরচ করে ৩ একর জমিতে ওই শেড নির্মাণ করেছে। রেগুলেটেড মার্কেট কমিটি এই হাট পরিচালনা করবে। জানা গিয়েছে, প্রত্যেক ব্যবসায়ীকে ঘর নেওয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে ৫০ হাজার টাকা জমা দিতে বলা হয়। এ নিয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিলে ব্যবসায়ী এবং গ্রাম পঞ্চায়েত ও রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির মধ্যে বৈঠক করে টাকার পরিমাণ অনেকটা কমিয়ে আনা হয়। পরে ছোট দোকান পিছু ৫ হাজার এবং বড় দোকানের জন্য ১০ হাজার করে এককালীন টাকা জমা দেওয়ার কথা বলা হয়। কিন্তু তারপরেও ব্যবসায়ীরা হাটে স্থানান্তরিত না হওয়ায়, প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

ওই হাটের এক ব্যবসায়ী বলেন, 'হাটের স্টলের জন্য টাকা জমা দিতে বলা হয়েছে। এ নিয়েই সমস্যা চলছে।' ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস বলছেন, 'স্টলগুলি কারা পাবেন সেই নামের তালিকা তৈরি করে রেগুলেটেড মার্কেট কমিটিকে পাঠানো হয়েছে।' রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির সম্পাদক অনুপম মৈত্রর কথায়, 'দ্রুত ব্যবসায়ীদের শেডে স্থানান্তরিত করা হবে।'

অন্যদিকে, স্থায়ী হাটে ব্যবসায়ীরা স্থানান্তরিত না হওয়ায় এলাকায় অস্থায়ীভাবে ফুটপাথে হাট বসছে। যার ফলে স্কুল পড়ুয়া থেকে পথযাত্রী সকলেই সমস্যায় পড়ছেন। এ বিষয়ে ঘোষপুকুরের গ্রাম প্রধান জনরাজন কিন্ডোকে একাধিকবার ফোন করা হলেও, তিনি সাড়া দেননি।

ছোবল খেয়ে মালিকদের বাঁচাল পোষ্য

রায়গঞ্জ, ৭ সেপ্টেম্বর : কুকুর নয়, প্রভুভক্তির নজির রাখল রায়গঞ্জ ব্লকের রামপুর লহণ্ডা গ্রামে এক মার্জার শাবক। নিজের জীবন দিয়ে পরিবারের সবার প্রাণ বাঁচাল সে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে। রামপুর লহণ্ডা গ্রামের বাসিন্দা রবীন্দ্র মণ্ডলের শোওয়ার ঘরে খাটের তলায় ছিল একটি গোখরো সাপ। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ বাড়ির বিড়াল ছানাটি হঠাৎ অস্বাভাবিক আচরণ শুরু করে। ক্রমাগত চিৎকার করতে থাকে। বারবার সে শোওয়ার ঘরের খাটের তলায় যাচ্ছিল। পরক্ষণেই বেরিয়ে আসছিল। পরিবারের সদস্যরা প্রথমে গুরুত্ব না দিলেও খানিকপর ওই খাটের তলায় উঁকি দিয়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করেন। যা দেখেন, তাতে চমকে ওঠেন তাঁরা। দেখা যায়, একটি পূর্ণবয়স্ক গোখরো সেখানে ফনা তুলে বসে আছে। কিন্তু ততক্ষণে সাপটি বিড়ালছানাকে ছোবল মেরে দিয়েছিল। মৃত বিড়ালছানার নিথর দেহটিও উদ্ধার করে।

পাশের গ্রামের ঠিকানাই সম্বল

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৭ সেপ্টেম্বর : ভোগান্তির যেন শেষ নেই। ভারতীয় হলেও দক্ষিণ বেরুবাড়ির বৈকুণ্ঠপুর তেলধার গ্রামের বাসিন্দারা নিজের গ্রামের ঠিকানাটুকু ব্যবহার করতে পারেন না। পাশের ভারতীয় গ্রামের ঠিকানাই তাঁদের 'অস্তিত্বের' সম্বল। ১৯৫২ সালে ছিটমহল হস্তান্তরের সময় কোচবিহার জেলার যে কয়েকটি ছিটমহলকে জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানার অধীনে হস্তান্তর করা হয়েছিল সেই তালিকায় বৈকুণ্ঠপুর তেলধার গ্রামটির নাম ছিল না। তারপর থেকেই লাগাতার ভোগান্তি চলছে। গ্রামের জমিতে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষতচিহ্ন সবার বুকেই দগদগে ঘা সৃষ্টি করেছে।

জলপাইগুড়ির তদানীন্তন বৈকুণ্ঠপুর রাজ এস্টেটের নামের সঙ্গে গ্রামটির নামের অনেকটা মিল রয়েছে। রাজবাড়ি নিয়ে গবেষণা করা প্রাবন্ধিক উমেশ শর্মা বললেন, 'বৈকুণ্ঠপুরের রাজাদের সঙ্গে বৈকুণ্ঠপুর তেলধার গ্রামের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। দক্ষিণ বেরুবাড়ির পেটভাতাজোতের বাসিন্দা জগদেশ্বরী দেবীকে বৈকুণ্ঠপুরের রাজা যোগেন্দ্রদেব বিয়ে করেছিলেন। ওই দম্পতি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁরাই পেটভাতাজোতের বালক জগদীন্দ্রদেবকে পোষ্য নিয়েছিলেন। পরে জগদীন্দ্রদেব সিংহাসনে বসেছিলেন। যোগেন্দ্রদেব সহ আরও অনেক রাজা তেলধারের জঙ্গলে শিকারে যেতেন। রাজারা দক্ষিণ বেরুবাড়িতে অনেক জমি দেবোত্তর করেছিলেন। যদিও বৈকুণ্ঠপুর তেলধার গ্রামটি দেবোত্তর নয়। কিন্তু এত বছরের গ্রামের মানুষের জমির কাগজের উল্লেখ পূর্ব পাকিস্তানের নথিতে থাকার বিষয়টি তাজ্জবের বিষয়।'

গ্রামটির দুঃখযন্ত্রণার কথা শনিবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তারপর থেকেই সংশ্লিষ্টরা এলাকার সমস্যা সমাধানের দাবিতে আরও বেশি করে ঝাঁপিয়েছেন। দক্ষিণ বেরুবাড়ি সীমান্ত নাগরিক কমিটির সম্পাদক সারদাপ্রসাদ দাস বললেন, 'আমরা দক্ষিণ বেরুবাড়ির বড়শশী, কাজলদিঘি, চিলাহাটি ও নাওতারি দেবোত্তর গ্রামগুলির জমির নকশা জেলায় সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দিয়েছি। যাতে আমাদের মৌজার জমি ভারতীয় মৌজায় পরিণত করে জমির অধিকার প্রত্যেকের নামে করা হয়। বৈকুণ্ঠপুর তেলধারের বাসিন্দাদেরও এভাবে উদ্যোগী হওয়া উচিত।'

অসহায় বৈকুণ্ঠপুর তেলধার গ্রাম।

জেলা শাসক শামা পারভিন বললেন, 'বাসিন্দারা দক্ষিণ বেরুবাড়ির চারটি গ্রামের জমির নকশা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে জমা দিয়েছেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠপুর তেলধারের বাসিন্দারা প্রশাসনকে এখনও কিছু জানাননি। গ্রামের বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিতে বলা হয়েছে।'

বিষমদে মৃত ২

কিশনগঞ্জ, ৭ সেপ্টেম্বর : কাটিহারের দিলওয়ারপুর গ্রামে শনিবার বিষাক্ত মদ পানে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। একজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে কাটিহার সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতরা হলেন অমিত কুমার ও মহম্মদ সাদ্দাম। উভয়েই জেলার মণিহারি মহকুমার দিলওয়ারপুর গ্রামের বাসিন্দা। আর অসুস্থ ব্যক্তি হলেন বজরু হরিজন। মণিহারির ডিএসপি মনোজ কুমার ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন।

উল্লেখ্য, বিহারে মদ নিষিদ্ধ। কিন্তু এই ঘটনায় প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

নয়া জেলা শাসক

কিশনগঞ্জ, ৭ সেপ্টেম্বর : কিশনগঞ্জের নতুন জেলা শাসক হিসেবে বিশাল রাজ দায়িত্ব নিচ্ছেন। তিনি ২০১৬ সালের ব্যাচের আইএএস। বিদায়ি জেলা শাসক তুষার সিংলাকে বেগুসরাইয়ের জেলা শাসক পদে বদলি করা হয়েছে। শুক্রবার সন্ধ্যায় জেলা শাসক পদমর্যাদার ছয় আধিকারিকের বদলির নির্দেশ জারি করা হয়।

৫ কোটির সোনা

সল্টলেকের বিই ব্লকে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দিয়ে ৭ কেজি সোনা উদ্ধার করল ইডি। যার বাজারমূল্য ৫ কোটি টাকা। কোথা থেকে এল ওই সোনা, তা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

আলো বন্ধ

গত বুধবার ৪৪ লক্ষ পরিবার আলো বন্ধ রেখে আরজি করের নির্যাতিতার বিচার চেয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। সিইএসসির পরিসংখ্যান থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে।

ধৃত বিজেপি নেতা

পঞ্চায়েত প্রধানের সই ও সিল জাল করে ভুয়ো ওয়ারিশন সার্টিফিকেট বের করার অভিযোগে তন্ময় সরকার নামে এক বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে বনগাঁ থানার পুলিশ।

দেহ উদ্ধার

শনিবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে একটি ঘর থেকে এক তরুণীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। তরুণী আত্মঘাতী হয়েছেন বলে প্রাথমিক তদন্তে মনে করছে পুলিশ।

গাফিলতির অভিযোগ নাকচ আরজি করে

সন্তানের মৃত্যুর বিচার চান মা

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : আরজি কর হাসপাতালে এসে চিকিৎসার গাফিলতিতে গুরুতর আহত এক তরুণের মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে। কিন্তু সেই গাফিলতির অভিযোগ নস্যাৎ করেছেন আরজি করের জুনিয়ার ডাক্তাররা। তাঁদের বক্তব্য, ওই তরুণকে হাসপাতালে নিয়ে আসা মাত্রই সিনিয়ার চিকিৎসকরা সমস্তরকম ব্যবস্থা নেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁকে বাঁচানো যায়নি। তবে পরিবারের তরফে বিচারের দাবি করা হয়েছে। মৃত তরুণের মায়ের দাবি, জরুরি বিভাগ থেকে আউটডোরে শুধু দৌড়ে বেড়িয়েছেন তাঁরা। চোখের সামনে ছেলেকে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে দেখেছেন। তাঁর ছেলের মৃত্যুর বিচার চান তিনি।

সন্তানের মৃত্যুর বিচার চেয়ে সরব হয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, 'হাজারো অনুনয়-বিনয়ের পরও কেউ এগিয়ে আসেনি। কোনওরকম সহানুভূতি দেখানো হয়নি। আন্দোলন করুক, কিন্তু এভাবে একজনের বিচারের জন্য হাজারো মায়ের কোল খালি করাটা মেনে নেওয়া যায় না।' বিচারের দাবিতে তিনি বলেন, কিন্তু আজ আমার সন্তান চলে গেল বিনা চিকিৎসায়। ডাক্তারদের বিচার চাইছি। ওঁরা কি প্রতিশোধ নিচ্ছেন সাধারণ মানুষের ওপর?'

> হাজারো অনুনয়-বিনয়ের পরও কেউ এগিয়ে আসেনি। কোনওরকম সহানুভূতি দেখানো হয়নি। আন্দোলন করুক, কিন্তু এভাবে একজনের বিচারের জন্য হাজারো মায়ের কোল খালি করাটা মেনে নেওয়া যায় না।
>
> **মৃত তরুণের মা**

'আমার ছেলেটা চোখের সামনে তড়পে তড়পে মরেছে। শেষে হার্ট ফেল করল। এত যন্ত্রণা পেয়ে মরল, এই ডাক্তারদের বিচার কে করবে? আমিও একজন মা। আমরা কি চাই না একটা মেয়ের বিচার হোক?

এই মৃত্যুর জেরে আন্দোলনরত চিকিৎসকদের উদ্দেশে আন্দোলন চালু রেখেই কাজে ফেরার আর্জি জানিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুণাল ঘোষ। তবে জুনিয়ার ডাক্তারদের বক্তব্য, ওই তরুণকে আমরা বাঁচাতে পারিনি, এটা দুর্ভাগ্য। কিন্তু তাঁর চিকিৎসায় কোনও গাফিলতি হয়নি। তাঁকে হাসপাতালে আনা মাত্র নিয়ম মেনে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়। ড্রিপ চালু করা হয়। এক্সরে করা হয়। কিন্তু অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের জন্য তাঁকে রক্ত দেওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তাই রক্তের জন্য রিকুইজিশন দেওয়া হয়। তারপর সিটিস্ক্যানের জন্য পাঠানো হয়। সেইসময় তাঁর প্রবল শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। এরপর মৃত্যু হয় ওই তরুণের।

নমো নমো। শনিবার কলকাতার লেক কালীবাড়িতে। ছবি : আবির চৌধুরী

ঘাটালে ডায়ালিসিস যন্ত্রের উদ্বোধন ঘিরে বিতর্ক

কুণাল-দেব চাপানউতোর

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্বোধন করা ঘাটাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের নতুন ডায়ালিসিস যন্ত্রের উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে শনিবার সকাল থেকেই তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ ও ঘাটালের সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেব-এর মধ্যে সামাজিক মাধ্যমে চূড়ান্ত চাপানউতোর শুরু হয়েছে। একে অন্যের দিকে সমাজমাধ্যমে তোপ দেগেছেন। এদিন সকালেই দুটি ছবি পোস্ট করে কুণাল দাবি করেছেন, চার মাস আগে মুখ্যমন্ত্রী যে ডায়ালিসিস যন্ত্র উদ্বোধন করেছিলেন, গত ৪ সেপ্টেম্বর দেব ওই যন্ত্রটিরই উদ্বোধন করেছেন। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর নাম দেওয়া ফলক সরিয়ে দেবের নাম দেওয়া হয়েছে।

এখানেই দেবকে কটাক্ষ করে কুণাল লিখেছেন, 'একেই বলে সুপারস্টার।' এরপরই দেব সমাজমাধ্যমে খোলা চিঠি দিয়ে বলেছেন, 'তথ্য যাচাই করে মন্তব্য করতে হবে সকলকে।' কুণালও থেমে থাকেননি। 'দলের কুৎসাকারীদের সঙ্গে আদিখ্যেতা' বলে দেবকে কটাক্ষ করেছেন কুণাল। তিনি লেখেন, 'চলতি পরিস্থিতির কথা যদি বলি, আমরা সৈনিকরা বিষপান করেও

> যাঁরা দল, সরকারকে গালমন্দ করছেন, পেশা ও সৌজন্যের নামে তাঁদের সঙ্গে আদিখ্যেতা করি না।
>
> **কুণাল ঘোষ**

লড়ছি, অপ্রিয় হচ্ছি। যাঁরা দল, সরকারকে গালমন্দ করছেন, পেশা ও সৌজন্যের নামে তাঁদের সঙ্গে আদিখ্যেতা করি না।'

গত ৪ সেপ্টেম্বর ঘাটালে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ডায়ালিসিস যন্ত্রের উদ্বোধনে গিয়েছিলেন দেব। কুণাল যে ছবি পোস্ট করেছেন তাতে বোঝা যাচ্ছে, ওই ডায়ালিসিস যন্ত্রের উদ্বোধন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই ভার্চুয়ালি করেছিলেন।

> মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ সুপারস্টার বা মুখপাত্র নন। ধন্যবাদ। তোমার মাধ্যমে এই পরিষেবার কথা অনেকের কাছে পৌঁছে গেল।
>
> **দেব**

কিন্তু সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর ফলক সরিয়ে দেবের নাম দেওয়া ফলক বসানো হয়েছে। এরপরই সমাজমাধ্যমে দুটি ছবি পোস্ট করে কুণালের খোঁচা, 'এলাকার মানুষ তো অবাক। অভিনন্দন দেব।' এর কিছুক্ষণের মধ্যে সমাজমাধ্যমেই পালটা আক্রমণে নামেন দেব। তিনি লেখেন, 'আমি দিদিকে অনুরোধ করেছিলাম, ঘাটাল হাসপাতালে ডায়ালিসিস এবং সিটিস্ক্যান যন্ত্রের জন্য। সেটা দিদি মার্চ মাসে ভার্চুয়ালি ঘোষণা করেছিলেন। গত সপ্তাহে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনুরোধে আমি উদ্বোধন করেছিলাম, যাতে সাধারণ মানুষ জানতে পারেন।' কুণালকে পালটা খোঁচা দিয়ে দেবের মন্তব্য, 'মুখ্যমন্ত্রী, সাংসদ সুপারস্টার বা মুখপাত্র নন। ধন্যবাদ তোমাকে। তোমার মাধ্যমে এই পরিষেবার কথা অনেকের কাছে পৌঁছে গেল। তবে শেষে একটাই কথা বলব, আমরা যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, তাতে তথ্য যাচাই না করে সামাজিক মাধ্যমে মন্তব্য না করাই ভালো।'

কুণাল অবশ্য পালটা কটাক্ষ করে লিখেছেন, 'আমরা শ্রমজীবী সৈনিকরা বিষপান করে লড়াই করে অপ্রিয় হচ্ছি। তুমি চৈতন্যদেব সাজছ। ভগবান সব দুমুখো সুবিধাবাদীদের মুখোশ খুলে দিক।'

বঙ্গ বিজেপির ৩ কর্তাই ৩৫৬ ধারার পক্ষে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে, এমনকি পুজোর সময়েও আরজি কর ইস্যুতে আন্দোলনের রেশ উচ্চগ্রামেই বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি। দলের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন জারি রাখতে বদ্ধপরিকর গেরুয়া শিবির। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সায় না থাকলেও রাজ্যে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর লাগাতার চাপ সৃষ্টির কাজও চালিয়ে যাবেন বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব। এই দাবির ব্যাপারে এখন বঙ্গ বিজেপির তিন শীর্ষ নেতা রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষের এক সুর। শুভেন্দু ও সুকান্ত আগেই এই দাবি করেছেন। শনিবার দিলীপও এই দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। দিলীপ বলেন, 'আমাদের সঙ্গে রাজ্যবাসী মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করলেও উনি কোনওদিনই পদত্যাগ করবেন না। ওঁর আসল চেহারাটা কী, তা মানুষের কাছে বেরিয়ে পড়েছে। স্বৈরতন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী চাপের মুখে পড়লেও নির্লজ্জের মতো গদি আঁকড়ে বসে আছেন। তাঁর বিরুদ্ধে আন্দোলন যত জোরদার হোক না কেন, পদত্যাগ কিছুতেই করবেন না মুখ্যমন্ত্রী।'

দিলীপ বলেন, 'আমরা রাজ্যবাসীকে সঙ্গে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি করে গেলেও নির্লজ্জ মুখ্যমন্ত্রী দাবি মেনে সরে আসবেন না। তাঁকে সরাতে কেন্দ্রীয় সরকারকেই এরাজ্যে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করতে হবে। তা না হলে উপায় নেই। ৩৫৬ ধারা জারি করলে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দল শহিদ তকমা পেয়ে আগামী নির্বাচনে ফায়দা তুলবে বলে যে প্রচার করা হচ্ছে, তা আদৌ ধোপে টিকবে না। বাংলার মানুষ তৃণমূলের রাজত্ব থেকে মুক্তি পেতে চাইছে।'

দিলীপ জানান, পুজোর আগে তাঁদের এই আন্দোলন যেমন চলছে, তা আরও জোরদারভাবেই চালানো হবে। পুজোর সময় বাঙালি আবেগের কথা মাথায় রেখে আন্দোলের গতি-প্রকৃতি কিছুটা বদল করা হলেও দাবি চলবেই। পুজোর সময় আন্দোলন কীভাবে চলবে তার রূপরেখা ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ধর্না ও আন্দোলন যেমন চলছে তেমনই চলবে। ১৭ সেপ্টেম্বর আবার বৈঠকে বসে দল তার পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করবে। পুজোর সময়ও রাস্তাতেই থাকবেন তাঁরা। কিছু বদল ওই সময় হলেও আন্দোলন থেকে সরবেন না তাঁরা।

আত্মঘাতী ছাত্রীর মোবাইল চ্যাট দেখে তদন্ত

শান্তিনিকেতন, ৭ সেপ্টেম্বর : বিশ্বভারতীর আত্মঘাতী ছাত্রীর মোবাইল চ্যাটে কোনও একজনের তরফে ব্ল্যাকমেল করার তথ্য হাতে এসেছে পুলিশের। সেই সূত্র ধরেই তদন্ত শুরু করেছে তারা। টেকনিকাল বিশেষজ্ঞরা মোবাইলটি খতিয়ে দেখছেন বলে জানিয়েছেন বীরভূম জেলা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (বোলপুর) রানা মুখোপাধ্যায়। দুর্গাপুর থেকে চার সদস্যের ফরেন্সিক দল বিশ্বভারতীর হস্টেলে এসে সংগ্রহ করেছে নমুনা। মৃতা ছাত্রীর পরিবারের তরফে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সব মিলিয়ে শান্তিনিকেতনের আম্রপালি হস্টেলে ভিনরাজ্যের ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় জল্পনা, ধোঁয়াশা আরও গাঢ় হয়েছে।

শিশুকে ধর্ষণ

বর্ধমান, ৭ সেপ্টেম্বর : ভুট্টা খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে সাড়ে চার বছরের এক শিশুকন্যাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায়। শিশুটির রক্তক্ষরণ বন্ধ না হওয়ায় তার চিকিৎসা চলছে। তার শারীরিক অবস্থা সংকটজনক বলে পরিবারের দাবি। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে অভিযুক্তকে ধরতে ড্রোন ওড়ায়। শেষমেশ আত্মগোপন করে থাকা অভিযুক্তকে পুলিশ শুক্রবার রাতে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। ধৃতকে শনিবার কাটোয়া মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ছয়দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

রিপোর্ট তলব

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : ২০১০ সালে বাম আমলে প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের জন্য আবেদন করেছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার ২০০ জন চাকরিপ্রার্থী। ২০১১ সালে তাঁদের লিখিত পরীক্ষা পরে বাতিল হয়ে যায়। ২০১৪ সালের মার্চ মাসে আবার লিখিত পরীক্ষা ও নভেম্বর মাসে ইন্টারভিউয়ে অংশ নেন তাঁরা। এই চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, তাঁদের থেকে কম নম্বর পেয়ে চাকরি করছেন অনেকে। অথচ তাঁদের মেধাতালিকায় স্থান হয়নি। কলকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী আশিস কুমার চৌধুরী মূল মামলায় এই চাকরিপ্রার্থীদের যুক্ত করার আবেদন জানান। বিচারপতি অমৃতা সিনহা এ ব্যাপারে পর্ষদের কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়েছেন।

শ্লীলতাহানি

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ড নিয়ে যখন কলকাতা সহ গোটা রাজ্য উত্তাল, তখন হুগলির হরিপালে ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলিতে দুই ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘিরে তুমুল উত্তেজনা ছড়ায়। হরিপালের ঘটনায় থানায় বিক্ষোভ দেখায় এসএফআই এবং ডিওয়াইএফআই। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় ও অভিযোগ দায়ের করে। কুলতলির ঘটনায় দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে।

গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে তৈরি বিশেষ লাড্ডু। ভবানীপুরের একটি দোকানে।

কয়েকজন মেয়রকে সরাতে পারে তৃণমূল

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : গত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যে তৃণমূল ২৯টি আসনে জয়লাভ করলেও শহরাঞ্চলে দলের ফল অত্যন্ত খারাপ হয়েছিল। খাস কলকাতা পুরসভার ১৪৩টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৭৩টিতে পিছিয়ে ছিল শাসকদল। ২১ জুলাইয়ের জনসভা থেকে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, যে এলাকায় দলের ফল খারাপ হয়েছে, সেখানকার জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক কর্তাদের তিনমাসের মধ্যে সরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু প্রায় তিনমাস হতে চললেও সেই কথার প্রতিফলন দেখা যায়নি। এরই মধ্যে 'শারীরিক কারণে' অভিষেক কয়েকদিন নিষ্ক্রিয় ছিলেন। গত সপ্তাহেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে নিভৃতে বৈঠক করেন অভিষেক। তখনই মনে করা হয়েছিল, দলে বড় ধরনের রদবদল হতে চলেছে। সোমবার নবান্ন সভাঘরে প্রশাসনিক বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই বৈঠকেই মুখ্যমন্ত্রী এই রদবদলের ঘোষণা করতে পারেন।

শুধু কলকাতা পুরসভা এলাকা নয়, চন্দননগর, দুর্গাপুর, আসানসোল, শিলিগুড়ি ও বিধাননগর পুরসভা এলাকাতেও তৃণমূলের ফল চূড়ান্ত খারাপ হয়েছে। রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু তাঁর নিজের কেন্দ্র বিধাননগরে পিছিয়ে রয়েছেন। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব শিলিগুড়ি পুরসভা এলাকা তো বটেই, তাঁর বিধানসভা কেন্দ্র ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতেও অনেক পিছিয়ে। রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক। কিন্তু আসানসোল পুরসভা এলাকায় তৃণমূল পিছিয়ে আছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার দুর্গাপুর থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু দুর্গাপুর পুর এলাকাতেও তৃণমূল অনেকটা পিছিয়ে আছে। রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী তাঁদের বিধানসভা এলাকায় দলকে মার্জিন দিতে পারেননি। মূলত জনসংযোগের অভাবে শহরাঞ্চলে শাসকদল পিছিয়ে পড়েছে বলে মনে করছে দলের শীর্ষনেতাদের একাংশ।

দলের একাংশে ক্ষোভ তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করে শীর্ষনেতারা এখনই বদল আনতে রাজি হচ্ছিলেন না। কিন্তু অভিষেক মনে করেছেন, দ্রুত বদল আনা না হলে শহরাঞ্চলে দলের ফল আগামী দিনে ভালো হবে না। ২০২৬ সালে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে শহরাঞ্চলের ওই সব এলাকায় নতুন মুখ আনতে চাইছেন ঘাসফুল শিবিরের শীর্ষ নেতৃত্ব।

ভলান্টিয়ারদের পাঠ

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : বারবার অভিযোগ উঠছে সিভিক ভলান্টিয়ারদের বিরুদ্ধে। আরজি কর কাণ্ডে ধৃত সঞ্জয় রায়ও ছিল সিভিক ভলান্টিয়ার। চিন্তিত নবান্ন সেই কারণে সিভিক ভলান্টিয়ারদের ৪৫ দিনের আইনের পাঠ দিতে চাইছে।

জানুয়ারি থেকে এই আইনের পাঠ দেওয়া শুরু হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে কলকাতার পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে (পিটিএস) ওই প্রশিক্ষণ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নবান্ন মনে করছে, বহু ক্ষেত্রে সিভিক ভলান্টিয়াররা ভালো কাজ করলেও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না থাকায় অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা আইনবিরুদ্ধ কাজ করেন। তার ওপর সঞ্জয় রায়ের কারণে মুখ পুড়েছে রাজ্য সরকারের। তাই এবার সিভিক ভলান্টিয়ারদের আইনের পাঠ দেওয়ার এই সিদ্ধান্ত।

প্রতিবাদী ডাক্তারকে বয়কট রামপুরহাটে

আশিস মণ্ডল

রামপুরহাট, ৭ সেপ্টেম্বর : নিজের প্রেসক্রিপশনে 'আরজি কর কাণ্ডের বিচার চাই' স্ট্যাম্প দিয়ে প্রতিবাদ করায় আইএমএ'র রোষানলে পড়লেন রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন চিকিৎসক দেবব্রত দাস। অভিযোগের তির মেডিকেলের আরেক প্রাক্তন চিকিৎসক আবু নাসিমের বিরুদ্ধে। যদিও হেনস্তার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন আবু। এদিকে, আইএমএ ডাঃ দাসকে কার্যত বয়কট করায় রামপুরহাট শহরের নার্সিংহোমগুলি তাঁর অধীনে চিকিৎসারত রোগীদের ভর্তি নিচ্ছে না। ফলে সমস্যায় পড়েছেন রোগী ও তাঁদের পরিজন।

ডাঃ দাসের অভিযোগ, স্ট্যাম্প দিয়ে এবং ধারাবাহিক প্রতিবাদ করায় আরেক চিকিৎসক আবু নাসিম তাঁকে হেনস্তা করেন। এমনকি ওই চিকিৎসক তাঁকে মারতেও উদ্যত হন। এখানেই শেষ নয়, রামপুরহাট এলাকার ১৩টি নার্সিংহোমের মালিকদের সঙ্গে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করান দেবব্রতকে ক্ষমা চাইতে হবে। নচেৎ তাঁর কোনও রোগীকে রামপুরহাটের কোনও নার্সিংহোমে ভর্তি নেওয়া যাবে না।

ডাঃ দাসের কথায়, 'দিনকয়েক আগে একটি নার্সিংহোমের এক ঘরে ডাঃ নাসিম আরজি করের আন্দোলন প্রসঙ্গ টেনে ২২ বছর আগে ঘটে যাওয়া বিলকিস বানুর ধর্ষণ প্রসঙ্গ তুলে আনেন। তখন ওই চিকিৎসককে বলেছিলাম, আরজি করের সঙ্গে বিলকিস বানুর ঘটনা টেনে আনা অপ্রাসঙ্গিক। দুটি ঘটনার তুলনা বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে করা হয়েছে। একথা বলার পর ডাঃ নাসিম আইএমএ রামপুরহাট শাখার কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। আমি নাকি তাঁকে সাম্প্রদায়িক

অভিযোগ

- প্রেসক্রিপশনে 'আরজি কর কাণ্ডে বিচার চাই' স্ট্যাম্প লিখে প্রতিবাদ
- রোষানলে পড়লেন রামপুরহাট গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রাক্তন চিকিৎসক দেবব্রত দাস
- তাঁকে কার্যত বয়কট করায় রামপুরহাট শহরের নার্সিংহোমগুলি তাঁর অধীনে চিকিৎসারত রোগীদের ভর্তি নিচ্ছে না
- ফলে সমস্যায় পড়েছেন রোগী ও তাঁদের পরিজন
- অভিযোগের তির মেডিকেলের আরেক প্রাক্তন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে

মনোভাবাপন্ন বলেছি।'

ডাঃ দাস আরও বলেন, ''আরজি কর নিয়ে আইএমএ'র রামপুরহাট শাখাকে আমি কোনও আন্দোলন করতে দেখিনি। অথচ আমরা দুই চিকিৎসক ঘরের মধ্যে কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি তাতে 'নাক গলানোর' অধিকার আইএমএ'র নেই।'' তিনি জানান, আইএমএ'র সভাপতি তৃণমূলের একজন বিধায়ক এবং নিজে নার্সিংহোম মালিক। ফলে সব নার্সিংহোম মালিককে মৌখিক নির্দেশ দেওয়া হয় যে, ডাঃ দাসের কোনও রোগীর অপারেশন করা যাবে না। এমনকি এক আদিবাসী মহিলার স্বাস্থ্যসাথী কার্ড থাকা সত্ত্বেও তাঁকে ভর্তি নেওয়া হয়নি বলে আরেক নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে অভিযোগ। যদিও সেই নার্সিংহোমে দাবি, তারা রোগীকে ভর্তি নেবে না বলেনি। ওই রোগী ভর্তি না হয়ে কাগজপত্র নিয়ে চলে যান। তারপর আর আসেননি। ডাঃ দাস পুরো বিষয়টি আইএমএ'র রাজ্য স্তরে, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং জেলা শাসকের কাছে লিখিতভাবে জানিয়েছেন।

যদিও অভিযুক্ত ডাঃ নাসিমের দাবি, 'আমাকে তিনি সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বলে কটাক্ষ করেন। তাই আমি আইএমএ'কে জানিয়েছিলাম। সেইমতো আইএমএ তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যাননি। এমনকি নার্সিংহোমের মালিকদের ডাকেও তিনি সাড়া দেননি। ফলে আমি সিদ্ধান্ত নিই তাঁকে আমার নার্সিংহোমে ঢুকতে দেব না। এমনকি আরও একটি নার্সিংহোম তাঁর রোগী ভর্তি নেয়নি। নার্সিংহোম ব্যক্তি মালিকানাধীন। ফলে তারা কেন ভর্তি নিচ্ছে না সেটা তাদের ব্যাপার।'

এ ব্যাপারে জানতে আইএমএ'র সেই সভাপতি তথা হাঁসন কেন্দ্রের বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায়কে বারবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। এমনকি মেসেজের উত্তরও দেননি।

জুনিয়ার ডাক্তারদের কর্মসূচি

জনতার রায় নিতে আজ রাস্তায় 'আদালত'

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : আরজি করের ঘটনার বিচার চেয়ে, প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তির দাবিতে শনিবার রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ চেয়ে রাজভবন অভিযান করেন চিকিৎসকরা। মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের আহ্বানে মিছিলে পা মেলান বিভিন্ন হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। তবে রাজ্যপাল না থাকায় তাঁর হাতে স্মারকলিপি দিতে পারেননি চিকিৎসকরা। পরিবর্তে তাঁর দপ্তরে স্মারকলিপি জমা দেন। আগে থেকে সময় নেওয়া থাকলেও রাজ্যপাল না থাকায় ডাক্তাররা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন।

এদিনই টালা থানার 'অসুস্থ ওসি'কে দেখতে যাওয়ার জন্য একটি অভিনব মিছিল বের হয়। সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে ডাকতে পারে খবরটা শুনেই তিনি বুধবার অসুস্থ বোধ করেন। তবে বেশ কয়েকটি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে গেলেও সব জায়গাতেই তাঁকে 'সুস্থ' তকমা দিয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর তিনি দক্ষিণ কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হন। এক্সাইড মোড় থেকে ওই মিছিল ভবানীপুরের ওই বেসরকারি হাসপাতাল পর্যন্ত যায়। এদিন শ্যামবাজারে রং-তুলির মাধ্যমে রাস্তায় ছবি এঁকে প্রতিবাদ করা হয়। সোমবার আরজি কর মামলার শুনানি সুপ্রিম কোর্টে। তার আগে রবিবার জনতার রায় নিতে রাস্তায় আদালত বসাচ্ছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। সকাল ১০টা থেকে জেলায় জেলায় 'অভয়া ক্লিনিক'-এর পাশাপাশি ওই আদালতে সাধারণ মানুষের মতামত নেওয়া হবে। পুলিশ ও সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করা হবে।

আরজি করের ঘটনার ২৯তম দিনেও ওই ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত তা জানা যায়নি। তাই রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ দাবি করে এদিন মিছিলে শামিল হন চিকিৎসক থেকে নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা। দুপুর ৩টে নাগাদ আরজি কর হাসপাতালের সামনে থেকে বের হয় প্রতিবাদ মিছিল। মিছিলে যোগদানকারী ডাক্তারদের বক্তব্য, তদন্তে নেমে সিবিআই তেমন অগ্রগতি দেখাতে পারেনি। দোষীদের খুঁজে বের করতে ও শাস্তি দিতে তাঁরা রাজ্যপালের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেন।

প্রতিবাদ মিছিলে স্বাস্থ্যকর্মীরা। শনিবার কলকাতায়। -পিটিআই

গণেশ চতুর্থীতে অন্ধেরিচা রাজার আরাধনায় ব্যস্ত ভক্তকুল। শনিবার মুম্বইয়ে। - পিটিআই

ভয় উড়িয়ে বেঁচে থাকার গান গাজায়

গাজা, ৭ সেপ্টেম্বর : হাতে সরোদের মতো একটি বাদ্যযন্ত্র। আরব ও আফ্রিকায় যা 'ওউদ' বলে পরিচিত। যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় ধ্বংসস্তূপের ওপর বসে সেই ওউদের তারে আঙুল বুলিয়ে আপন মনে গান গাইছে এক কিশোর। ইতিউতি কিছু শিশুকেও দেখা যাচ্ছে, যারা হাসিমুখে সেই গান শুনছে। গানওয়ালা কিশোরের নাম ইউসুফ সাদ। চোখেমুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই। ভিডিওটা ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে সমাজমাধ্যমে।

গাজা সিটি থেকে সামান্য দূরে জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে বোমাবর্ষণের আতঙ্ক প্রতিদিনের সঙ্গী। গাজার জনজীবন যখন বিধ্বস্ত, তখনও দম ফেলার সময় নেই কিশোর ইউসুফের। প্রিয় ওউদ কাঁধে ঝুলিয়ে সাইকেলে চেপে এক পল্লি থেকে আর এক পল্লিতে ছুটে চলেছে সে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের মধ্যেও এখনও বেঁচেবর্তে থাকা শিশুদের গান শুনিয়ে আনন্দ দিতে। ইউসুফের গান তাদের জন্য একটু শান্তির ছোঁয়া। কিছুটা আনন্দ এনে দেওয়ার চেষ্টা।

জাবালিয়ার ধ্বংসস্তূপের ওপর বসে ইউসুফ বলল, 'আমার এই শহর এক সময় স্বপ্নের মতো সুন্দর ছিল।

সবার মুখে হাসি ছিল, মনে আনন্দ ছিল। এখন আর কিছুই নেই।'

ইউসুফের সংগীতশিক্ষা গাজা শহরের এডওয়ার্ড সাঈদ জাতীয় সংগীত শিক্ষালয়ে। কিন্তু যুদ্ধ সেই প্রতিষ্ঠানকেও আজ মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে। নিজের বাড়িঘর হারিয়ে এখন আত্মীয়দের সঙ্গে থাকে ইউসুফ। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে একজন সে, যার নিজের ভবিষ্যৎই যুদ্ধের আগুনে পুড়ে ছাই।

প্যালেস্তাইনের সরকারি কর্মী ছিলেন ইউসুফের বাবা। সংগীতপ্রেমী মানুষটি চেয়েছিলেন ইউসুফ গানবাজনা করুক। ইউসুফ সেই কাজটিই করছে, তবে একটু অন্যভাবে। সে এখন প্রতিদিন জাবালিয়ার ত্রাণশিবিরগুলিতে গিয়ে যুদ্ধপীড়িত শিশুদের ওউদ বাজিয়ে গান শোনায়। ইউসুফ বলছিল, 'এই শিশুদের প্রত্যেকের এক একটি বড় ট্র্যাজেডি আছে। কেউ মাকে হারিয়েছে, কেউ বাবাকে, কেউবা পড়শি বা বন্ধুকে।'

ইউসুফ জানে, খোলা আকাশের নীচে তার অবাধ যাতায়াত বিরাট ঝুঁকির। তবু সে থামতে রাজি নয়। তার গলায় জেদ, 'শিশুদের মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সহায়তা করার চেষ্টা করছি। তার জন্য ঝুঁকি নিতে হলে হবে, প্রাণ গেলে যাবে। কিন্তু এই অনাথ শিশুদের পাশে থাকাই আমার কর্তব্য।'

অনাথ প্রশ্ন শুনে অমল হাসি, কিন্তু গলায় আগুনের তেজ। বলল, 'আমরা, প্যালেস্তিনীয় শিশুরা দাঁতে দাঁত চেপে টিকে থাকতে শিখেছি, চরম সংকটের মধ্যেও। আমাদের কাছে জীবন মানে স্বাধীনতা।' তারপর প্রায় নিজের মনেই বিড়বিড় করল, 'যদি বাঁচো, তবে স্বাধীনভাবে বাঁচো, আর যদি মরো তবে গাছের মতো দাঁড়িয়ে মরো।'

'প্রতারক' ভিনেশকে তোপ ব্রিজভূষণের

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : কংগ্রেসে যোগদান এবং হরিয়ানা বিধানসভা ভোটে প্রার্থী হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কুস্তিগির ভিনেশ ফোগটকে নিশানা করল বিজেপি। দলের প্রভাবশালী নেতা তথা জাতীয় কুস্তি ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিং জানিয়েছেন, 'আমার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগে কুস্তিগিরদের প্রতিবাদ আদতে কংগ্রেসেরই ষড়যন্ত্র ছিল। আমি বিক্ষোভের প্রথম দিন থেকে বলছিলাম, এটা কুস্তিগিরদের প্রতিবাদ নয়। এর নেপথ্যে কংগ্রেস বিশেষ করে হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভূপিন্দর সিং হুডা, তাঁর ছেলে দীপেন্দর সিং হুডা, প্রিয়াংকা এবং রাহুল গান্ধি ছিলেন। এখন আমার কথা সত্যি বলে প্রমাণিত হল।'

প্যারিস অলিম্পিকের ফাইনাল থেকে ভিনেশের ছিটকে যাওয়াকে ভগবানের দেওয়া শাস্তি বলেও জানিয়েছেন ব্রিজভূষণ। তিনি বলেন, 'উনি প্রতারণা করে অলিম্পিকে গিয়েছিলেন। একই দিনে দু-রকম ওজনের ক্যাটিগোরির ট্রায়ালে যোগ দিয়েছিলেন উনি। পাঁচঘণ্টা ট্রায়াল আটকে রেখেছিলেন। ৫৩ কেজি ক্যাটিগোরিতে হারার পরই ৫০ কেজির ক্যাটিগোরিতে লড়াই করেছিলেন উনি।' ব্রিজভূষণের তোপ, 'ভিনেশের অলিম্পিকে যাওয়ারই যোগ্যতা ছিল না। যাঁর কাছে ট্রায়ালে হেরেছিলেন, তাঁর জায়গা দখল করে অলিম্পিকে গিয়েছিলেন উনি। ভগবান এর শাস্তি দিয়েছে।'

ভিনেশের রাজনীতিতে যোগদান করা নিয়ে ব্রিজভূষণ বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ এবং ষড়যন্ত্র হয়েছিল, তাতে কংগ্রেস জড়িত ছিল। ভূপিন্দর সিং হুডা তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আমি হরিয়ানার মানুষকে বলতে চাই, ভূপিন্দর সিং হুডা, দীপেন্দর সিং হুডা, ভিনেশ ফোগট, বজরং পুনিয়ারা মেয়েদের সম্মানে মোটেই বিক্ষোভ দেখাননি। ওই বিক্ষোভের কারণে এখন হরিয়ানার মেয়েদের লজ্জায় পড়তে হচ্ছে। এর জন্য দায়ী কংগ্রেস এবং বিক্ষোভকারীরা। রাজনৈতিক কারণে মহিলা কুস্তিগিরদের সম্মানে আঘাত করা হয়েছে। পুরো চিত্রনাট্যই লিখেছে কংগ্রেস।'

ব্রিজভূষণের এই আক্রমণের জবাব দিয়েছেন কুস্তিগির বজরং পুনিয়া। শুক্রবার ভিনেশের পাশাপাশি তিনিও কংগ্রেসে যোগ দেন। তাঁকে কিষান কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী চেয়ারপার্সন করা হয়েছে। তাঁকে বিধানসভায় প্রার্থী করা না হলেও রাজ্যসভার সাংসদ করা হতে পারে সূত্রের খবর। বজরং এদিন বলেন, 'ব্রিজভূষণের কথাবার্তা থেকে দেশের প্রতি ওঁর মানসিকতা কী, সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। ভিনেশ পদক জিতলে ১৪০ কোটি দেশবাসী পদক জিতত। কিন্তু ভিনেশের হারে উনি খুশি হয়েছেন। ভিনেশ যেভাবে হেরেছেন, তাতে গোটা দেশ দুঃখ পেয়েছিল। কিন্তু বিজেপির আইটি সেল ওঁকে বিদ্রুপ করে লাগাতার প্রচার চালিয়েছে।' বিজেপি ব্রিজভূষণকে আড়াল করছে বলেও অভিযোগ করেছেন পুনিয়া।

> আমার বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার অভিযোগে কুস্তিগিরদের প্রতিবাদ আদতে কংগ্রেসেরই ষড়যন্ত্র ছিল। পুরো চিত্রনাট্যই লিখেছে কংগ্রেস।
>
> ব্রিজভূষণ শরণ সিং

> ব্রিজভূষণের কথাবার্তা থেকে দেশের প্রতি ওঁর মানসিকতা কী, সেটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। ভিনেশ পদক জিতলে ১৪০ কোটি দেশবাসী পদক জিতত। কিন্তু ভিনেশের হারে উনি খুশি হয়েছেন।
>
> বজরং পুনিয়া

ভিনেশ ও পুনিয়া শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগ দেন। আসন্ন হরিয়ানা বিধানসভা ভোটে জুলানা আসনে ভিনেশকে প্রার্থীও করা হয়েছে। কংগ্রেসকে দুঃসময়ের সঙ্গী বলেও আখ্যা দিয়েছিলেন তিনি।

মণিপুরে গোষ্ঠী সংঘর্ষে হত ৫ বন্দুকবাজ

ইম্ফল, ৭ সেপ্টেম্বর : ফের অগ্নিগর্ভ মণিপুর। শনিবার ভোরে জিরিবাম জেলায় হওয়া সংঘর্ষে কমপক্ষে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে ৫ জন বন্দুকবাজ। ঘটনার জেরে একাধিক এলাকায় হামলা-পালটা হামলা চলছে দিনভর। এলাকায় মোতায়েন হয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। মণিপুর পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে, এদিন ভোরে জিরিবাম জেলাসদর থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে একটি প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দা এক ব্যক্তিকে ঘরের মধ্যে ঢুকে গুলি করে মারে বন্দুকবাজরা। এরপরই বিভিন্ন এলাকা থেকে কুকি-জো ও মেইতেই সম্প্রদায়ের মধ্যে গুলি বিনিময়ের খবর আসতে থাকে।

দু'পক্ষের সংঘর্ষে কমপক্ষে ৫ বন্দুকবাজের মৃত্যু হয়েছে। সূত্রটির দাবি, নিহতদের মধ্যে কুকি, মেইতেই দুই সম্প্রদায়ের সদস্যরা রয়েছেন। শুক্রবার সন্দেহভাজন জঙ্গিদের রকেট হামলায় একজনের মৃত্যু হয়েছিল। আহত হন ৫ জন। চলতি সপ্তাহের শুরু থেকে পশ্চিম

নিহত ১ গ্রামবাসী

ইম্ফল জেলায় একটি বাড়ির ওপর ড্রোন থেকে বোমা ফেলা হয়েছিল। ঘটনায় এক মহিলা সহ ৩ জন আহত হন। একের পর এক হামলার জেরে মণিপুরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নিরাপত্তা বাহিনীগুলিকে চূড়ান্ত সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সংঘর্ষ পার্বত্য এলাকার গণ্ডি টপকে উপত্যকার দিকে প্রসারিত হচ্ছে। বিশেষ করে চূড়াচাঁদপুর সীমান্তবর্তী বিষ্ণুপুর এবং কাঙ্গোপোকপি সংলগ্ন পশ্চিম ইম্ফলের পরিস্থিতি জটিলতর হয়েছে। সংঘর্ষের জেরে মইরাং সহ বিষ্ণুপুর জেলার একাংশে দোকানপাট ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে রয়েছে।

হাথরসে দুর্ঘটনা মৃত ১৭

লখনউ, ৭ সেপ্টেম্বর : ফের খবরের শিরোনামে উত্তরপ্রদেশের হাথরস। শুক্রবার বিকালে আগ্রা-আলিগড় ৯৩ নম্বর জাতীয় সড়কের ওপর এক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে চার মহিলা ও চার শিশু সহ মোট ১৭ জনের। জখম ১৬ জন। শনিবার এ খবর দেন হাথরসের জেলা শাসক আশিস কুমার।

পুলিশ সুপার নিপুণ আগরওয়াল জানান, জেলা সদর থেকে ১০ কিমি দূরে কানোয়ারপুর গ্রামের কাছে দুর্ঘটনা ঘটে। একটি লাক্সারি বাস পিছন থেকে এসে একটি টেম্পো ভ্যানে জোরে ধাক্কা মারলে শুক্রবারই ১৫ জনের মৃত্যু হয়। শনিবার সকালে মৃত্যু হয় আরও দুই শিশুর। দুর্ঘটনায় পড়া ভ্যানযাত্রীরা হাথরসে একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার অনুষ্ঠান সেরে আগ্রায় ফিরছিলেন।

মৃতদের পরিবারবর্গের উদ্দেশে শোকবার্তা পাঠিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। পাশাপাশি মৃতদের প্রত্যেকের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা এবং গুরুতর আহতদের ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদানের ঘোষণা পৃথকভাবে করেন মোদি ও যোগী।

ফের শিরোনামে বদলাপুর

জন্মদিনের পার্টিতে মাদক খাইয়ে ধর্ষণ

বদলাপুর, ৭ সেপ্টেম্বর : স্কুলের শৌচালয়ে দুই শিশুকে নিগ্রহের অভিযোগে দিনকয়েক আগেই উত্তাল হয়েছিল মহারাষ্ট্রের বদলাপুর। জনতার বিক্ষোভ সামাল দিতে হিমসিম খেতে হয় পুলিশকে। এবার ধর্ষণের অভিযোগকে কেন্দ্র করে ফের খবরের শিরোনামে সেই বদলাপুর।

পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার রাতে শিরগাঁও এলাকায় একটি আবাসনের ফ্ল্যাটে ভূমিকা মেশরাম (২০) নামে এক বান্ধবীর জন্মদিনের পার্টি চলছিল। ধর্ষিতা তরুণী সেই পার্টিতে আমন্ত্রিত ছিলেন। সেখানে ভূমিকা ছাড়াও শিবম রাজে (২৩) এবং সন্তোষ রূপভাতে (৪০) নামে আরও দুই তরুণ ছিল। শিবম ধর্ষিতার পূর্বপরিচিত। পার্টিতে মদের সঙ্গে মাদক মিশিয়ে তরুণীকে নেশাগ্রস্ত করা হয়। তারপর শিবম ও সন্তোষের মধ্যে একজন ২২ বছরের তরুণীকে ধর্ষণ করে বলে মনে করা হচ্ছে। হাসপাতালের রিপোর্টে ধর্ষণের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। ভূমিকা, শিবম ও রূপভাতেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পরিবারের তরফে ৩ জনের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। বদলাপুর থানার এক আধিকারিক বলেন, 'আমরা বিএনএস আইনে ধর্ষণের মামলা দায়ের করেছি। ৩ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছি। আমরা এখনও প্রতিটি অভিযুক্তের ভূমিকা খতিয়ে দেখছি। তদন্ত চলছে।'

বদলাপুর ছাড়াও দেশের একাধিক জায়গা থেকে নিগ্রহ-নির্যাতনের খবর এসেছে। বাড়ির মধ্যে দিনের পর দিন যৌননিগ্রহ চালিয়েছে ভাইপো। ঘটনার কথা স্বামীকে জানিয়েছিলেন নির্যাতিতা। স্ত্রীকে রক্ষা করা দূরের কথা, তাঁকে প্রকাশ্য রাস্তায় মাথা মুড়িয়ে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে স্বামী ও আত্মীয়দের বিরুদ্ধে। ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর মহিলার স্বামী সহ ৬ জন গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। উত্তরপ্রদেশের কনৌজ এলাকার ঘটনা।

এদিকে মহারাষ্ট্রের পুনেতে এক বেসরকারি স্কুলের ছাত্রীদের হেনস্তার অভিযোগে একজন শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ওই শিক্ষক পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির অন্তত ১৯ জন ছাত্রীকে হেনস্তা করেছে বলে অভিযোগ। দিল্লির একটি স্কুলের সপ্তম শ্রেণির এক পড়ুয়াকে যৌননিগ্রহের অভিযোগ উঠেছে সেখানকার শিক্ষকের বিরুদ্ধে। ওই শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের আত্মরক্ষার শিক্ষা দিতেন। রক্ষকই ভক্ষক হিসাবে চিহ্নিত হওয়ায় উদ্বিগ্ন অভিভাবকরা।

কার্গিলের দায় স্বীকার পাক সেনাপ্রধানের

ইসলামাবাদ, ৭ সেপ্টেম্বর : ১৯৯৯-এ জঙ্গিদের ভেক ধরে কার্গিলে ঘাঁটি গেড়েছিল পাকিস্তানি সেনা। শুরু থেকে এমনটাই দাবি করছে ভারত। যদিও পাকিস্তান সরকারের তরফে কার্গিলে অনুপ্রবেশকারীদের এতদিন 'মুজাহিদ' বলে চিহ্নিত করা হত। এবার নিজেদের সেই দাবি নস্যাৎ করে দিলেন খোদ পাক সেনাপ্রধান জেনারেল আসিম মুনির। রাওয়ালপিন্ডির সেনা সদরদপ্তরে এক অনুষ্ঠানে তিনি স্বীকার করেছেন, ২৫ বছর আগে কার্গিলে পাক সেনার একাংশ অনুপ্রবেশ চালিয়েছিল। তবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পালটা হামলায় তারা পিছু হটতে বাধ্য হয়।

জেনারেল মুনির বলেন, '১৯৪৮, ১৯৬৫, ১৯৭১, সিয়াচেন এবং কার্গিল যুদ্ধে আমাদের হাজার হাজার সদস্য প্রাণ দিয়েছেন।' পাক সেনাপ্রধানের বক্তব্য নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে গুঞ্জন শুরু হয়েছে। কার্গিল যুদ্ধে নিহত বহু অনুপ্রবেশকারীর কাছ থেকে পাক সেনার পরিচয়পত্র উদ্ধার হয়েছিল। তার ভিত্তিতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে নিহত জওয়ান ও আধিকারিকদের দেহ ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য ভারতের তরফে বার্তা দেওয়া হয়। সেইসময় কার্গিল কাণ্ডের দায় এড়াতে দেহগুলি গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিল পাক সেনা। দেহগুলি তাদের সদস্যদের নয় বলে বাহিনীর তরফে জানানো হয়েছিল। সেনাপ্রধানের বিবৃতির পর ঘরে-বাইরে অস্বস্তিতে পড়েছে পাকসেনা।

তিনতলা বাড়ি ভেঙে মৃত ৪

লখনউ, ৭ সেপ্টেম্বর : একটি তিনতলা বাড়ি ভেঙে পড়ে মৃত্যু হল অন্তত ৪ জনের। আহত হয়েছেন অনেকে। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে লখনউয়ের ট্রান্সপোর্ট নগরে। ধ্বংসস্তূপের তলা থেকে উদ্ধারকারীরা এখনও পর্যন্ত ২৮ জনকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছেন। তবে এখনও আরও অনেকে আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। যে তিনতলা বাড়িটি ভেঙে পড়েছে তার কাছে একটি ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। সেটিও ভগ্নস্তূপের নীচে চাপা পড়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ, দমকল এবং অ্যাম্বুল্যান্স। এনডিআরএফ এবং এসডিআরএফের একাধিক দল উদ্ধারকাজে নেমেছে। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ঘটনার দিকে নজর রাখছেন।

বাংলাদেশে জাতীয় সংগীত বদলাচ্ছে না অন্তর্বর্তী সরকার

ঢাকা, ৭ সেপ্টেম্বর : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা'র বদলে অন্য কোনও গানকে জাতীয় সংগীত করার দাবি নিয়ে তীব্র বিতর্ক চলছে বাংলাদেশে। সেই বিতর্ক আপাতত থামিয়ে দিলেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ধর্ম উপদেষ্টা খালিদ হোসেন। মুহাম্মদ ইউনুসের সরকার যে জাতীয় সংগীত পরিবর্তনের দায় নেবে না তা স্পষ্ট করে দিলেন খালিদ।

শনিবার দুপুরে রাজশাহি ফাউন্ডেশন পরিদর্শনের পর বিভিন্ন ধর্মের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। সেখানে জাতীয় সংগীত পরিবর্তন নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, 'এগুলো বিতর্ক তৈরির চেষ্টা। আমাদের প্রধান উপদেষ্টা বারবার বলেছেন, বিতর্ক সৃষ্টি হয় এমন কোনও বিষয়ে আমরা হস্তক্ষেপ করব না। আমরা হচ্ছি অন্তর্বর্তী সরকার। আমাদের দায়িত্ব আইনের শাসন ফিরিয়ে আনা। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা। এমন পরিস্থিতি তৈরি করা যেখানে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা সম্ভব হবে।'

এরই মধ্যে দেশের ৪৮ বিশিষ্ট নাগরিক দাবি তুলেছেন, জাতীয় সংগীত ও সংবিধান পালটানো যাবে না।

রাহুলকে তোপ শা'র

জম্মু, ৭ সেপ্টেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির বক্তব্য খারিজ করে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। নিশানা করলেন কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সকে। শনিবার জম্মুতে এক জনসভায় শা বলেন, 'কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল কনফারেন্স বলছে, তারা রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে আনবে। আমাকে আপনারা বলুন তো, রাজ্যের মর্যাদা কারা ফিরিয়ে আনতে পারে? শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার এবং নরেন্দ্র মোদি এটা পারেন। তাই মানুষকে বোকা বানানো বন্ধ করুন।'

রাহুলকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তোপ, 'আমরা বলেছিলাম, নির্বাচনের পর যথাযথ সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরকে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেব। আমরা আগেই সংসদে এই কথা বলেছিলাম। মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি বন্ধ করা উচিত রাহুল গান্ধির।'

সংরক্ষণ নিয়েও রাহুলকে তোপ দেগে শা বলেন, 'আমি ওঁকে বলে দিতে চাই, উনি যতই চেষ্টা করুন, গুজ্জর, বাকারওয়াল, পাহারি এবং দলিতদের জন্য সংরক্ষণে হাত দিতে দেব না।' অমিত বলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরে এবারই প্রথমবার ভারতের জাতীয় পতাকার আওতায় ভোট হবে। পাকিস্তানের সঙ্গেও কোনও আলোচনা হবে না।' কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল কনফারেন্সের জোট প্রসঙ্গে শা-র দাবি, 'আমার যা অভিজ্ঞতা তাতে জম্মু ও কাশ্মীরে এই জোটের সরকার কিছুতেই তৈরি হতে পারবে না।' দুই দল বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষদের মুক্তি দেওয়ার কথা বলছে বলেও নিশানা করেছেন অমিত শা। তিনি বলেন, যারা পাথর ছুড়েছিল, তাদের মুক্তি দেওয়ার কথা বলেছে এনসি এবং কংগ্রেস। রাজৌরি, পুঞ্চে সন্ত্রাসবাদের রমরমা চায় ওরা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অভিযোগ, 'তিনটি পরিবার জম্মু ও কাশ্মীরকে লুটেছে। এনসি আর কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে সন্ত্রাসবাদও ফিরে আসবে। বিজেপি ক্ষমতায় এলে সন্ত্রাসবাদকে আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে দেব না। ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের পর জম্মু ও কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ কমেছে।'

সুনীতাদের ছাড়াই ফিরল স্টারলাইনার

ওয়াশিংটন, ৭ সেপ্টেম্বর : মহাকাশ থেকে খালি হাতেই ফিরল বোয়িং-এর স্টারলাইনার ক্যাপসুল! ওই মহাকাশযানে চেপেই আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে গিয়েছিলেন সুনীতা উইলিয়ামস এবং বুচ উইলমোর। শনিবার সকালে (মার্কিন সময় শুক্রবার রাতে) নিউ মেক্সিকোতে হোয়াইট স্যান্ডস স্পেস হারবারে নিরাপদে অবতরণ করে স্টারলাইনার। মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে নামার এই গোটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে সময় লাগে মোট ৬ ঘণ্টা।

বোয়িং স্টারলাইনার ক্যাপসুলটি স্পেস স্টেশন থেকে আনডক করে শুক্রবার সন্ধ্যায় মার্কিন সময় ৬টা ৪ মিনিটে পৃথিবীর দিকে আসতে শুরু করে। স্পেসশিপটিতে কোনও নভশ্চর ছিলেন না, তাই এটি অটোমেটিক মোডে পৃথিবীর দিকে আসে। এটি নাসার মার্কারি প্রোগ্রাম ক্যাপসুলের মতো সমুদ্রে অবতরণ করেনি। স্টারলাইনারকে শুকনো জমিতে নামানো হয়। নাসা জানিয়েছে, সুনীতা ও বুচকে ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে স্পেসএক্সের ক্রু ড্রাগনে ফিরিয়ে আনা হবে। তার আগে পর্যন্ত তাঁদের আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রেই থাকতে হবে।

বন্ধুত্ব পাতিয়ে খুন, ৩ মহিলা গ্রেপ্তার

অমরাবতী, ৭ সেপ্টেম্বর : তিন 'মিসেস সিরিয়াল কিলার'-এর কীর্তিতে শোরগোল পড়ল অন্ধ্রপ্রদেশে। অচেনা ব্যক্তির সঙ্গে প্রথমে আলাপ জমাত তারা। তারপর আলাপের ফাঁকে পানীয়ের প্রস্তাব দিত অপরিচিত ব্যক্তিকে। টোপ গিলে পানীয় মুখে তোলার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হত সেই ব্যক্তির। এরপর টাকাপয়সা, গয়নাগাটি সহ সর্বস্ব লুট করে পালিয়ে যেত তারা। এভাবে গত জুন মাস থেকে এপর্যন্ত তিন মহিলা সহ চারজনকে ঠান্ডা মাথায় খুন করার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিন মহিলাকে। তাদের নাম মুনাগাপ্পা রজনী, মাদিয়ালা বেঙ্কটেশ্বরী এবং গুলরা রামনাম্মা। বৃহস্পতিবার অন্ধ্রপ্রদেশের তেনালি জেলা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

ধারাবাহিক খুনের প্রথম ঘটনাটি সামনে আসে গত জুনে, যখন বি নাগুর নামে এক মহিলাকে খুন করে সিরিয়াল কিলাররা। এরপর তারা আরও দু'জনকে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করলেও দুটি ক্ষেত্রেই আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রাণে বেঁচে যান।

পুলিশ সূত্রে খবর, কিলার গ্যাংয়ের মাথা বেঙ্কটেশ্বরী। তার বিরুদ্ধে ছোটখাটো অপরাধের মামলা রয়েছে। তেনালিতেই স্বেচ্ছাসেবীর কাজ করত সে। তারপর কম্বোডিয়ায়

অন্ধ্রে সিরিয়াল কিলার গ্যাং

গিয়ে সেখানে জড়িয়ে পড়ে সাইবার অপরাধীদের সঙ্গেও। তারপর আবার সেখান থেকে তেনালিতে ফিরে এসে বেঙ্কটেশ্বরী আরও দু'জনকে নিয়ে নিজের একটি দল গড়ে তোলে। ধৃতদের কাছ থেকে সায়ানাইড এবং অন্যান্য প্রমাণ উদ্ধার করা হয়েছে। সিরিয়াল কিলার গ্যাংকে যে ব্যক্তি সায়ানাইড সরবরাহ করত, গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাকেও।

সাদা অ্যাপ্রন পরা ওই মানুষগুলো অনেকের কাছেই ভগবান। বনফুলের ‘অগ্নীশ্বর’ ও তারাশঙ্করের ‘আরোগ্য নিকেতন’ উপন্যাসে তাঁরা অমর হয়ে উঠেছেন। ইদানীং তাঁরাই বঙ্গ সমাজে প্রধান আলোচনার কেন্দ্রে। ডাক্তাররা এখন প্রতিবাদী। তাঁদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়েও প্রচুর চর্চা। এবারের প্রচ্ছদ কাহিনীতে তাঁদের নিয়ে কলম ধরলেন চার বিশিষ্ট চিকিৎসক।

১৪
বিশেষ নিবন্ধে
দুটি শ্রদ্ধার্ঘ্য
শোভন তরফদার
শান্তনু বসু

১৫
ছোটগল্প
যশোধরা রায়চৌধুরী
এডুকেশন ক্যাম্পাস

১৬
ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা
পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতা
কৌশিকরঞ্জন খাঁ, উত্তম চৌধুরী, অর্পিতা ঘোষ পালিত, অমিতাভ সরকার, সুজাতা চৌধুরী, ঝুটন দত্ত ও গৌতম বাড়ই

অগ্নীশ্বরা

কুণাল ডাক্তারের অন্যরকম গল্প

শেখর চক্রবর্তী

পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক হয়েও চিকিৎসাশাস্ত্রে তড়িৎবাবুর জ্ঞান অগাধ, অন্তত তাঁর বন্ধুবান্ধব সকলেই তা স্বীকার ও প্রচার করে থাকেন। স্বাস্থ্যের নানা বিষয়ে তাঁর উপদেশ অনেকেই মেনে চলেন। বিশেষত বন্ধুদের স্ত্রীগণ একবাক্যে তাঁদের চিকিৎসাবিদ পদার্থবিদ বন্ধুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এহেন ব্যক্তি বন্ধুমহলে থাকলে বেশ সৌভাগ্যের কথা বৈকি।

ছাত্রাবস্থায় তড়িৎ মিত্র ছিলেন বেশ ছিপছিপে, কিন্তু যতই বয়স বাড়ছে ততই তিনি আড়েবহরে বেড়ে উঠেছেন দিন-দিন। কোথা থেকে এত মেদ আসছে উনি বুঝতেই পারেন না। বলেন, তিনি স্বল্পাহারী, নিয়মিত ব্যায়াম করেন তবুও তার স্থূলত্বে ক্রমোন্নতি বন্ধুমহলে গভীর আলোচনার বিষয়। বন্ধুরা বলেন, হ্যারে তড়িৎ, শিগগির ডাক্তার দেখা, নইলে বিপদ আছে। তড়িৎবাবু তো মানতেই চান না তাঁর কোনও অসুখ আছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্ধুদের পরামর্শে তিনি গেলেন কুণাল লাহিড়ীর কাছে। কুণালবাবু সিউড়ির প্রসিদ্ধ ডাক্তার। কেউ বলেন, সাক্ষাৎ বিধান রায়, কেউ বলেন সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি। সব ডাক্তার বারবার, কুণাল ডাক্তার একবার। কুণালবাবু কলকাতা মেডিকেল কলেজের ছাত্র। তাঁর সহপাঠী বন্ধুরা হাসিচ্ছলে বলে, কুণাল বেশ না করেছে রে। সবাই যে বলে সব ডাক্তার বারবার কুণাল ডাক্তার একবার। তার মানে কী? এক বন্ধু বলে, আরে বুঝলি না, কুণালের কাছে একবার গেলে সে পার্মানেন্টলি উপরে চলে যায়, তাহলে আর বারবার যাবে কী করে ওর কাছে। শুনে সবাই হেসে মরে আর কী।

যা হোক, কুণাল ডাক্তারের প্রসিদ্ধির কোনও সীমা নেই। অনেক কষ্ট করে তড়িৎবাবু কুণাল ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেলেন সপ্তাহ দুয়েক পরে। বিরক্ত তড়িৎ বন্ধুমহলে এসে বলে, এজন্যই ডাক্তারের কাছে যেতে ইচ্ছে করে না। যত বড় ডাক্তার তত ভিড়। কী আর বলব, ডাক্তারের কাছে পৌঁছানোর আগেই হয়তো আমার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। সরিৎ বলল, দেখ তড়িৎ মন খারাপ করে লাভ নেই। তুই বল না, আমাদের দেশের এত বৃহৎ জনগোষ্ঠী, কোথায় না লাইন নেই। র‍্যাশনের দোকানে, মন্দিরে, রেস্তোরাঁয়, ভোটকেন্দ্রে, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে, বাসে, ট্রেনে, বিমানে সর্বত্রই লাইন আর লাইন। তুই দেখলি না তো কোভিডের সময়ে সুরা মন্দিরের দরজায় লাইন কয়েক কিলোমিটার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। আসলে ভালো কিছু পেতে গেলে কষ্ট করতেই হবে। যা মন খারাপ না করে কুণাল ডাক্তারকে দেখিয়ে আয়। তবে হ্যাঁ? ডাক্তারবাবুর কাছে আর ক’বার যাবি তত ভিড়, নিশ্চয়ই ডাক্তারবাবু তোকে কতগুলি পরীক্ষা লিখবেন, তারপরে তুই আর একদিন পরীক্ষার রিপোর্ট দেখাতে যাবি- শুধু শুধু সময় নষ্ট। তার চাইতে তুই আপাদমস্তক টেস্ট করে নিয়ে যা। এই নশ্বর দেহের বাইরে তো আর কোনও পরীক্ষা হবে না, তাই সব করে নিয়ে মাস্টার চেকআপ। যদি কিছু গড়বড় থাকে সব ধরা পড়ে যাবে। ডাক্তারের কষ্ট করতে হবে না, তিনিও খুশি হবেন। প্রলয় চুপ করে শুনছিল, হঠাৎ প্রলয়ের মতো ক্ষেপে গিয়ে বলল, কী এত মস্ত বড় আহাম্মকি। বিশল্যকরণী না পেয়ে পবন-পুত্র যেমন গন্ধমাদন পাহাড়টাই তুলে নিয়ে এসেছিল, এ তো সেরকমই।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ঘিরে রয়েছে প্রচুর ভুল ধারণা

অমিতাভ চন্দ

ডাক্তারি পেশা জনসেবার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আজও অগণিত ছেলেমেয়ের স্বপ্ন থাকে ডাক্তার হওয়ার, তাদের বাবা-মায়েরও ইচ্ছা থাকে। দীর্ঘসময় ধরে বহু কষ্ট, বহু কৃচ্ছ্রসাধন করে একটি ছেলে বা মেয়ে ডাক্তার হন। শুধু মেধা থাকলেই হয় না, দরকার প্রচণ্ড পরিশ্রম, অসংখ্য বিনিদ্র রজনী। একজন ডাক্তারের দীর্ঘ যাত্রাপথের একটা নমুনা দেওয়া যাক। একটি ছেলে বা মেয়ে ডাক্তারি পড়তে ঢুকলে এমবিবিএস, এমএস বা এমডি এবং এমসিএইচ বা ডিএম করেন, শুধু পড়াশোনা শেষ করতেই লেগে যায় ন্যূনতম বারো বছর। প্রত্যেকটিতে প্রবেশিকা এবং ফাইনাল পরীক্ষা আছে। ভীষণ কঠিন পরীক্ষা।

তারপর যদি তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশি করেন আরও ভালো কাজ শেখার জন্য, তাহলে আরও বেশি সময় লাগবে। চিকিৎসাবিদ্যা ভীষণভাবে ব্যবহারভিত্তিক। শুধু বই পড়লে বা শুধু হাতেকলমে শিখলেই হবে না। দুটিই সমানভাবে প্রয়োজনীয়। এত কঠিন পরীক্ষা পরপর পাশ করার পরেও কাজ শিখতে হয়, ভালো মানের কাজ করতে গেলে। শিক্ষানবিশ থাকার সময় আমার অভিজ্ঞতা কিছুটা জানাই। আমাদের পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে পুরোদমে কাজ করতে হত। পড়াশোনা করতে হবে বা পরীক্ষা দিতে হবে বলে কাজে খামতি একেবারেই চলত না।

আমরা মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছিলাম যে, আমাদের ডিউটির কোনও বাঁধাধরা সময় নেই। বারো ঘণ্টা, চব্বিশ ঘণ্টা, প্রয়োজনে আটচল্লিশ ঘণ্টা পর্যন্ত টানা কাজ করতে হতে পারে। খাওয়ার কোনও সময় পাওয়া যায় না, বিশ্রামের সময় পাওয়া

একবার টানা পাঁচদিন হাসপাতালে কাজ করতে হয়েছিল। আমরা মেনে নিয়েছিলাম যে এটাই রীতি। জানতাম শেখার এটাই সবচেয়ে ভালো সুযোগ। তাই জানপ্রাণ দিয়ে কাজটা করতাম। সারারাত যখন কাজ করতাম তখন মাঝে মাঝে আধ ঘণ্টা বিশ্রাম নেওয়ার অবকাশ পেলে ডিউটি রুমে বিশ্রাম নিতাম।

যায় না, চারপাশে কী ঘটছে তা জানা যায় না। ইমার্জেন্সি বা আপৎকালীন বিভাগে বা ওয়ার্ডে থাকেন অসংখ্য রোগী, যাঁদের অবস্থা সংকটজনক। তাঁদের চিকিৎসা দেওয়ার সময় চারপাশের কিছুই খেয়াল থাকে না। সারাদিন, সারারাত অপারেশন চলে। বলাই বাহুল্য যে, বড় সরকারি হাসপাতালে ব্যস্ততা আরও বেশি। আমার মনে আছে যে, পিজিআই চণ্ডীগড়ে যখন এমসিএইচ করছি, একবার টানা পাঁচদিন হাসপাতালে কাজ করতে হয়েছিল। আমরা মেনে নিয়েছিলাম যে এটাই রীতি। আমরা জানতাম শেখার এটাই সবচেয়ে ভালো সুযোগ। তাই জানপ্রাণ দিয়ে কাজটা করতাম। সারারাত যখন কাজ করতাম তখন মাঝে মাঝে আধ ঘণ্টা কি পৌনে ঘণ্টা বিশ্রাম নেওয়ার অবকাশ পেলে ডিউটি রুমে বিশ্রাম নিতাম। ছেলেদের আর মেয়েদের আলাদা কোনও ডিউটি রুম ছিল না। ওই একটা ঘরেই যা হোক করে আমরা বিশ্রাম নিতাম। আমরা, যারা শল্য বিভাগে/সার্জারিতে কাজ করতাম, বিশ্রামের সময় পেলে অপারেশন থিয়েটারের মেঝেতেই শুয়ে পড়তাম।

ডাক্তারি পড়তে ঢুকেছিলাম ১৯৮৩ সালে। একচল্লিশ বছর কেটে গেল। আমি বেশ মেধাবী ছাত্রই ছিলাম এবং স্নাতকোত্তর প্রবেশিকা পরীক্ষা হোক বা অন্তিম পরীক্ষা হোক সবেতেই প্রথম হয়েছিলাম। সেকেন্ড চান্স নিতে হয়নি। পড়াশোনা শেষ করে আমি বিদেশে বিভিন্ন উচ্চমানের প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশি করেছি। সব রকম শিক্ষা শেষ করে আমি একেবারে স্বাধীন পেশা শুরু করলাম প্রায় কুড়ি বছর বাদে। এই কুড়ি বছরে এসেছে প্রচুর বিনিদ্র রজনী, পরিবারকে সময় না দেওয়া ইত্যাদি। আজকাল শুনি ডাক্তার আর রোগীর সম্পর্ক নাকি খুব খারাপ হয়ে গিয়েছে। পুরোটা যে রোগী বা তাঁদের বাড়ির লোকের দোষ, তা কিন্তু নয়। তবে রোগীর বা তাঁদের বাড়ির লোকেদের বোঝা উচিত যে ডাক্তাররাও মানুষ। তাঁদেরও ক্ষুধা পায়, তৃষ্ণা পায়, ঘুম পায়। অনেক সময় তাঁদের লাগাতার বিনিদ্র রজনী কাটে রোগীর জন্য। অনেকবার এমন হয় যে সংকটজনক অবস্থায় থাকা দু’তিনজন রোগীকে একসঙ্গে দেখতে হয়। আমার একটা রাতও যায় না, যে রাতে ফোন আসে না হাসপাতাল থেকে। নার্সরা বা অনুজ সহকর্মীরা ফোন ক’রে রোগীর খবর দেন। রোগী সংকটজনক হলে তো কথাই নেই।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

ছিল না এত পারস্পরিক অবিশ্বাস

সুকন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

ডাক্তারির স্নাতক হওয়ার পাঠ, উচ্চতর বিদ্যার্জন করার পীঠস্থান এবং আমার মতো কোনও কোনও সরকারি চিকিৎসকের কর্মস্থল এই রাজ্যের নামজাদা মেডিকেল কলেজগুলির প্রত্যেকটিই সুচিকিৎসা এবং ভালো পড়াশোনার সুদীর্ঘ ঐতিহ্য বহন করে এসেছে এতকাল।

কিন্তু গত তিন সপ্তাহ যাবৎ এই সঞ্জীবন পাঠশালাগুলির পঠনপাঠন, পরীক্ষাব্যবস্থার পঙ্কিল অন্দরমহলের ছবি, প্রশাসনিক দুর্নীতি, নৈরাজ্য আর অচলাবস্থা আমাদের মনকে বিকল করে রেখেছে।

সমস্ত সমাজ আরজি কর হাসপাতালে গত ৯ অগাস্ট রাতের নারকীয় হত্যা এবং ধর্ষণের ঘটনার অভিঘাতে তীব্র বিষাদের কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছে। সমাজের সর্বস্তর থেকে প্রতিবাদ উঠেছে, মিছিল হয়েছে, হয়েছে মেয়েদের ১৪ অগাস্টের ঐতিহাসিক ‘রাত দখল’ অভিযান।

একটা আপাত শান্ত, স্থবির সমাজ যেন মর্মান্তিক ধাক্কা খেয়ে জেগে উঠেছে। বিষণ্ণতা, বেদনা, ক্রোধ সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে কখন।

এই বেদনাময় পরিস্থিতিতে আমার কেবল একটা কথাই মনে হচ্ছে। ডাক্তারি পড়া, হাতেকলমে কাজ শেখা, রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে কাজ করার পরিবেশ কিন্তু চিরকাল এত পূতিগন্ধময় ছিল না। ছিল না এতটা পারস্পরিক অবিশ্বাসের বাতাবরণ।

১৯৯১ সালে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করি। কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষের নাম আর চেহারার সঙ্গে পরিচয় ছিল কেবল। প্রফেসর হিসেবে ক্লাস নিয়েছেন, করেছি। তার বাইরে কোনও সংবাদ রাখতাম না, প্রয়োজন পড়েনি কোনও দিন।

১৯৯২ সাল। বাবরি মসজিদ ভাঙার প্রতিক্রিয়ায় দেশজুড়ে অস্থিরতা আর দাঙ্গাহাঙ্গামার পরিবেশ। আমি তখন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজেই পেডিয়াট্রিকস বিভাগের হাউস স্টাফ। আশপাশে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা থেকে একের পর এক আহত মানুষকে নিয়ে আসছেন প্রতিবেশী আর রোগীর আত্মীয়রা। ইমার্জেন্সি উপচে পড়ছে রোগীতে— কারও সেলাই প্রয়োজন তো কারও প্লাস্টার অথবা স্যালাইন। ডিউটিরত অল্প কিছু চিকিৎসকের পক্ষে সম্ভব ছিল না অত রোগীকে সামাল দেওয়া। খবর চলে গেল বিভিন্ন ছাত্রাবাসে, আরও ডাক্তার প্রয়োজন।

গেঞ্জি-পাজামা আর রাবারের চপ্পল পরে ছুটে এল বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের জুনিয়ার চিকিৎসকরা, কেউ স্ত্রীরোগ বিভাগের, কেউ চক্ষু বিভাগের তো কেউ চর্মরোগ বিভাগের ডাক্তার। সবাই মিলে হইহই করে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় নেমে পড়ল কাজে, কোনও বিভাগীয় প্রশাসনিক অনুমতির তোয়াক্কা না করেই।

উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত জেলার ব্লক হাসপাতালে পোস্টেড থাকাকালীন যখন নাইট ডিউটি দিতে হয়েছে, রাতের অন্ধকারে নিজের কোয়ার্টার থেকে হাসপাতালে যাওয়ার অনালোকিত পথে সঙ্গী গ্রুপ-ডি দাদাটির টর্চের আলোর উপর নিঃসংশয়ে ভরসা করেছি,

এরপর চোদ্দোর পাতায়

উত্তরবঙ্গের প্রত্যন্ত জেলার হাসপাতালে পোস্টেড থাকাকালীন যখন নাইট ডিউটি দিতে হয়েছে, রাতের অন্ধকারে কোয়ার্টার থেকে হাসপাতালে যাওয়ার অনালোকিত পথে সঙ্গী গ্রুপ-ডি দাদাটির টর্চের আলোর উপর নিঃসংশয়ে ভরসা করেছি, কোনও অবিশ্বাস বা সন্দেহের মেঘ তো ক্ষণিকের জন্যও দেখা দেয়নি মনে!

নাইট ডিউটির একাল ও সেকাল

পার্থসারথি ভট্টাচার্য

এমবিবিএস পাশ করে জুনিয়ার ডাক্তার হয়ে প্রথম কাজে জয়েন করেছিলাম ১৯৯১ সালে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে। আজ থেকে প্রায় ৩৪ বছর আগে সে যুগে না ছিল মোবাইল, না ছিল ইন্টারনেট, না ছিল এখনকার মতো এত এয়ারকন্ডিশনারের ছড়াছড়ি। এমনকি অনেকের বাড়িতে ল্যান্ডলাইন টেলিফোনও ছিল না।

প্রথম পোস্টিং হল জেনারেল মেডিসিন বিভাগে। আমরা চারজন ইন্টার্ন আর আমাদের মাথার উপর তিনজন হাউস স্টাফ। কোনও পিজিটি ছিলেন না তখন। পোস্ট গ্র্যাজুয়েশনের সিট এতই কম ছিল যে সব ইউনিট পিজিটি পেত না। এই সাতজন মিলেই আমরা টোটাল ইউনিটটা চালাতাম।

আউটডোরে রোগী দেখা, সকাল সন্ধ্যা রাউন্ড দেওয়া, প্রফেসরদের অ্যাডভাইস নোট করা, আইভি চ্যানেল করা, ফ্লুইড চালানো, ব্লাড চালানো, ব্লাড টানা, প্লুরাল ট্যাপ, পেরিটোনিয়াল ট্যাপ, ড্রেসিং করা থেকে শুরু করে ওয়ার্ডের সমস্ত কাজ আমরা নিজেরাই করতাম।

সেই সময় চিকিৎসা ব্যবস্থা এত উন্নত ছিল না। সব সরকারি হাসপাতালে না ছিল সিটি স্ক্যান, না ছিল এমআরআই-এর মতো আধুনিক মেশিনপত্র। রোগীকে নিজের চোখে দেখে, হাতে অনুভব করে, তাকে ক্লিনিকালি পরীক্ষা করে আমাদের ডায়াগনোসিস করতে হত। এমনও হয়েছে সমস্ত বেড ভর্তি হয়ে গিয়েছে, পেশেন্ট ঢোকানোর জায়গা নেই, বাধ্য হয়ে ফ্লোর অ্যাডমিশন পর্যন্ত করতে হয়েছে। মাটিতে কম্বল পেতে পেশেন্ট রাখা হত। সেই ফ্লোর পেশেন্ট দেখার জন্য আমাদেরও হাঁটু মুড়ে মেঝেতে বসে যাবতীয় কাজকর্ম করতে হত।

নাইট ডিউটি ব্যাপারটা ছিল অনেকটা অ্যাডভেঞ্চারের মতো। যত ক্রিটিক্যাল রোগীরা বেশিরভাগ রাতের দিকেই আসত। যেমন সেরিব্রাল স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, পয়জনিং, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, বার্ন কেস এসব রাতের দিকেই আমরা পেতাম। চিকিৎসা যা করতাম, আমরাই করতাম। তখন তো আর মোবাইল ছিল না যে আমাদের প্রফেসরদের রাতে ফোনে জিজ্ঞেস করব কী করতে হবে। সারা হাসপাতালে একজন রেসিডেন্ট মেডিকেল অফিসার থাকতেন। তাঁকে মাঝে মাঝে ডেকে তাঁর পরামর্শ নিতাম। সেভাবে কোনওদিন কোনও ঝামেলা হয়নি। সারারাত কাজ করতে করতেই কেটে যেত।

বিশ্রাম নেওয়ার কথা ভাবতেই পারতাম না। কখনও ঝিমুনি এলে চেয়ারের মধ্যে বসে বসেই ঢুলতাম। তবে পাঁচ-দশ মিনিট অন্তরই

বাবরি মসজিদ ভাঙার দিন আমার চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি ছিল পার্কসার্কাসের মতো জায়গায়। সারাদিন ধরে নানা ছোট-বড় গণ্ডগোল হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু আমরা নিজেরাই সবকিছু সামলে নিয়েছিলাম। বাইরে থেকে পুলিশ বা অন্য কাউকে হস্তক্ষেপ করতে হয়নি।

কলবুক নিয়ে চলে আসত ওয়ার্ড বয়রা- ‘প্লিজ কাম সুন, পেশেন্ট গ্যাসপিং’ বা ‘এ নিউ পেশেন্ট অ্যাডমিটেড, প্লিজ ডু নিডফুল’...। রাতে খাওয়ার সময় পর্যন্ত পেতাম না। ওয়ার্ড বয়রা মাঝে মাঝে দয়াপরবশ হয়ে কাচের স্যালাইনের বোতলে করে চা দিয়ে যেত। সেই চা খেয়ে খেয়ে রাত কাটাতে হত। একটা ইউনিট রুমে আমরা চার-পাঁচজন গাদাগাদি করে সারারাত কাটিয়ে দিতাম। পেশেন্ট দেখার ফাঁকে ফাঁকে দু’তিন মিনিটের অবসর জোটাতে পারলে দারুণ সব গল্প, হাসিঠাট্টা, খুনশুটিও হত। বিশ্রাম করার জন্য আলাদা কোনও ঘর ছিল না। একই ইউনিট রুমে পুরুষ-নারী সব একসঙ্গে থাকতাম। খুব মজাও হত এই নাইট ডিউটিতে। যে রাতে পেশেন্ট কম আসত, গানের অন্ত্যাক্ষরী খেলেও সময় কাটিয়েছি। হাউস স্টাফ দাদা-দিদিরাও হাতে ধরে আমাদের অনেক কাজ শিখিয়েছে- যেমন পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট শিট লেখা, ডিসচার্জ সার্টিফিকেট, ডেথ সার্টিফিকেট লেখা ইত্যাদি।

অক্লান্ত পরিশ্রম করে পেশেন্ট দেখে এবং তার ফাঁকে ফাঁকে আড্ডা গল্পগুজব করে কখন যে রাতটাই কেটে যেত আমরা টেরই পেতাম না। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে গাইনি ডিপার্টমেন্টে কাজ করার কথা। লেবার রুমে যখন নাইট ডিউটি পড়ত তখন হাউস স্টাফ দাদা-দিদিরা নিজের হাতে নর্মাল ডেলিভারি করা আমাদের শেখাত। সেই একই লেবার রুমে আমরা সবাই বসে থাকতাম নর্মাল ডেলিভারির জন্য অপেক্ষারতা যন্ত্রণায় কাতর আসন্নপ্রসবা মা-দের নিয়ে। মেল ডাক্তার, লেডি ডাক্তারের কোনও ভেদাভেদ ছিল না। সবাই একসঙ্গেই থাকতাম। নারী সুরক্ষা নিয়ে আলাদা করে কোনও ভাবনাচিন্তাও করতে হয়নি তখন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

শ্রদ্ধার্ঘ্য ১ / কমল চক্রবর্তী

চিরহরিৎ

শোভন তরফদার

কমল চক্রবর্তী বিষয়ে দু'কথা বলার অধিকার, আমার মতে, তাঁরই আছে, যিনি দশকের পর দশক যাবৎ একাধারে বাংলা ভাষার চর্চা করেছেন এবং খুবই গভীর অর্থে বৃক্ষরাজিকে জড়িয়ে রেখেছেন নিজস্ব অস্তিত্বে। এই দুটি কাজের কোনওটিই আমি করিনি। ভাষাচর্চা বলতে বড়জোর কিছু পাতা গদ্য আর প্রকৃতিপ্রীতি বলতে মাঝেমধ্যে হয়তো ফুলকুসুমিত পাহাড়। তাতে কি আর কমল চক্রবর্তী সম্পর্কে কিছু বলার অধিকার মেলে?

সেই কমল চক্রবর্তী, যিনি লেখালিখি এবং বৃক্ষরোপণ তথা বৃক্ষপালন দুটি কাজই করেছেন একেবারে নিজস্ব ভঙ্গিতে। যখন দেখা গেল বঙ্গসাহিত্যের অতিরথ-মহারথগণ সাংবাদিকসুলভ বুলিতে 'ঝরঝরে' (নামান্তরে 'তরল') ভাষাকেই লেখনীর অঙ্গ করে ফেলেছেন এবং চতুর্দিকে তাঁদের নিশানসমূহ উড্ডীন, যখন ভাষা ব্যবহার নিয়ে পাঠকের দিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া দুরস্থান, এমনকি সে কথা চিন্তা করাও পাপ, তখনও কমল চক্রবর্তী তাঁর ভাষার চালচিত্রে, একেবারে নিজের মতো করেই, দুরূহ। ফলত, তুলনায় অনেকটাই নির্জন। একা এবং অন্য। যেভাবে লিখলে গণদেবতার জয়ধ্বনি মিলত, সেই ধাঁচে লিখতে চাননি কোনওদিন। চাইলে যে পারতেন না, এমন নয়। চাননি।

এই না-চাওয়াটুকু, গায়ের ওই রুখু খদ্দর পাঞ্জাবির মতোই, কমল চক্রবর্তীর অভিজ্ঞান। তাঁর লেখা পাঠ করতে হলে তাঁর বাক্যবিন্যাসের সামনে এসে দাঁড়াতে হবে সসম্ভ্রমে, বোঝার চেষ্টা করতে হবে ঠিক কীরকম তাদের আসা-যাওয়ার তরিকা, কেন তাঁর নানা বাক্য থেমে যায় আচমকা, প্রায়শই একটি মাত্র শব্দে তিনি আস্ত বাক্যের ইশারা রেখে দেন কীভাবে, দুটি বাক্যের মধ্যবর্তী শূন্যতাকে কোন কোন উপায়ে ব্যবহার করার কথা ভাবেন তিনি— সময় এবং শ্রম স্বীকার করে এই ভাবনাচিন্তা তথা পর্যবেক্ষণগুলি করলে তারপরই কমল চক্রবর্তীর ভাষাভুবনে প্রবেশের ছাড়পত্র।

ইন্টারনেটে তাঁর রচিত গ্রন্থাদির তালিকা ইত্যাদি হাজির, তাই একমুঠো এই লেখায় সেসবের উল্লেখ বাহুল্যমাত্র। আগ্রহী পাঠক সেই তালিকা দেখে নেবেন নিশ্চিত। আরও দেখে নেবেন, কোন কোন সাহিত্য শিরোপায় কমল চক্রবর্তীকে বরণ করা হয়েছে, কোন কোন বিজ্ঞ সাহিত্যিক ভালো পাহাড়ে তাঁর অতিথি হয়েছেন, দু'হাত লিখেছেন তাঁর কথা, এইসব। তবে ঘটনা হল, কলকাতা-কেন্দ্রিক তথাকথিত সাহিত্যভুবন তাঁকে কাছে ডেকেছে বটে, কিছু হাতেগোনা দুয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া কোথাওই তাঁকে মূলস্রোতে ঠাঁই দেওয়া হয়নি। যেটুকু আসন পাতা হয়েছে, মুখ্যত তা স্বল্পকালীন আতিথেয়তার শামিল। তিনি তো 'অপর', ভিনদেশের বনগন্ধ তাঁর শরীরে, কী করেই বা তাঁকে 'আত্ম'-স্রোতে জুড়ে নেওয়া সম্ভব? পরিণামে, কমল চক্রবর্তী 'মিথ' থেকে 'মিথতর' হয়েছেন, চলমান অশরীরীর মতো অতটা না হলেও তাঁকে ঘিরেও বিবিধ কিংবদন্তি, যাতে শহুরে বাবু-বিবিদের অরণ্যের দিনরাত্রি আরও ডালপালা ছড়ায়, রোমাঞ্চকর সব মাত্রা লাভ করে। ওদিকে কমল চক্রবর্তী, তাঁর গদ্যভাষার মতোই, ক্রমে নির্জনতর হতে থাকেন।

আচমকা লেখার মধ্যে 'অরণ্য' শব্দটি ঢুকে পড়ায় ভাবনাচিন্তা ফের গুলিয়ে গেল। আরও গুলিয়ে যাওয়ার আগে যতি টানাই বাঞ্ছনীয়। তবে, এই সূত্রে দ্রুত যে পর্যবেক্ষণটুকু পেশ করা চলে তা হল, কমল চক্রবর্তীর মতো এমন অনুপমভাবে অরণ্যের অধিকার আর ক'জনই বা লাভ করেছেন! 'বনমহোৎসব' শব্দটি অতি ব্যবহারে ক্লিশে, অভিধান এবং ক্যালেন্ডারের পাতায় সে চোখ বুজে ঝিমোয়, তবে পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খণ্ডের সীমানায় ভালুকজুড়ি প্রান্তরে গিয়ে দেখুন, সেই প্রায় নিষ্প্রাণ শব্দটিই কী প্রাণবন্ত নাচে ভরিয়ে তুলেছে সমূহ প্রান্তর। আন্তর্জালে এই জরুরি তথ্যটুকু জানে কি না জানি না, তবে উক্ত অঞ্চলের দ্রুমদল জানে নির্ঘাত। স্বাভাবিক, ওই তল্লাটের অগণিত গাছের সঙ্গে তো কমল চক্রবর্তীর একেবারেই আজন্ম সম্পর্ক।

খেয়াল করে দেখবেন আজ্ঞে, গাছ তারই সঙ্গে আজন্ম সম্পর্কে জড়াতে পারে যে তার বীজটুকু বপন করেছিল। কমল চক্রবর্তীও কি সঠিক জানতেন, কত গাছের বীজ তাঁর অঙ্গুলিস্পর্শ আর জল পেয়ে মাথা তুলেছে ওই রুখাসুখা দেশে! এই যে তিনি বারংবার রুক্ষ মাটির ওপরে তাঁর সবুজ সেনানীদের কথা বলতেন, সেটা নেহাত খামখেয়াল বা লোকদেখানি ভান নয়। তার মধ্যে, খুবই গভীর অর্থে, সত্যের একটি পরাকাষ্ঠা ছিল। বেঁচে থাকার মধ্যে সবুজকে জড়িয়ে না নিলে, জলমাটিবাতাসের সঙ্গে সই না পাতালে, নিজস্ব সংকল্পে বৃক্ষের ন্যায় ঋজু না হলে সত্যের সেই রূপাবয়বকে চিনতে পারা কঠিন। আসলে, অসম্ভব। আদ্যন্ত শহরপুষ্ট এই লেখকের সাধ্য কী যে চিরহরিৎ সেই সত্য-মূর্তিকে চিনতে পারে? সুতরাং, চুপ করে যাওয়াই ভালো। ওই তো মহাসিন্ধুর ওপার থেকে কমলদা হাঁক দিলেন, জয় বৃক্ষনাথ!

তাঁর লেখা পাঠ করতে হলে তাঁর বাক্যবিন্যাসের সামনে এসে দাঁড়াতে হবে সসম্ভ্রমে, বোঝার চেষ্টা করতে হবে ঠিক কীরকম তাদের আসা-যাওয়ার তরিকা, কেন তাঁর নানা বাক্য থেমে যায় আচমকা, প্রায়শই একটি মাত্র শব্দে তিনি আস্ত বাক্যের ইশারা রেখে দেন কীভাবে, দুটি বাক্যের মধ্যবর্তী শূন্যতাকে কোন কোন উপায়ে ব্যবহার করার কথা ভাবেন তিনি— সময় এবং শ্রম স্বীকার করে এই ভাবনাচিন্তা তথা পর্যবেক্ষণগুলি করলে তারপরই কমল চক্রবর্তীর ভাষাভুবনে প্রবেশের ছাড়পত্র।

শ্রদ্ধার্ঘ্য ২ / প্রতাপ রায়

জাদুকর

শান্তনু বসু

সাদা-কালো টেলিভিশনের পর্দাতে একদিন ক্যালকাটা ইউথ ক্যয়ারের প্রোগ্রামে রুমা গুহঠাকুরতার পাশে বুকে অ্যাকর্ডিয়ন নিয়ে বাজনরত মানুষটির নাম জানলাম- শ্রী প্রতাপ রায়।

এর বেশ কিছু পরে বাংলা সংগীত জগতে আমার অনুপ্রবেশ এবং ক্রমেই টিভির পর্দায় দেখা সেই মানুষটার সঙ্গে আলাপ, হৃদ্যতা, ভালোবাসা-প্রশ্রয় প্রাপ্তি, আমার প্রতি ওঁর নির্ভরতা, বিশ্বাস ইত্যাদি অতি দ্রুততার সঙ্গেই ঘটে। আপাত গম্ভীর প্রতাপ রায় অচিরেই আমারও 'বেবি'দা হয়ে গেলেন।

সেই বেবিদার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। না, সংবাদটা কোনও নিউজ চ্যানেল থেকে পাইনি। আমার স্ত্রী ফেসবুকে দেখে আমায় খবরটা দেন।

একজন যন্ত্রশিল্পী, যিনি সম্মানের সঙ্গে মান্না দে ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীর সঙ্গে দীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর সংগত করেছেন। এছাড়াও দীর্ঘদিন যাঁদের সঙ্গে সংগত করেছেন সেই দীর্ঘ তালিকায় শ্যামল মিত্র, আরতি মুখোপাধ্যায় সহ বিভিন্ন শিল্পীর নাম আছে। আসলে এগুলো আজকের দিনে খ্যাতিমান হওয়ার জন্য মনে হয় যথেষ্ট নয়। কিশোরকুমারের গানের লাইন মনে পড়ে – '...স্ক্যান্ডেল চাই বুঝলে স্ক্যান্ডেল! নইলে এ সমাজে পাবে না মান!

তখন সিনে মিউজিশিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের কার্ড না থাকলে সিনেমার গানের রেকর্ডিংয়ে সিনে গিল্ড থেকে ২৫ টাকা গেস্ট চার্জ কাটা হত। একটি রেকর্ডিংয়ে বেবিদা একদিন আমার ওই টাকা দেওয়া দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কীরে তোর সিসিএমএ-র কার্ড নেই?' তখন অনেক ছবির গানের রেকর্ডিং আমার বাজানো হয়ে গেছে। আমি বললাম না আমি তো এখনও পরীক্ষা দিইনি। বললেন, 'তোর আবার কি পরীক্ষা দিতে হবে?' বলেই উনি প্রখ্যাত গিটারিস্ট সমীর খাসনবিশকে ডাকলেন। তিনিও সেই ফ্লোরে রেকর্ডিংয়ে ছিলেন। বেবিদা বললেন, 'এই সমীর তুই একটা লিখে দিস আমিও লিখে দিচ্ছি শান্তনুর কার্ডটা যেন নেক্সট উইকের মধ্যে হয়ে যায়।' পরে একদিন একটা রেকর্ডিংয়ে দেখা হতে বললেন, 'তোর কার্ডটা এসে গেছে। অফিসে রাখা আছে। সময় মতো নিয়ে যাস।'

সিসিএমএ সংস্থার সমস্ত কাজ তখন বেবিদার শিয়ালদার বাড়ি থেকে পরিচালিত হত। আজকের এই ফ্ল্যাটবাড়ি নয়। তখন অনেক বড় বাড়ি ছিল সেটা। ঢুকেই বড় হলঘরে ছিল একটা পিয়ানো। সেই বাড়িতে গিয়ে বেবিদার কাছ থেকেই কার্ড নিলাম। এইভাবেই আমার সিসিএমএ-র কার্ড পাওয়া। কোনও পরীক্ষা দিতে হয়নি। আমার কাছে এগুলো অনেক মূল্যবান স্মৃতি।

৯৬ কি ৯৭ সাল হবে। মান্না দে-র ফোন, 'শান্তনু, বেবি খুব অসুস্থ। এদিকে আমার বেশ কিছু প্রোগ্রাম নেওয়া আছে। তোমাকে উদ্ধার করে দিতে হবে।'

- আমি তো আপনার সঙ্গে কখনও বাজাইনি। এভাবে হঠাৎ...
- ডোন্ট থিংক সো। ও ঠিক হয়ে যাবে।

মান্না দে-র সঙ্গে কাজ করা যে কতটা অতিরিক্ত স্নায়ুর চাপের, তার কিছু কিছু তখন জানতাম। প্রত্যক্ষও করেছি রেকর্ডিং ফ্লোরে। কিন্তু ওইরকম একজন ব্যক্তিত্বকে তো মুখের উপর 'না' বলা যায় না। ফোন করলাম বেবিদার বাড়িতে। সব শুনে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, 'দাদা ঠিক জায়গায় ফোন করেছেন। তুই-ই পারবি।'

পেরেছিলাম কি না জানি না। তবে আপনার দেওয়া সাহস কখনও ভোলার নয় বেবিদা।

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে একটা অনুষ্ঠান। সেখানে মান্না দে-ও শিল্পী হিসেবে আছেন। আমি অন্য কারও সঙ্গে বাজাতে গেছি। কর্মকর্তাদের একজনের সঙ্গে বেবিদা গল্প করছেন। দেখে বোঝা যায় পারস্পরিক অনেক দিনের চেনা এবং সম্পর্ক বেশ ভালো। এরপরে সেই কর্মকর্তা আমার সঙ্গে একটা ছোট বিষয় নিয়ে একটু রূঢ় ব্যবহার করেন। বেবিদা সর্বসমক্ষে দাঁড়িয়ে তাঁর নাম ধরে বলেছিলেন, 'তুমি

ওকে চেনো? ওর সম্বন্ধে জানো?' ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও বলেন, 'একটা কথা আজ শুনে নাও। যদি তুমি এই লাইনে থাকো আর কিছুদিনের মধ্যে তুমি বুঝে যাবে কেন আজ তোমাকে এত কথা বললাম। ...' জানি না বেবিদা আপনি আমার মধ্যে কী দেখে সেদিন এতটা সম্মান জানিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন এত বছর পেরিয়ে আজও আপনার ওই কথাগুলো কানে বাজে। চিরদিন বাজবে। সেদিন আপনার ওই প্রতিবাদী এবং স্পষ্টবাদী চরিত্র দেখে মাথা এমনিই নত হয়ে গেছিল।

দৃঢ় কঠিন মানুষটার ভেতরটা ছিল অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং নরম প্রকৃতির। নবাগতদের সুযোগ দেওয়া, উৎসাহ দেওয়া এবং যে কোনও সমস্যায় তাঁদের পাশে দাঁড়ানোতে ওঁর জুড়ি মেলা ছিল ভার।

বেবিদা, আমাকে দেখিয়ে আপনি বলতেন, 'আমাদের সঠিক উত্তরসূরি।' হ্যাটস অফ টু ইউ। আপনি আমাকে অনেক স্বপ্ন দেখিয়েছেন। কিন্তু আপনার উত্তরসূরি? আমার সাধ্যে কুলোবে না 'মধু মালতী ডাকে আয়' গানের প্রিলিউডে আলি হোসেনের বাজানো সানাইয়ের মিউজিকটা আপনার মতো করে রিড ইনস্ট্রুমেন্ট দিয়ে বাজানো। এরকম 'না পারা'র তালিকাটাই বেশি আমার জন্য।

৮৬ বছর বয়সটা বেশি না কম সেটা ভিন্ন এক বিতর্কের বিষয়। সেদিকে না গিয়েই বলছি পারিপার্শ্বিক নানা অকহতব্য সমস্যার ভারে জর্জরিত মানুষটি সেদিন ভোর রাতে ঘুমের মধ্যেই 'না ফেরা'র দেশে চলে গিয়ে মুক্তি পেয়েছেন। বিছানার সঙ্গে প্রায় মিলিয়ে যাওয়া শরীরটার মুখ ভর্তি দাড়িটুকু কাটাবার মতো উদ্যোগ বাড়ির সদস্যরা কেন দেখালেন না, জানা নেই।

সেদিন অবাক হয়ে দেখলাম 'সিনে মিউজিশিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুতে সেই সংস্থার তরফ থেকে কোনও সিনিয়ার সদস্য নেই। আসেনি একটা ফুলের মালা। যে শিল্পীদের সঙ্গে এত ভালো সম্পর্ক ছিল বেবিদার, তাঁদের সংস্থা 'অ্যাপস' থেকেও একটা মালা আসেনি। সংস্থার পক্ষ থেকে দেখা যায়নি একজন শিল্পীকেও।

বাংলার সাংস্কৃতিক উন্নয়নের এই দৃষ্টান্তকে বুকে করেই বৈঠকখানা রোডের বাড়ি থেকে বেবিদার নিথর দেহ বেরোয় শেষ যাত্রার উদ্দেশ্যে। সঙ্গে তাঁর অনেক ছাত্রছাত্রী ও গুণমুগ্ধের দল। সেই যাত্রাপথে পা মেলালাম তাঁর দীর্ঘদিনের বন্ধু কল্যাণ সেনবরাট, আমি, অগ্নিভ বন্দ্যোপাধ্যায়, পল্লব ঘোষ। আমাদের সমবেত কণ্ঠে গাওয়া 'আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে' গানের সঙ্গে শববাহী গাড়ি এগিয়ে চলে নিমতলা শ্মশানের উদ্দেশ্যে। অবসান হল বাংলা সংগীতের বহু যুগের একনিষ্ঠ এক সাক্ষীর দীর্ঘ সংগীত জীবন।

ভুল ধারণা

তেরোর পাতার পর

মনে রাখা দরকার যে কোনও ডাক্তারই চান না যে তাঁর রোগী সুস্থ না হোন বা মারা যান। আমরাও বুঝি যে, রোগী বা রোগীর বাড়ির মানুষ অত্যন্ত মানসিক চাপে থাকেন। উদ্বেগের কারণে একই প্রশ্ন হয়তো বারবার করতে থাকেন বা অধৈর্য হয়ে পড়েন।

আজকাল অভিযোগ শুনি যে, ডাক্তাররা প্রচুর টেস্ট করতে দেন। না দিয়ে অনেক সময় উপায়ও থাকে না। ধরুন একজন রোগী এসেছেন মাথাব্যথা নিয়ে। সব দেখেশুনে মনে হল যে সাধারণ মাথা ব্যথা। সিটি স্ক্যান বা এমআরআই না করালেও চলবে। ডাক্তারবাবু করালেনও না। এবার কোনও কারণে হয়তো সিটি স্ক্যান করা হল এবং দেখা গেল একটি ব্রেন টিউমার আছে। যে কোনও মাথাব্যথাতে স্ক্যান করালে শতকরা ২ ভাগ ক্ষেত্রে টিউমার পাওয়া যেতে পারে। এবার যে ডাক্তারবাবু সিটি স্ক্যান করালেন না, তাঁর সম্পর্কে রোগীর বিরূপ ধারণা খুব সহজেই হয়ে যাবে। অন্যদিকে সিটিস্ক্যান করিয়ে যদি কিছু না পাওয়া যায়, রোগী ভাববে তাঁর বেকার টাকা খরচ হল। ডাক্তার পড়েন সমস্যায়।

ডাক্তার নবীন হলে অনভিজ্ঞ, প্রবীণ হলে বুড়ো হয়ে গিয়েছেন, আর চিকিৎসা পারেন না, নতুন জিনিস জানেন না। ডাক্তারের পারিশ্রমিক কম হলে, নিশ্চয়ই তেমন ভালো ডাক্তার নন; বেশি পারিশ্রমিক হলে অর্থলোভী পিশাচ। বেশি সময় নিয়ে দেখলে, ডাক্তার রোগ বুঝতে পারছেন না বা ডাক্তারের তেমন পসার নেই; আবার বেশি সময় না নিলে, ডাক্তার ভালো করে দেখলেনই না। ডাক্তার ফোন না ধরলে রাগ, আবার রোগী দেখার সময় ফোন ধরলে সামনে বসা রোগীর রাগ অথবা নিয়মিত ফোন ধরলে তাঁকে 'for granted' নেওয়া হবে। ডাক্তার ফোন না ধরলে রোগী বা রোগীর বাড়ির লোকের রাগ হয়, কিন্তু সেই সময় ডাক্তারবাবু হয়তো অপারেশন করছেন বা কোনও সংকটজনক রোগীকে নিয়ে আছেন। এইসব কথা কিন্তু আমি মন থেকে বানিয়ে বলছি না; প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা আমার জীবনে ঘটেছে।

আর একটা সমস্যা নিয়ে অবশ্যই কথা বলা উচিত। চিকিৎসার খরচ। হাসপাতালের বিল নিয়ে প্রায়ই ক্ষোভের কথা শুনি। মানুষ ভাবেন সব পয়সা ডাক্তারের পকেটে ঢোকে। খুব ভুল ধারণা। সমগ্র বিলের অতি সামান্য অংশই ডাক্তার পান। বেশিটাই যায় ওষুধে এবং চিকিৎসার নানা সরঞ্জামে। আজকাল ওষুধ এবং চিকিৎসার সরঞ্জাম ভীষণ ব্যয়বহুল হয়ে গিয়েছে। হাসপাতালকে সেগুলি কিনতে হয়। তাছাড়া হাসপাতাল চালানোর বিভিন্ন খরচ থাকে। হাসপাতালের ন্যূনতম মান বজায় রাখতে গেলে খরচ প্রচুর। হাসপাতালের কর্মচারীদের ঠিক সময় বেতন দেওয়া, বিদ্যুতের বিল মেটানো, বর্জ্য পদার্থ নিষ্কাশন, হাসপাতাল সাফাই, যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ, নতুন যন্ত্র কেনা, ইত্যাদি। তাই ভালো মানের চিকিৎসার খরচ বিপুল, বিশেষত নিউরোসার্জারি, হার্ট সার্জারি এবং আরও কয়েকটি জটিল অস্ত্রোপচারে। চিকিৎসার খরচটা কাউকে না কাউকে মেটাতেই হয়। সরকারি হাসপাতালে যে আপনারা প্রায় বিনা পয়সাতে চিকিৎসা পান, সেই পয়সাটা মেটানো সরকার, আপনাদের-আমাদেরই করের টাকা থেকে। বিভিন্ন মিশনারি হাসপাতাল বা রামকৃষ্ণ মিশন বা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হাসপাতালে খরচ কম হওয়ার কারণ সেই সব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন জায়গা থেকে অনুদান আসে। তার থেকেই অনেকটা খরচ মেটানো হয়। কর্পোরেট হাসপাতালকে সব খরচ নিজেদেরই মেটাতে হয়। সেই ব্যয়ভার বহন করতে হয় রোগীকে, না হলে বিমা কোম্পানিকে। প্রসঙ্গত বলি যে, ডাক্তাররা কিন্তু কোনও বোনাস পান না। সম্প্রতি শুনলাম একজন বোনাসের কথা বলছেন। এটা একদম ভুল ধারণা। ডাক্তাররা কোনওরকম বোনাস পান না, সে সরকারি হোক বা বেসরকারি হোক। আবার যাঁরা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন তাঁদের কোনও রিটায়ারমেন্ট বেনিফিট নেই, পেনশন নেই, যতদিন কাজ করবেন, ততদিনই রোজগার।

আরও একটা কথা খুব শুনি। একজন ডাক্তার তৈরি করতে সরকার লাখ লাখ টাকা খরচ করে। এই ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ ঠিক নয়। সরকারি মেডিকেল কলেজের ছাত্রের পিছনে যতটুকু খরচ হয়, প্রায় সেটুকুই খরচ হয় একজন ইঞ্জিনিয়ার বা অন্যান্য শাখার ছাত্রের পিছনে বা হয়তো তাও হয় না। একজন ডাক্তার তৈরি করতে সরকারের খরচ মূলত হয় প্রথম এমবিবিএস পাঠক্রমে, যেটার ব্যাপ্তি এক থেকে দেড় বছর। এরপর ডাক্তারি ছাত্রদের বাকি শিক্ষা হয় সরকারি হাসপাতালের ওয়ার্ডে, যেখানে কাজ করেন ইনটার্ন, হাউস-স্টাফ, জুনিয়ার ডাক্তার এবং সিনিয়ার ডাক্তার। সেটা সরকারকে এমনিই চালাতে হয়, রোগীদের চিকিৎসার জন্য। ডাক্তারি ছাত্রদের যে শিক্ষকরা পড়ান, তাঁরাই হাসপাতালের রোগীদের চিকিৎসা করেন। তাঁরা কিন্তু দুটো কাজের জন্য বেতন পান না। হয় তাঁরা বেতন পান ছাত্র পড়ানোর জন্য, না হয় রোগীদের চিকিৎসার জন্য। সুতরাং শিক্ষকদেরও আলাদা করে বেতন দিতে হয় না। তাই আমার প্রশ্ন যে একজন ডাক্তারি ছাত্রের জন্য কী এমন অতিরিক্ত খরচ করে সরকার, যে খরচটা অন্যান্য ছাত্র, যেমন ইঞ্জিনিয়ারিং বা অন্যান্য শাখার ছাত্রের জন্য করা হয় না?

শুনি যে, ডাক্তাররা গ্রামে যেতে চান না। আমি সম্পূর্ণ একমত যে গ্রামের মানুষদের ভালো চিকিৎসাতে অধিকার আছে। কিন্তু গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে প্রায়ই দেখা যায় যে, একটু জটিল রোগ হলে সেই চিকিৎসার পরিকাঠামো নেই; রোগী বা তাঁর বাড়ির লোক সেটা বোঝেন না, উলটে রাগ গিয়ে পড়ে ডাক্তারের ওপর, যেখানে ডাক্তারের করার কিছুই নেই। অবশ্য ডাক্তারদেরই রোগীর বা তাঁর বাড়ির লোকেদের উষ্মার মুখোমুখি হতে হয়, কারণ ডাক্তারদেরই হাতের কাছে পাওয়া যায়।

ভালো ডাক্তার হলে যেমন সম্মান আছে, তেমনি সমস্যাও বহু। তবুও, এত কিছুর পরেও বলি যে, একজন রোগী সুস্থ হয়ে যখন বাড়ি ফেরেন, আর রোগীর এবং তাঁর বাড়ির লোকের মুখে যখন হাসি দেখি, তখন সব 'সমস্যা'গুলি ভুলে যাই। আর্ত মানুষের মুখের হাসি দেখার থেকে ভালো কিছু নেই। সেই প্রাপ্তির থেকে বেশি প্রাপ্তি খুব কমই আছে। তা অমূল্য।

'আরোগ্য নিকেতন' ছবিতে ডাক্তার জীবনমশাইয়ের ভূমিকায় বিকাশ রায়।

পারস্পরিক অবিশ্বাস

তেরোর পাতার পর

কোনও অবিশ্বাস বা সন্দেহের মেঘ তো ক্ষণিকের জন্যও দেখা দেয়নি মনে!

কয়েক বছর আগে, পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত একজন ভবঘুরে মানুষ যখন 'আননোন' নামের বেড হেড টিকিটে মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সিতে পুলিশের সাহায্যে ভর্তি হলেন, দেখা গেল অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের ফলে তাঁর আশু রক্তের প্রয়োজন। রক্তের গ্রুপ এ নেগেটিভ। এদিকে, আমাদের ব্লাড ব্যাংকে তখন এক ইউনিটও এ নেগেটিভ মজুত নেই। দিশেহারা হয়ে অন্য ব্লাড ব্যাংকে ফোন করছি, এমন সময় একটি অল্পবয়সি ছেলে এগিয়ে এল। জানাল, সে সার্জারির ইন্টার্ন, তাদের ইউনিটেই ওই অনামা আহত লোকটি ভর্তি হয়েছেন। তার নিজের গ্রুপ এ নেগেটিভ। সে যাত্রায় সেই তরুণ ডাক্তারের রক্তে বেঁচে গিয়েছিল একজন পরিজনহীন রোগীর প্রাণ।

করোনা অতিমারির সময় নিজে কোভিড এবং ডেঙ্গি আক্রান্ত হয়ে ভর্তি হয়েছিলাম কলকাতা মেডিকেল কলেজের সিসিইউতে।

অর্ধচেতন অবস্থায় সারা শরীরে অসংখ্য মনিটর আর নাকে অক্সিজেনের মাস্ক আটকানো অবস্থায় বিজাতীয় পোশাক পরা কিছু মানুষের আপ্রাণ ছোটাছুটি দেখতাম, যাদের আমি চিকিৎসাকর্মী বলে জানি-- অথচ ওই পিপিই পোশাক ভেদ করে তাঁদের কোনও পরিচয় খুঁজে পেতাম না--- কে ডাক্তার, কে সিস্টার, কে সাফাইকর্মী, কিছু বুঝতাম না। শুধু জান্তব যন্ত্রণায় গোঙাতে থাকলে ওঁদেরই মধ্যে কেউ শশব্যস্ত হয়ে এসে আমার যন্ত্রণা লাঘবের চেষ্টা করে যেতেন, ভিজে ডায়াপার বদলে কিংবা অক্সিজেনের ফ্লো বাড়িয়ে-- তখন একবারের জন্যও মনে হয়নি যিনি আমার পরিচর্যা করছেন, তিনি আদতে কে? নারী না পুরুষ?

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আন্তরিকতার যে স্পর্শের জন্য কাঙাল হতাম, সেই স্পর্শ একজন মানুষের।

ঠিক কবে থেকে মেডিকেল কলেজগুলির শিক্ষক ও পড়ুয়া, প্রশাসক এবং চিকিৎসক, রোগী আর ডাক্তারের সম্পর্কের সমীকরণ এতখানি বদলে গেল? কবে থেকে আরম্ভ হল পক্ষ এবং প্রতিপক্ষ তৈরির সর্বনাশা খেলা? আরজি কর হাসপাতালে ঘটে যাওয়া সাম্প্রতিক মর্মান্তিক ঘটনাটির আগে তেমন করে কিছুই বুঝিনি। তবে খবরে প্রকাশ, খেলা চলছিল অনেক আগে থেকে। ষড়যন্ত্রের কুশীলবরাও লোকচক্ষুর আড়ালে অনেকদিন ধরেই সক্রিয়। আমরা এতদিন জানতে পারিনি সেভাবে।

চিকিৎসক হিসেবে, সেই অজ্ঞতার কিছুটা দায় আমাদের সম্মিলিত ঔদাসীন্যের উপরও বর্তায়। আজ যে ডাক্তারের সাদা অ্যাপ্রনের নিষ্কলুষ শুভ্রতা আমাদের নিজেদেরই চোখে ঘোলাটে হয়ে আসছে, তার দায়িত্ব বর্তমান চিকিৎসককুলকেই নিতে হবে।

'নোবেল প্রফেশনে'র মুখোশ ছিঁড়ে যে লোভী, নিষ্ঠুর, ক্ষমতালিপ্সু মুখটা বেরিয়ে আসছে, তার লজ্জাও বহন করতে হবে সমপেশাজীবীদের, এ কথা অস্বীকার করার নয়।

নতুন প্রজন্মের চিকিৎসকদের কাছে আর্জি, আমাদের দিন গিয়েছে অস্তাচলে। এখন পুরাতন জঞ্জাল পরিষ্কার করে, পারস্পরিক বিশ্বাস আর নির্ভরতার আবহ ফিরিয়ে আনার গুরুদায়িত্ব তোমাদের কাঁধেই রইল। সঞ্জীবন পাঠশালা আবার তার হৃতগৌরব ফিরে পাক, আপন ঘরের পরেই হাসপাতাল হোক পৃথিবীর নিরাপদতম স্থান--- লিঙ্গ, বয়স, আর্থসামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে যেখানে মানুষ নির্ভয়ে, নির্দ্বিধায় আরোগ্যলাভের আশায় ছুটে আসতে পারে।

কুণাল ডাক্তারের অন্যরকম গল্প

তেরোর পাতার পর

ডাক্তারকে দেখিয়ে তিনি যে বিশেষ বিশেষ পরীক্ষা লিখবেন তাই করাবি। দেখ, মাস্টার চেকআপে কত অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা হয়। বলতো, তুই তো পদার্থবিদ্যার শিক্ষক। আমাদের সবার শরীরেই জিংক, মলেবডিনাম, সেলেনিয়াম ইত্যাদি পদার্থের মাত্রা নিরূপণ করার কী প্রয়োজন আছে! তুই হয়তো বলবি, আমার অর্থ আছে, আমি বারবার আমার দেহ পরীক্ষা করাব। ঠিক, গণতান্ত্রিক দেশে তোর স্বাধীনতা আছে তোর শরীর নিয়ে খেলা করার। কিন্তু পরিবেশের কথাও তো ভাবতে হবে। যত তোর মতো মানুষ বারবার পরীক্ষা করাবে ততই সব ল্যাবরেটরি ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারকে খুলে রাখতে হবে। তুই কী লক্ষ্য করেছিস বিগত দুই দশকে শহরাঞ্চলের পাড়ায় পাড়ায় ব্যাঙের ছাতার মতো ডায়াগনস্টিক সেন্টার গজিয়ে উঠেছে। মানুষের চাহিদা বাড়ছে বলেই তো ল্যাবরেটরিগুলি বেঁচেবর্তে আছে। তুই কি জানিস, প্রতিটি ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি থেকে যে পরিমাণ কার্বন পরিবেশে নির্গত হয় তা পরিবেশের জন্য বিপজ্জনক। দিন-দিন চারপাশের তাপমাত্রা বেড়েই চলেছে, মানুষ বাড়িতে বাড়িতে এয়ারকন্ডিশনিং ব্যবহার করছে। ল্যাবরেটরিগুলি, অফিসগুলি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করছে। তার ফলেই তো আমাদের চারপাশের বাতাস ক্রমাগত দূষিত হচ্ছে, চারপাশের তাপমাত্রা বাড়ছে। তিল তিল করেই বিষের সাগর হয়ে উঠছে। তাই বলি, তোমাদের মতো শিক্ষিত মানুষের স্বেচ্ছাচারিতা যদি বন্ধ না করা যায়, তোমাদের ব্যবহারের যদি আমূল পরিবর্তন না করা যায় একদিন দেখবে আমাদের চারপাশের বাতাসে আগুন ধরে যাবে, সেই দাবানলে আমাদের সবাইকেই পুড়ে মরতে হবে।

তড়িৎবাবু প্রলয়ের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলেন। তাঁর মনে হল, কথাগুলো সত্যি যুক্তিপূর্ণ। আমিও তো কলেজ ছাত্রদের এটাই পড়াই, কিন্তু সেটা মানে কে? আমার একার মেনে কী হবে সবাই যদি না মানে, সরকার-রাষ্ট্র যদি ব্যবস্থা না নেয় তবে আমার একার নীতিপরায়ণতায় কাজ হবে। সরকারই প্রতি নতুন নতুন ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরি খোলার পারমিশন দিচ্ছে, আমি তো কোন ছাড়। প্রলয়কে বললে, তোমার ওই নীতিকথা রাখো। আমি কিন্তু মাস্টার চেকআপ করেই যাব। আমার মনে হয় সরিতের যুক্তিটাই ঠিক। প্রলয় হতাশ হয়ে বলল, তোমাদের কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। একমাত্র যেদিন প্রকৃতির হাতে ঠ্যাঙানি খাবে সেদিনও তোমাদের সংবিৎ ফিরবে। বলে প্রলয় চলে গেল।

একাল ও সেকাল

তেরোর পাতার পর

অনেক সময় হাসপাতালে ভাঙচুরের মতো পরিস্থিতিও হয়েছে। মনে আছে বাবরি মসজিদ ভাঙার দিন আমার চব্বিশ ঘণ্টা ডিউটি ছিল পার্কসার্কাসের মতো জায়গায়। সারাদিন ধরে নানা ছোট-বড় গণ্ডগোল হচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু আমরা নিজেরাই সবকিছু সামলে নিয়েছিলাম। বাইরে থেকে পুলিশ বা অন্য কাউকে হস্তক্ষেপ করতে হয়নি।

এই সময়ের প্রায় ৩০ বছর পরে, যখন আমি একটি মেডিকেল কলেজের ইমার্জেন্সি বিভাগের প্রধান, তখন সময় বদলে গিয়েছে। জুনিয়ার ডাক্তারদের হাতে হাতে এখন মোবাইল। কলবুক নামক বস্তুটি অতীত। রাতের ডিউটিতে এখন আর নিজেদের মধ্যে সেরকম গল্প হয় না। যে যার স্মার্টফোন নিয়েই ব্যস্ত থাকে। অবশ্য মোবাইল থাকাতে এখন অনেক সুবিধা- যখন তখন কল করে ডেকে নেওয়া যায়। তাই সবাই এখন একসঙ্গে একটা ইউনিট রুমেও থাকে না।

কোনও কঠিন কেস এলে প্রফেসরদের সঙ্গে কথা বলাটাও অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। নেট ঘেঁটে কোনও বিরল রোগের লিটারেচারও হাতের মুঠোয় চলে আসছে। কিন্তু কেন জানি না আমার মনে হয় সেই পুরোনো নাইট ডিউটির সময়টাই যেন ভালো ছিল। পারস্পরিক সম্পর্কের আদানপ্রদান, গভীর বন্ধুত্ব থেকে প্রেম সবকিছুরই সাক্ষী আমরা থেকেছি সেই প্রাক-মোবাইল যুগে নাইট ডিউটি করার সুবাদে। সেই আড্ডাটা আজও মিস করি।

এডুকেশন ক্যাম্পাস

অনুষ্কা বসু মজুমদার, পঞ্চম শ্রেণি, জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল।

সাম্য কুণ্ডু, ষষ্ঠ শ্রেণি,
গুড শেফার্ড স্কুল, বাগডোগরা।

তীর্থদীপ মৈত্র, অষ্টম শ্রেণি,
নর্থ পয়েন্ট রেসিডেন্সিয়াল স্কুল,
রানিডাঙ্গা, শিলিগুড়ি।

বিপাশা সাহা, মালদা কলেজ, বিএ প্রথম বর্ষ।

অদ্রিজা দাস, তৃতীয় শ্রেণি, নিবেদিতা অ্যাকাডেমি, কালিয়াগঞ্জ।

শ্রেয়সী সরকার,
উত্তরায়ণ কলেজ অফ এডুকেশন, কোচবিহার।

দিশা বণিক, ষষ্ঠ শ্রেণি,
দিনহাটা গার্লস হাইস্কুল।

ছেড়ছাড়

যশোধরা রায়চৌধুরী

আঁকা : অভি

সকালে একটা মিটিং ছিল মিনিস্ট্রিতে, তারপর নিজের অফিসে বেলা গড়িয়ে ফিরেই তমালী একটা অদ্ভুত গন্ধ পেল। পোড়া পোড়া গন্ধ। মাঝে মাঝে এরকম পায়। কোথাও কিছু নেই, ওর হঠাৎ ভয় ভয় করে। ফোনে সুমেধাকে একটা কথা বলতে গিয়েও বলে না, সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে দেখে ফায়ার সেফটির যন্ত্রটা লাল আলোতে বিপবিপ করছে। এই অফিসে কি কোনও কথা বললে কর্তৃপক্ষ শুনে নিতে পারে? এভরিথিং ইজ ওয়ার্ড? তার লাগানো আছে এই এয়ার পিউরিফায়ারের ভেতরে? তার ডেস্কে রাখা ডেস্কটপেও কি গোপন ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন বসানো আছে? তার সব কথা শুনে নিচ্ছে কেউ?

আজকাল পোড়া গন্ধ পেলে তমালী আর এদিক ওদিক পাওয়ার আউটলেটের পয়েন্টগুলো চেক করে না, কোথাও কোনও ইকুইপমেন্টের গোড়ায় কালচে রং ধরেছে কি না, কোনও তার থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে কি না চেক করে না। ঘরে ক'টা ইকুইপমেন্ট? এদিকে ডেস্কটপ, ওদিকে প্রিন্টার, পাশে ওয়াই ফাই-এর রাউটার। তারপর এয়ার পিউরিফায়ার। অন্যদিকে স্ট্যান্ডপাখা। একটা এসি মেশিন আছে দূরে। গোঁ গোঁ শব্দ করে।

কোথাও কিছু পুড়ছে।

তমালী বুঝতে পারে, এইভাবেই সন্দেহ, ভয়, চাপ চাপ বোধ দিয়ে শুরু হবে। তারপর আমাদের বুকের একেবারে তলদেশের একটা ভালোবাসার কথা আমরা ভুলে যাব। অনেক দূরে অনেক নীচে কোথাও নির্বাসিত হবে সেই ভালোবাসা আর সেখানেই থেকে যাবে। তার তল থাকবে না, কূল থাকবে না, সে থকথকে কালো নরম অন্ধকার একটা পুকুর হয়ে থেকে যাবে। সেই পুকুরে ডুব দেবার আশা আমরা করব, কিন্তু কেউ সেজন্যে কোনও কাজ করবে না। তমালীও করছে না। সুমেধা ভীষণ চেঁচিয়ে কথা বলে। সব সময় উত্তেজিত। ফোনের রিসিভারটা তাই ও কান থেকে অনেকটা দূরে ধরে রাখে।

ধ্রুবকে বিয়ে করেছিল তমালী অনেকদিন আগে, সেই আঠারো বছরের ভার ওর বুকের ওপর চেপে থাকে। মধ্যে মিটমাট করে নিতে চেয়েছিল। ওরা ডিভোর্স ফাইল করেনি। দুজনেই তেতো মুখ করে দিনযাপন করেছিল। তমালীর কেরিয়ার ভালো ছিল বলেই ধ্রুব ওকে নিয়ে এত বিরক্ত থাকত সারাক্ষণ? ঈর্ষা করত? অন্য আপিসে বদলি নিয়ে অন্য শহরে চলে গিয়েছিল সেজন্যেই? সেটা শুরুর দিক ছিল। তখন ভালো করে বোঝা যেত না কোন কারণে কী হচ্ছে।

মধ্যে ছ' বছর একসঙ্গে থেকেছে ওরা। বাচ্চা অ্যাডপ্ট করেছে। তারপর একদিন জানতে পারল ধ্রুবর অন্য অ্যাফেয়ার। ছেলেকে সামনে বসিয়ে আলোচনা করেছে ওরা সেসব।

আমি তোর সঙ্গে অন্তত লুকোছাপা করব না, গুন্ডা।

গুন্ডার বারো বছরের চোয়াল শক্ত হয়েছে। এরপর হয়তো গুন্ডা নিজের বাবা-মাকে খুঁজতে বসবে। নিজের বাবা-মাকে একটা বাচ্চা খোঁজে, যার বাবা-মা তাকে দিয়ে দিয়েছে। ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছে হাসপাতালে। তাকে যারা নিল, তারাও দুটো অসুখী বাবা-মা। গুন্ডা সিনেমা দেখে শিখেছে, ভূতের সিরিজ দেখে, ভটকতি হুই আত্মারা ঘুরে বেড়ায় পুরোনো বাড়ির আনাচে-কানাচে। গুন্ডার জীবনে দু'সেট বাবা-মা, দুটোই বিফল দম্পতি। ভটকতি হুই।

তমালী গতকাল গুন্ডার হোমওয়ার্কের খাতাপত্র চেক করছিল। একটা আঁকা খুঁজে পেয়ে খুব ডিসটার্বড ফিল করল। সাদা কাগজে একটা মেয়ের অবয়ব, গুন্ডার পক্ষে কতটাই বা অ্যানাটমি আঁকা সম্ভব, তাও বোঝা যাচ্ছে নগ্ন মেয়ে। কালো দিয়ে আঁকা। আর তার ওপর লাল প্যাস্টেল নির্মমভাবে ঘষা হয়েছে। ঘষতে ঘষতে পাতাটা প্রায় ছিঁড়ে গেছে।

কী প্রচণ্ড ব্যর্থ ক্রোধ আক্রোশ অথবা হিংসা আছে এই ছবিতে। ফেসবুকে আরজি করের মেয়ের ছবি দিচ্ছে কত বাবা-মা, ছেলেমেয়ের আঁকা। ছ' বছর, সাত-আট বছরের বাচ্চারা আঁকছে। লাল রঙে চোবানো। তমালীর মাঝে মাঝে মনে হয়, বাচ্চাদের রং পেন্সিল আর প্যাস্টেলের বাক্স থেকে লাল রংগুলো সরিয়ে দাও, বাবা-মায়েরা। অথচ আজ ও নিজেই পারল না। পারেনি।

অফিসে পোড়া গন্ধের অনুসন্ধানে গেল না তমালী। ড্রয়ার থেকে বের করে নিল রুম ফ্রেশনারটা। স্প্রে করে দিল চারিদিকে। খানিকক্ষণ ল্যাভেন্ডার গন্ধ থাকুক। পেট চুঁই চুঁই করছে। ধোকলা আর কাজুবাদামে শানায়নি। লাঞ্চে তো কিছু খেতে হবে। দেখল তিনটে বেজেছে। দেবেশকে ডাকল। দেবেশ দিল্লি অফিসে তার ম্যান ফ্রাইডে। এখন এই অবেলায় পাউরুটি ডিম বানানোর অর্ডার ক্যান্টিনে দিয়ে আসতেও দেবেশ, আবার পাশের দোকান থেকে মাথা ধরার ওষুধ বা চুলকুনির মলম আনতেও দেবেশ।

গুন্ডা আজকাল স্কুল থেকে ফিরে ফাঁকা বাড়িতে একা থাকে অনেকক্ষণ। মুম্বই থেকে ধ্রুব ওকে ফোন করে ঠিকই, মাঝে মাঝে অনেক সময় ধরে কথা বলে বাবা ছেলে। ওটুকুকেই পজিটিভ ভেবে আঁকড়ে ধরতে চায় তমালী। বুকের মধ্যে ভালোবাসার পুকুরের কালো নরম জলটা খোঁজে।

২

মিলিন্দ সাহু। কেরিয়ারের মধ্যগগনে। অফিসারটার এগেন্সটে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের মামলা চলছে। আজ তারই অর্ডার বেরোল। ওকে হেডকোয়ার্টারের একটা নমিনাল পোস্ট থেকে তুলে দিয়ে, দক্ষিণের রিজিওনাল হেড করে পাঠাচ্ছে কর্তৃপক্ষ।

যাকে হেডকোয়ার্টারসের এক কোণে ফেলে রাখার কথা ছিল, তাকে কী করে ফিল্ডে পাঠায়! ছেলেটা নিজের আগের রিজিওনাল আপিসে, আহমেদাবাদে কী করে এসেছে! মারাত্মক চার্জ আছে সদ্য পাশ করে বেরোনো এক তরুণী জুনিয়ারকে হ্যারাস করার। সেক্সুয়াল ফেভার চাওয়ার। মেয়েটা ঝরঝরে ইংরেজি বলে, হিন্দি বলে, কথায় জড়তা নেই। মেয়েটার বাবাও অফিসেই কর্মী ছিলেন। ও চাকরি পেয়েছে বাবার মৃত্যুর পর, কম্প্যাশনেট গ্রাউন্ডে। অফিসশুদ্ধু লোককে ও কাকু বলে ডাকে।

সেদিন একটা রিভিউ মিটিংয়ে তমালী হঠাৎ এই বিবরণ শুনল। ফ্রিজ করে গেল খানিকক্ষণের জন্য। এই মিলিন্দ আর সে প্রায় এক সময়েই একই অফিসে জয়েন করেছিল। পাশাপাশি ঘরে বসত। মিলিন্দ নিজের টেবিল চেয়ারে বসে থাকতে পারত না, ঘুরে ঘুরে বেড়াত। তমালীর ঘরে এসে তমালীর চেয়ারের পেছন দিয়ে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে ওর ব্যাগ থেকে বোরোলিন বের করে নিত। মিলিন্দকে কিছু বলার আগেই সে এই অদ্ভুত কাণ্ড করেছে একাধিকবার আর তখনও প্রতিবার ফ্রিজ করে গেছিল তমালী। কিছু বলতেই পারেনি। বললে কী বলতে হত, আমার প্রাইভেট স্পেসে হস্তক্ষেপ করবে না মিলিন্দ? হ্যা হ্যা করে একান ওকান এঁটো করা তরুণ মিলিন্দ জানত ধ্রুবর সঙ্গে সেপারেটেড থাকে তমালী। একা মেয়েকে সেক্সুয়াল ফেভার নেবার জন্য এমন করত? ইয়ার ইয়ার করে কথা বলত মিলিন্দ। যেন ভীষণ বন্ধু।

মেয়েদের হ্যান্ডব্যাগ। অসম্ভব ব্যক্তিগত একটা জিনিস। সেটায় হাত দিতে পারে কেউ এই বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে?

হ্যান্ডব্যাগ টেবিলের ভেতরের দেরাজে রেখে দেওয়া শুরু হল।

আব্বে ইয়ার, তুমহারা ও বোরোলিন দো। মিলিন্দ পরদিন এসে বলল।

তমালী রুখে উঠে বলেছিল, যা তেরা আপনা খরিদ লে।

ওইটুকু পেরেছিল, কিন্তু আজ, একটা কুড়ি বাইশ বছরের তরুণী কী বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেছে মিলিন্দের অসভ্যতার। জুনিয়ার অফিসার বলে তাকে রাত সাতটা আটটা ন'টা অব্দি সামনে বসিয়ে রাখত মিলিন্দ, লোক পাঠাত মেয়েটার গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য, এমনকি মিলিন্দ নাকি ওর চাকরি খেয়ে নেবে ধমকি দিয়েছিল।

তবু মেয়েটার লিখিত কমপ্লেন্ট আর দীর্ঘ প্রশ্নোত্তর পর্বে চটপটে উত্তরের পরও, ইন্টার্নাল কমপ্লেন্ট কমিটি কেন কিছুই করতে পারল না? সবটাই সারকামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স বলে? মিলিন্দ আর মেয়েটা, দুজনেরই বয়ান বাদে, তৃতীয় কেউ মুখ খুলল না বলে? অন্য যারা, কাকু বলে যাদের ডাকে মেয়েটা, তাদের সবার চাকরি যায় যায় হয়েছিল, তাই-ই, ওরা যা বলল সব ভেগ, ঝাপসা, ছায়ামায়া মেশানো। কোনও সলিড গ্রাউন্ড পেল না কেসটা।

এখন এসব শুনল মৃদুলা ম্যাডামের কাছে তমালী। ভেতরটা ঠান্ডা হয়ে গেল।

চকচকে টাকের ওপর চারটে চুল নিখুঁত আঁচড়ানো, কর্মিষ্ঠতার প্রতিমূর্তি ভগবানদাস খুল্লার সোফার একদিকে হেলে বসে হাসলেন। মিলিন্দ সাহুটাকে আবারও ছেড়ে দিল? একেবারে অপদার্থ, তার ওপর মহা চোর।

পিওর তসর কিন্তু ব্রিদ করে, জানো তো? হালকা হয়। পরলে কষ্ট হয় না কোনও। গ্রীষ্মকালেও আজ সেই তসর পরে এসেছিল মৃদুলা সিং, সারা জমিতে কলকা ছাপা। মধ্যপ্রদেশের খাঁটি জিনিস। মৃদুলা বলল, স্যর, মিলিন্দ কিন্তু সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্টের কেসেও ফেঁসেছিল। ওর এগেন্সটে আমরা অনেক খেটে কেস দাঁড় করালাম, কিন্তু ধোপে টিকল না। টপ বস বললেন এই বেসিসে কারুর চাকরি খাওয়া যায় না। তখন তো আপনারা চুপ রইলেন। এখন ওকে আবার ফিল্ডে পাঠাল। এবার? আবার কোন জুনিয়ার মেয়েকে ধমকির বদলে ফেভার নেবে। সঙ্গে নিয়ে ক্রিকেট দেখবে।

মিলিন্দের ওই কেসের ব্যাপারে আগেও কোনও পুরুষকে মুখ খুলতে দেখা যায় না। পিএস-এর সঙ্গে ফ্লার্ট করা, অধস্তন

ছোটগল্প

মেয়েদের সঙ্গে ছেড়ছাড় করা, ওটা ভারতীয় ক্ষমতাবান পুরুষদের জন্মগত অধিকার। তাই একটু আহা ইশ, এর বেশি কেউ কিছু বলল না। এক কাপ কফির সঙ্গে গুনগুন করে আলোচনা চলল মেয়ে অফিসারদের ঘরে। মেয়েরা মেয়েদের বলল, জানিস, লোকটা কী করেছে, আবার নতুন অফিসে গিয়েও শুরু করে দিয়েছে। তারপর একটা ছবি হঠাৎ হোয়াটসঅ্যাপ থেকে হোয়াটস্যাপে ঘুরতে শুরু করল, মিলিন্দকে অফিশিয়াল ডিউটির সময় দেখা গেছে কলকাতার একটা বিখ্যাত টি টোয়েন্টি ম্যাচে। বিখ্যাত চ্যানেলের বিখ্যাত লোগোসমেত স্ক্রিনশট। আজকাল ক্রিকেট ম্যাচেও তো দর্শকাসনের র‍্যান্ডম শট আসে। ক্যামেরা ঘুরছে সর্বত্র। সবার মুখের ওপর দিয়ে। কয়েক মুহূর্ত মিলিন্দের মুখের ওপর স্থায়ী হয়েছিল ক্যামেরাটা।

একটা ছবি দিয়ে কী হয়। শোনা গেল কমপ্লেন্ট আসার পর যে মিটিং হয়েছিল তাতে মৃদুলা ম্যাম, এইচআর হেড, আর ওই মিলিন্দকেও ডাকা হয়েছিল। ক্লোজড ডোর মিটিং। যে অভিযুক্ত তাকে নিয়েই মিটিং। নাহ, ওর তো কেউ শত্রুতাও করে থাকতে পারে, আর তাছাড়া, অভিযুক্তের আত্মপক্ষ সমর্থনের তো ইয়ে আছে আমাদের মতো গণতান্ত্রিক ইয়েতে।

৩

প্রেমের কথা বল। ধর্ষণের চেয়ে প্রেম অনেক বেশি জোরালো। তমালী এফএম রেডিওতে পুরুষালি কণ্ঠের প্রিয় রেডিও জকির গলায় এইসব নতুন কনসেপ্ট শুনল। তারপর চলল প্রেমের শেরশায়েরী। তারপর নস্টালজিক গান, কিশোর, রফি, লতা।

কী জানি, প্রেমের পর্বটাতেই হয়তো ভীষণ ভুল করে ফেলেছিল তমালী, তাই ওর প্রেমই টিকল না। সেই পুকুর, যার তল নেই, কূল নেই, অনেক নীচে আর অনেক দূরে। সেই প্রথম দিকে, দিল্লির প্রথম পোস্টিং।

ধ্রুব ওকে ছেড়ছাড় করত। প্র্যাক্টিকাল জোক। ধ্রুব বলত ও তমালীর প্রেমে পড়েছে। পরে এও শুনেছিল, কলিগদের সঙ্গে একশো টাকা বাজি রেখেছিল তমালীকে পটাবে বলে। অনেক পরে অন্যেরা বলেছিল ওকে। একটু একটু ভাব হয়েছিল কফির ডিসপেন্সারের সামনে। করিডরে বেরিয়ে। তারপর হাতে হাত রাখা। তারপর একদিন রাস্তায় ধ্রুব অন্য লোকের থেকে ওকে রক্ষা করতে চাইল। পিভি আর সিনেমার কাছে, খান মার্কেটের এই এলাকাটায় লেবানিজ খাবারের দোকান আছে, ওখানে দুর্দান্ত ভালো শোয়ার্মা পাওয়া যেত। সে র‍্যাপস যদি খাও, সঙ্গের স্যালাডে ভিনিগারে আশানো বিটের, লাল মুলোর টুকরোগুলো চেখে চেখে খেও। পেঁয়াজের আচারও। ওরা শোয়ার্মা রোল হাতে নিয়ে আস্তে আস্তে গল্প করতে করতে হাঁটছিল।

একটা লোক গায়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, তমালীর বাহুতে সজোরে কনুই মেরে গেল। তমালী থেমে, লোকটার দিকে আগুনচোখে তাকিয়ে, হিন্দিতে বলেছিল একটা গালাগাল।

ধ্রুব বলেছিল, হরিয়ানভি ওই শাকিলার মতো তুমিও মুখ চালাবে তাই বলে? তোমার থোবড় অবশ্য শাকিলার থেকে ভালো। শোনো তমালী, আমায় একটু সুযোগ দাও, আমি একটু প্রোটেক্ট করি তোমায়। ছ'ফুটিয়া বয়ফ্রেন্ড যার আছে তার কীসের ভয় মলেস্টারের।

তমালীর কাঁধ জড়িয়ে নিয়েছিল বলিষ্ঠ পুরুষালি বাহু।

তমালী রুক্ষ হয়ে উঠেছিল হঠাৎ। রেগে ধ্রুবর হাত সরিয়ে দিয়েছিল। কর্কশতার একটা নতুন মান রচনা করে, বলেছিল, এই, এই, সরে যাবি তুই। আমার রাস্তা আটকাবি না।

ধ্রুব প্রথমটা চমকে গেছিল, সরেও গেছিল কিছুটা। ভালো লাগেনি তমালীর ব্যবহার। তারপর পাত্তা না দিয়ে, একটা ঘাড়ের চমকানোর ভঙ্গি করে কলার তুলে হেঁটে গেছে পাশে পাশে। পুরুষ না? অত সহজে ঘাবড়ালে চলে? পা দিয়ে যে কেউ ডলে যাবে? ছিঃ! সেদিন থেকেই ধ্রুবর সঙ্গে ওর অনির্বচনীয় দূরত্বের শুরু হয়তো? ও সেদিন বুঝতেই পারেনি। খুব বোকা ছিল ও।

তমালী, ধ্রুবর সঙ্গে একটা ছবির মতো ডেস্টিনেশন ওয়েডিং, ছবির মতো ছোট ফ্ল্যাটের ইএমআই, ছবির মতো পরিবার, বাবা-মা-সন্তানের ত্রিকোণ, মাথার ওপর ছাদ, এইসবের কথা ভেবে নিয়ে যে ফুলকাটা ফুলকাটা স্বপ্ন বুনল, তার অধিকাংশ ইনপুট তো সমাজ, টিভি সিরিয়াল আর হরলিক্সের বিজ্ঞাপন থেকে এসেছিল।

তমালী বাড়ি ফেরার পথে অনেকটা আগে নেমে পড়ল আজ। হাঁটবে খানিক। হাঁটলে মাথার মধ্যে বুদ্ধিগুলো খেলতে থাকে। ও এই মুহূর্তে চাইছিল ভাবতে। গুন্ডা বড় হচ্ছে। গুন্ডার সঙ্গে কথা বলতে হবে। গুন্ডা যেন যত্ন শেখে, ভালোবাসাও। একদিন অন্ধকার নরম জলে ভর্তি পুকুরটাকে গুন্ডা খুঁজে পাক।

কাগজের বুকে লাল প্যাস্টেল ঘষে কাগজটাকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিতে পারার হিংস্রতা পেরিয়ে।

সপ্তাহের সেরা ছবি

ইউরোপ জ্বলছে। তাপমাত্রা বাড়ছে প্রতিদিন। স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ার রাজপথে ফোয়ারার ধারে বসে পর্যটকরা। যদি কোনওভাবে মুক্তি পাওয়া যায় গরম থেকে!

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

গুহ্যকালী, অহল্যাবাই এবং মহারাজ নন্দকুমার

পূর্বা সেনগুপ্ত

পর্ব - ১৩

কাশীরাজ চৈত সিং হেস্টিংসের পরিকল্পনা জানতে পেরে খুব শঙ্কিত হলেন। তিনি ইংরেজদের থেকে মূর্তি রক্ষার্থে, নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিগ্রহকে অনির্দিষ্টকালের জন্য নির্দিষ্ট একটি স্থান নির্বাচন করে জলে লুকিয়ে রাখেন।

তৎকালের রাজন্যবর্গই গৃহদেবতার আসনকে মহিমময় করে তুলেছিলেন। বীরভূমের গুহ্যকালী একটি গুরুত্বপূর্ণ দেবালয়। এই মন্দির বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হলেও এর মূল নিহিত আছে বাঙ্গলার বাইরে। এই দেবীর মূর্তি অভিনব এবং এই বিগ্রহের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এক বিখ্যাত রানির নাম। তিনি হলে ধর্মপ্রাণা রানি অহল্যাবাই। দেবী গুহ্যকালী আজও অহল্যাবাই-এর স্মৃতিবহন করে। কীভাবে এই সংযোগ তৈরি হয়েছিল তা আমরা ক্রমে বর্ণনা করব।

মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বপ্রান্তে ঐতিহাসিক গ্রাম ভদ্রপুর। সেই গ্রামের সংলগ্ন পশ্চিমপ্রান্তের একটি ছোট্ট গ্রাম বীরভূম জেলার আকালীপুর। আকালীপুরের দক্ষিণপ্রান্তে ব্রাহ্মণী নদীর তীরে বিখ্যাত রাজা, মহারাজ নন্দকুমারের স্মৃতিও বহন করছে গুহ্যকালীর মন্দির। বলা যায় দুশো বত্রিশ বছরের এই প্রাচীন মন্দিরের গর্ভে নিহিত আছে ইতিহাসের রংবেরঙের স্তর।

লোককথা অনুযায়ী মগধরাজ জরাসন্ধ পাতালে মন্দিরগৃহ নির্মাণ করে নির্জনে অতি গোপনে গুহ্যকালী বিগ্রহের আরাধনা করতেন। তাঁর দেহাবসানের পর সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়। আনুমানিক দুশো পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে শ্রীমায়ের এই মূর্তিটির সন্ধান পান মহারানি অহল্যাবাই। তিনি শিবলিঙ্গ অন্বেষণের উদ্দেশ্যে খননকার্য শুরু করেন।

এই খননকার্য চলাকালীন এই বিগ্রহ পেলে তিনি বিস্মিত হন। হঠাৎ অদ্ভুত দেবীমূর্তি লাভ করলেও রানি সেই মূর্তিকে প্রতিষ্ঠা বা পুজো করার কথা ভাবলেন না। উপরন্তু তিনি কাশীরাজ চৈত সিং-কে মূর্তিটি প্রদান করেন। কাশীরাজ চৈত সিং অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ ছিলেন। তিনি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে পূজার্চনা শুরু করলেন। তদানীন্তন ইংরেজ গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস কাশীর এক বাংলোতে বসবাস করছিলেন। তিনি কাশী রাজ্যের নতুন প্রতিষ্ঠিত কষ্টিপাথরের বৃহৎ, অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত শ্রীমায়ের মূর্তিটির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। শুধু তাই নয়, তিনি বিগ্রহটিকে ইংল্যান্ডের মিউজিয়ামে রাখার পরিকল্পনা করতে থাকলেন। কাশীরাজ চৈত সিং হেস্টিংসের পরিকল্পনা জানতে পেরে খুব শঙ্কিত হলেন। তিনি ইংরেজদের থেকে মূর্তি রক্ষার্থে, নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিগ্রহকে অনির্দিষ্টকালের জন্য নির্দিষ্ট একটি স্থান নির্বাচন করে জলে লুকিয়ে রাখেন।

লোকে জানল, রাজা চৈত সিং নিজের প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তিকে জলে বিসর্জন দিয়েছেন। এইভাবে পৌরাণিক বা মহাভারতের চরিত্র জরাসন্ধের পূজিত দেবী, যে দেবী গুহ্যকালীরূপে গুহ্যভাবে পাতালে পূজিত। সেই দেবী রানি অহল্যাবাই-এর হাত হয়ে জলের তলায় গুপ্তস্থানে বিরাজ করতে লাগলেন।

মহারাজ নন্দকুমারের জন্মভূমি ভদ্রপুর। তিনি কর্মসূত্রে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দেওয়ান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। একজন ধর্মপ্রাণ, উদার, মহানুভব, মানবদরদীও। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরে দেবী প্রসিদ্ধা গুহ্যকালীমাতা মহারাজা নন্দকুমারকে স্বপ্নে জানালেন, দীর্ঘদিন কাশীতে জলের তলায় বাস করছি। তুমি আমাকে উদ্ধার করো। প্রতিষ্ঠা করো। গুহ্যকালী মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে মহারাজা নন্দকুমার ব্যাকুল হলেন। স্বপ্নে তাঁকে দেবী স্থানটিও নির্দিষ্ট করেছিলেন। তাই তিনি মাতৃমূর্তি উদ্ধার ও তা বাসভূমি ভদ্রপুরে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কাশীযাত্রা করলেন।

কাশী নন্দকুমারের কাছে পরিচিত নগরী। কারণ, তাঁর কাকা রঘুনাথ রায় রাজকার্য উপলক্ষ্যে কাশীতে বসবাস করতেন। তাই কাশীতে কাকার গৃহে উঠলেন এবং খুড়তুতো ভাই শম্ভুনাথকে সঙ্গে নিয়ে নন্দকুমার কাশীরাজ চৈত সিং-এর সঙ্গে দেখা করলেন। তাঁকে স্বপ্ন দর্শনের ঘটনা, দেবীর আদেশ ও কাশী আগমনের কারণ বর্ণনা করলেন। কাশীরাজা এই সংবাদ পেয়ে আনন্দিত। তিনি হেস্টিংসের ভয়ে ও তার অগোচরে মাতৃমূর্তি যে স্থানের গঙ্গাবক্ষে লুকিয়ে রেখেছিলেন সেখান থেকে উদ্ধার করলেন। ভদ্রপুরের উদ্দেশ্যে বিগ্রহ সহ নন্দকুমারকে জলপথে পাঠিয়ে দিলেন।

দীর্ঘ গঙ্গাপথ অতিক্রম করে ব্রাহ্মণী নদীতে আসার সময় নন্দকুমারের বাসভবনের কাছাকাছি এসে এক অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল। হঠাৎ নৌকার মাঝিরা তার গতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলল। স্রোতের টানে সেই নৌকা উপস্থিত হল আকালীপুরে। নৌকা নিজের থেকে আকালীপুরে এসে পৌঁছালে সেখানে মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠার স্থান মনোনীত করা হল।

তন্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে নদীতটের কাছে এক বৃক্ষের বেদিমূলে বিগ্রহ অস্থায়ীভাবে স্থাপন করা হল। কিন্তু স্থাপন যতই অস্থায়ী হোক, সেখানে সাড়ম্বরে পূজার্চনা শুরু হয়। এর সঙ্গে শুরু হয় সুরক্ষিত মন্দির তৈরির কাজও। এদিকে জনহিতৈষী নন্দকুমারের কাজকর্ম ইংরেজ কর্তৃপক্ষের ভালো লাগে না। এর ফলে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর বিবাদ ঘটে। শুরু হয় মামলা-মোকদ্দমা। জাল নথিপত্র সহযোগে আদালতে নন্দকুমারকে দোষী সাব্যস্ত করে ১৭৭৫ খ্রিঃ-এর ৫ অগাস্ট তাঁকে ফাঁসির আদেশ শোনানো হয়। তবুও ঈশ্বরে বিশ্বাসী মৃত্যুপথযাত্রী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মহারাজ নন্দকুমারের নির্দেশে তাঁর শোকাচ্ছন্ন পুত্র গুরুদাস রায় অসমাপ্ত মন্দিরে মায়ের প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করেন।

এক শিশুর বলি দেওয়ার পরই দেবীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। বলা হয় পাশের গ্রামে এক মেলা থেকে ছেলেটিকে চুরি করে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু বলি দেওয়ার কিছুক্ষণ পর যখন শিশুর মা মায়ের পা ধরে কাঁদতে থাকেন, তখন নদী থেকে সেই বলি দেওয়া ছেলে জীবন্ত উঠে আসে। এই কালী নৈশলীলা করেন। তার শাড়ি নাকি চোরকাঁটায় ভরে যায়। তাই আরতির পর মন্দির চত্বর নির্জন করে দিতে হয়। এই দেবী নীরবতা ও গোপনীয়তা পছন্দ করেন- তাই তিনি সর্পবিষ্টা গুহ্যকালী। এক হাজার সাপের ফণা, সহস্র নাগ। আবার তিনি সর্প দিয়ে নির্মিত সর্প পৈতে ধারণ করেন। মায়ের আরতি নাকি গভীর রাত্রে আপনা থেকেই হয়। শোনা যায়, কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ। প্রাচীন সেই বৃক্ষ এখনও আছে। মন্দিরের পাশে আছে শ্মশান। যখন মায়ের প্রতিষ্ঠা হয় তখন একশো আটটি বলি দেওয়া হয়েছিল। চালকুমড়ো, ইক্ষু, পায়রা, ছাগ থেকে নরবলি পর্যন্ত।

দেবীর ধ্যানমন্ত্রটি উল্লেখযোগ্য। সেখানে বলা হয়েছে, দেবী গুহ্যকালী মেঘের মতো কৃষ্ণবর্ণা, পরিধানে ক্ষুদ্রকৃষ্ণ বস্ত্র। তিনি লোলজিহ্ব ও দ্বিভুজা। চক্ষু কোটরগত! হাস্যমুখী ও তাঁর কণ্ঠে নাগহার এবং ললাটে অর্ধচন্দ্র। দেবীর এক জটা আকাশ স্পর্শ করছে। তিনি স্বয়ং শব লেহন করছেন। দেবীর অঙ্গে নাগযজ্ঞোপবীত। তাঁর এক জটা আকাশ স্পর্শ করছে। দেবীর চতুর্দিক ফণাধারী সর্পে বেষ্টিত। কর্ণদ্বয়ে মৃত মুণ্ড দীর্ঘ হয়ে ঝুলে রয়েছে। দেবীর অঙ্গে নাগযজ্ঞোপবীত ও তিনি নাগশয্যায় অধিষ্ঠিতা। গুহ্যকালীর গলায় পঞ্চাশটি নরমুণ্ডযুক্ত মালা। তিনি মহোদরী। তাঁর মাথার উপর সহস্র ফণাধারী অনন্ত নাগ এবং চতুর্দিক ফণাধারী নাগেরা বেষ্টন করে রয়েছে। সর্পরাজ তক্ষক দেবীর বাম হস্তের কঙ্কন আর দক্ষিণ হস্তের কঙ্কন নাগরাজ অনন্ত। তাঁর কটিতে নাগরচিত কাঞ্চী, পায়ে রত্ননুপুর। গুহ্যকালীর বামে বালকরূপী শিব। দেবী গুহ্যকালী প্রসন্নবদনাং সৌম্যা নবরত্ন বিভূষিতা শিবমোহিনী দেবী। তিনি নারদাদি মুনিদের আরাধ্যা। তিনি অট্টহাস্যকারিণী মহাভীমা, সাধকের অভিষ্ট ফলপ্রদায়িনী 'অট্ট হাসংমহাভীমাং সাধকাভিষ্ট দায়িনীম '। এই হল দেবীরূপ।

সাধক না হলে এই রূপ পুজো করা যায় না। এই মন্দির অষ্টকোণাকৃতি দুর্গের মতো। এটি হল অষ্টাঙ্গিক যোগের প্রতীক। অর্থ হল, দেবী সাধককে দিচ্ছেন যম, নিয়ম,আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি যা অষ্টাঙ্গিক যোগের ইঙ্গিত দেয়। গুহ্য কথাটি হল গোপনীয়। দেবীমূর্তির মধ্যেই এই লক্ষণ আছে। ধ্যানমন্ত্রে বলা হচ্ছে দেবী 'সাধকাভিষ্ট দায়িনীম' – দেবী সাধকদের অভীষ্ট প্রদান করেন। সাধকদের অভীষ্ট হল সিদ্ধিলাভ বা ঈশ্বরলাভ করা। ঈশ্বরলাভ করতে গলে যা যা করতে হয় সাধকদের তা মায়ের মধ্যে নিহিত আছে। সাধকদের অষ্টাঙ্গিক যোগ করতে হয় মন্দির তাই অষ্টাকোণাকৃতি। তন্ত্রশাস্ত্রে দেবী কালী প্রথমা মহাবিদ্যা। গুহ্যকালী একটি। অসংখ্য রূপ আছে এবং তাদের পৃথক ধ্যানমন্ত্রও আছে। দেবী গুহ্যকালীর একমুখী রূপে উপাসনা করেছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা, দুইমুখী রূপের উপাসনা করেছিলেন কামদেব, তিনমুখী রূপের উপাসক বরুণ দেব চারমুখের উপাসক অগ্নি দেব পাঁচ মুখের উপাসক মাতা অদিতি, ছয় মুখের উপাসক ইন্দ্রপত্নী শচী দেবী এইভাবে অসংখ্য রূপের সৃষ্টি হয়েছে।

আকালীপুরে অবস্থিত এই মন্দিরে দেবীর একমুখী রূপে। যা ভারতের অন্যত্র এই একমুখী গুহ্যকালীর মূর্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। এই মূর্তির রূপকল্পনা ভয়ংকর। এক খণ্ড কালো কষ্টিপাথর থেকে এই মূর্তি নির্মাণ করা হয়েছিল। আয়তকার দেড়ফুট কষ্টিপাথরের উপর তান্ত্রিক যন্ত্র বা অঙ্কিত মণ্ডলের উপর মা গুহ্যকালী অধিষ্ঠিতা।

প্রচলিত আছে মহারাজের ফাঁসির সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের চূড়ার কাছে উত্তরাংশ বড় ফাটল দেখা দেয়। দেবী গুহ্যকালী সপাবিষ্টা দ্বিভুজা, একহাতে বরমুদ্রা। অপর হাতে অভয় মুদ্রা ধারণ করে আছেন। এই মূর্তির মধ্যে স্বাতন্ত্র্যই বলে দেয় দেবীর মাহাত্ম্য অসীম। মাঘ মাসের কৃষ্ণা রটন্তী চতুর্দশী তিথিতে দেবীর বিশেষ পূজা হয়। এইভাবে গৃহদেবী রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সময় রাজনৈতিক সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে দেবতা আরাধিতা হয়েছেন এমন কাহিনী বিরল নয়। শুধু তাই নয়, এই দেবী কিন্তু গৃহস্থ গৃহে পূজা গ্রহণ না করে পৃথকভাবে আরাধিত হতে থাকলেন। কিন্তু বীরভূমে তন্ত্রের ধারায় দেবীর মাহাত্ম্য সংযোজিত হল। আকালীপুর নলহাটি থেকে খুব বেশি দূর নয়। আবার তন্ত্রের পীঠস্থান তারাপীঠের থেকেও কাছে। গৃহদেবতারূপে আরাধিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েও গুহ্যকালী বাংলার তন্ত্রসাধনার মূলধারার সঙ্গে মিশে গিয়েছেন।

কবিতা

নিরুদ্দিষ্টা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি
কৌশিকরঞ্জন খাঁ

জোৎস্নার কাব্যে সীমান্ত রাত
নদীর বুকে সেতু জন্ম নিচ্ছে।
গত শীতে কারা যেন
ঠিক এইখানে
ঠিক এইভাবে
অনেক দূরে উড়ে যাওয়া মেঘ থেকে
পা ঝুলিয়ে বসেছিল আলোর ঘাড়ে মাথা রেখে।

প্রত্নপাখিদের হারিয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে
লাশ খেয়ে বড় হওয়া মাছের ঘোলাটে চোখে
পারুল ফুল ফুটে ফুটে আছে।

যারা চলে গিয়েছিল,
কেউ চলে যেতে চায়–
ভেসে ভেসে সময়ে দ্রবীভূত সংলাপে
স্বরলিপির সবচেয়ে মিষ্টি শব্দের মতো।

তবুও এই বিশ্বাস নিয়ে বেঁচে আছি —
শূন্যে উড়াল দেওয়া বকের শরীরে
একটি পালক হয়ে রয়ে গেছি
তুমি আমি
চর ও চরাচর
এই নরম আত্রেয়ীর মোহনায়।

একে বুঝি বিচ্ছেদ বলে
অর্পিতা ঘোষ পালিত

ঘর ভর্তি ভাঙাচোরা জিনিস
বেচে দিয়েছি ভাঙাড়িওয়ালার কাছে
তার সাথে চলে গেছে ফাগুনের রং
ধুয়েমুছে সাফ করেছি মনের জ্বর
লক্ষ্মণরেখার ওপারে
ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করে মন্দ বাতাস
পাতাগুলো দুলে দুলে ছুঁয়ে যায় একে ওকে
প্রতিনিয়ত দরজা ও জানলা ধাক্কায়
পর্দা ওড়ে এলোমেলো হাওয়ায়
নতুন ইশারার অপেক্ষায়
অনুভূতিগুলো দ্বিধাহীন পয়গম্বর
বসন্ত ডাকছে দূরে...
বসে আছি অভিমানে
দুজনে দুই ঠিকানায়

ফেরে না কেউ
সুজাতা চৌধুরী

ফেরে না কেউ।
আমিও।
যাই না। ফিরিও না।
স্থানুবৎ শিলার জীবন
অফিসওয়ালারা ব্যাগ গোছায়,
যন্ত্রে আঙুল,
নিষ্ক্রমণ।
আলোময় অন্ধকার।
সিঁড়িতে পায়ের শব্দ
গুনগুন গান
গরম চায়ের কাপে
উষ্ণতা। জীবন।
ফেরে না যারা যায়
আমিও ফিরি না
ফেলে আসা
সময়ের কাছে।

জীবন অভিপ্রায়
ঝুটন দত্ত

জীবন এক মায়াবী জোছনা
পাহাড় চূড়ায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে-
একটা নীল রঙের চাঁদকে একনাগাড়ে দেখা।

আগুনের নদীতে নৌকা নিয়ে ভেসে চলা
একটু একটু করে পেরিয়ে যাওয়া।

মুখচ্ছবি
উত্তম চৌধুরী

স্বাধীনতা, চললে কোথায়!

সে বলেছে---মুখ লুকোনোর
জায়গা খুঁজি অগাস্ট মাসে।

কোথায় কথায় স্বাধীনতা!
কোথায় কাজের স্বাধীনতা!
বিকৃত সব ধ্যানধারণা।

স্বাধীনতার অর্থ হয় না
দুর্নীতির এই চাঙ্গা দেশে।
অন্ধের কোন আয়না থাকে
দেখবে নিজের মুখচ্ছবি!

গলি
অমিতাভ সরকার

অনেকদিন পর আজ আবার স্কুলে ম্যাচ হল
গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমরা ক'জন মিলে লেবু চা খাচ্ছিলাম

ঠিক সময়েই সব হয়েছে
রোদও ভালো ছিল
বৃষ্টি হয়নি বলে মাটির ভিতরটা একেবারে তেতেপুড়ে একসার

সবাই এসেছে
সারা মাঠজুড়ে বুটের ছোপ ছোপ দাগ
একজন লাথি মারলে সবারই পা দিতে হবে
হালকা ফুটবল হলে খেলতে সুবিধা

ধুলোর থেকেও এখানে উত্তেজনাটাই বড়ো
ভালো করলেও ভালোর নাম কেউ নেবে না

শুরুর থেকেই একই জিনিস দেখে আসছি
বলেছিলাম বলে আমি খারাপ
সেই থেকে একই গল্প

ও তাকালেই আমি অন্য দিকে চলে যাই।

মা
গৌতম বাড়ই

অতীত হয়ে গেলে...
দীর্ঘছায়া পড়ে থাকে জল-বালি-ঘাসে
হাঁসেদের ক্রীড়া নরম বাৎসল্যরসে
একটা ছুতোর অপেক্ষায় আছে এ জলমাটিতে
এত দারিদ্র্যর মাঝেও 'মা' উজ্জ্বল
মাকে কখনও গরিব হতে দেখি নাই
মনে-প্রাণে সতেজ শিশির গন্ধ
ছুতো পেয়ে গেলে সাত নম্বর কেবিন-ঘরে
মৃতদেহ পড়ে থাকে নিশ্চল
তারপর ছাই হয় শরীরের মৃত কোষগুলি
আত্মা এখনও আঁধার রাতে ভেসে বেড়ায় তাঁর
আমরা কথা বলি ভবিষ্যতের
যদিও রাতের আড়ালে অদৃশ্য গভীর!
উজ্জ্বল নক্ষত্রের তাপ এসে লাগে শরীরে
আশ্চর্য! দারিদ্র্য এখনও তাঁকে বিন্দুমাত্র মলিন করেনি

ভারত আমার... পৃথিবী আমার

থাইল্যান্ডে ত্রাস তেলাপিয়া

থাইল্যান্ড সরকার 'যুদ্ধে' নেমেছে। অন্য দেশের বিরুদ্ধে নয়। তেলাপিয়ার বিরুদ্ধে। যে সে তেলাপিয়া নয়। বাজার থেকে কানকো টিপে দরদাম করে কিনে আনা যায় না। সেদেশে এখনও পর্যন্ত পাওয়া সবচেয়ে 'আগ্রাসী' মাছ। এই প্রজাতির তেলাপিয়া চেনার একটাই উপায়, চিবুকের কালো রং। তাই হয়তো চিবুক-ভরা নাম 'ব্ল্যাকচিন তেলাপিয়া।' এদের ঠেকাতে সেদেশের পার্লামেন্ট পর্যন্ত ব্যতিব্যস্ত। মাছ ধরলেই মিলবে কড়ি।

প্রাকৃতিক রঙে প্রাণ দেওয়ালচিত্রে

শতাব্দীপ্রাচীন দেওয়ালচিত্রে নতুন জীবন ভরে দিচ্ছেন শিল্পী। কেরলের কুমারানাল্লুর দেবী মন্দিরের দেওয়ালচিত্র সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক রং এবং ঔষধি গাছ দিয়ে তৈরি হলেও বয়সের ভারে ফিকে হয়ে যেতে বসেছিল। কিন্তু শিল্পী গোপী চেভায়ুরের হাতে তা যেন আবার প্রাণ ফিরে পাচ্ছে। নারকেলের মালায় প্রাকৃতিক রং গুলে দেওয়ালচিত্র পুনরুজ্জীবিত করছেন তিনি। এই রং জোগাড় করা মুখের কথা নয়। দেশের নানা প্রান্তে ঘুরে বিভিন্ন উপাদান এনে কাজ করছেন তিনি।

রাজার ১৬ নম্বর স্ত্রী রাষ্ট্রপতির মেয়ে

ভালোবাসলে কত কী না করা যায়। আফ্রিকা মহাদেশের ছোট 'সাম্রাজ্য' এস্বতিনি। সম্প্রতি সেরাজ্যের ৫৬ বছর বয়সি রাজা এমস্বাতী নিজের ১৬ নম্বর বিয়েটি সেরে ফেলেছেন। তাঁর নবতম সহধর্মিণী আবার খোদ দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জেকব জুমার মেয়ে নমকেবা জুমা। সে সাম্রাজ্যে বহু বিবাহের চল রয়েছে। নিজের স্বামীকে আরও ১৫ জনের সঙ্গে ভাগ করে নিতে হবে বলে একটুও দুঃখ নেই ২১ বছরের নমকেবার। বরং হাতে ঢাল-তরবারি নিয়ে হাজারখানেক মহিলার সঙ্গে সম্প্রদায়ের পরম্পরা মেনে নাচতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।

যোগ্যতমের বিবর্তনে ফাইনালে সিনার

নিউ ইয়র্ক, ৭ সেপ্টেম্বর : ইউএস ওপেনের সেমিফাইনাল, ফাইনাল মানে ভারতীয় টেনিসপিপাসুদের জন্য মধ্যরাতের মনোরঞ্জনের নিখাদ স্ক্রিপ্ট। কিন্তু শুক্রবারের রাতটা তেমন ছিল না। বরং অনেক বেশি করে ছিল মানসিক কাঠিন্য দেখানোর মঞ্চ। যে লড়াইয়ে যোগ্যতমের বিবর্তনে প্রথমবার ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠলেন বিশ্বের পয়লা নম্বর জানিক সিনার। পুরুষদের সিঙ্গলসে ৩ ঘণ্টা ৩ মিনিটে স্ট্রেট সেটে হারালেন ব্রিটেনের জ্যাক ড্রাপারকে। ইতালির সিনারের পক্ষে স্কোরলাইন ৭-৫, ৭-৬ (৭/৩), ৬-২।

> স্বপ্নপূরণের রাত। এই রকম রাতের জন্যই তো পরিশ্রম করা। ফাইনালে সর্বস্ব উজাড় করে দেব।
>
> **টেলর ফ্রিৎজ**

আর্থার অ্যাশ স্টেডিয়ামে স্থানীয় সময় দুপুর সাড়ে তিনটায় ম্যাচ শুরু হয়েছিল। ফলে জানাই ছিল, নিউ ইয়র্কের প্রবল গরম দুই খেলোয়াড়েরই পরীক্ষা নেবে। বাস্তবে সেটাই হল। তাই টুর্নামেন্টে 'জীবিত' থাকার লড়াইয়ে সিনার ও ড্রাপার সৌন্দর্য ভুলে মন দিলেন কার্যকরী টেনিসে। প্রথম সেটে সপ্তম গেমে প্রথমবার ড্রাপারের সার্ভিস ব্রেক করেন সিনার। পরের গেমে একই কাজ করেন ড্রাপার। ১১ নম্বর গেমে সিনার আরও একটি ব্রেক পয়েন্ট পেয়ে সেট জিতে নেন।

নাটক চরমে পৌঁছায় দ্বিতীয় সেটে। যেখানে গরম সহ্য করতে না পেরে কোর্টেই তিনবার বমি করলেন ড্রাপার। তাঁর ঘামে ভেজা জুতোর দাগ কোর্ট থেকে মুছতে ম্যাচও থামাতে হল কিছুক্ষণ। ঘামে গোটা শরীর ভিজে যাওয়ায় ট্রেডমার্ক ফোরহ্যান্ডে সিনার একবারেই নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছিলেন না। নবম গেমে ৩০-৩০ অবস্থায় লম্বা র‍্যালির মধ্যে শরীরের ভারসাম্য রাখতে না পেরে কবজিতে আঘাত পান সিনার। যার জন্য তাঁকে মেডিক্যাল টাইমআউটও নিতে হয়। এতকিছুর পরও টাইব্রেকারে সেট বার করেন সিনার।

তৃতীয় সেটে বিশেষকিছু নয়। গরমে নাজেহাল ড্রাপার জোড়া সেট হারের পর পরাজয় কার্যত মেনে নিয়েছিলেন। ১০টি ডাবল ফল্টের সঙ্গে ৪৩টি আনফোর্সড এররের পর ড্রাপারের কিছু করারও ছিল না। সিনারও যেন চাইছিলেন দ্রুত ম্যাচ শেষ করতে। জোড়া ব্রেক পয়েন্ট পেয়ে যাওয়ায় ৬-২ গেমে সেট জিতে ফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করে ফেলেন সিনার।

গত মাসে মন্ট্রিল ওপেনে ডাবলসে পার্টনার ছিলেন সিনার ও ড্রাপার। বন্ধুর বিরুদ্ধে জয়ে পর সিনার বলেছেন, 'প্রচণ্ড ফিজিকাল লড়াই হল। ড্রাপার বর্তমানে সার্কিটের অন্যতম কঠিন প্রতিপক্ষ।' ফাইনালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেলর ফ্রিৎজের বিরুদ্ধে খেলতে হবে সিনারকে। যা নিয়ে সিনারের বক্তব্য, 'নিউ ইয়র্কে আমেরিকানের বিরুদ্ধে খেলতে হলে দর্শক আমার পক্ষে থাকত না। ইতালি হলে বিষয়টি উলটো হত। ফাইনালে দর্শকদের চিৎকার কীভাবে থামাতে হয়, সেটা আমি জানি। তাই এসব নিয়ে ভাবছি না।'

এদিকে, অল আমেরিকান সেমিফাইনালে সতীর্থ ফ্রান্সিস টিয়াফোকে পাঁচ সেটের লড়াইয়ে হারিয়ে ফাইনালে উঠলেন ফ্রিৎজ। একইসঙ্গে ১৫ বছর পর প্রথম আমেরিকান পুরুষ হিসেবে কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের খেতাবি লড়াইয়ের টিকিট পেলেন তিনি।

২০০৯ সালে শেষবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যান্ড রডিক উইম্বলডনের ফাইনালে উঠেছিলেন। দুরন্ত প্রত্যাবর্তনে এদিন ফ্রিৎজ জিতলেন ৪-৬, ৭-৫, ৪-৬, ৬-৪, ৬-১ গেমে। রডিককে ছোঁয়ার আরও একটি সুযোগ রয়েছে ফ্রিৎজের। ২০০৩ সালে শেষ আমেরিকান হিসেবে পুরুষদের সিঙ্গলসে ইউএস ওপেন জিতেছিলেন রডিক। রবিবার সিনারকে হারাতে পারলে রডিকের পাশে বসে পড়বেন ফ্রিৎজ।

প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে ওঠার আনন্দ নিয়ে ফ্রিৎজ বলেছেন, 'স্বপ্নপূরণের রাত। এই রকম রাতের জন্যই তো পরিশ্রম করা। ফাইনালে সর্বস্ব উজাড় করে দেব।'

১৫ বছরের খরা কাটালেন ফ্রিৎজ

গ্র্যান্ড স্ল্যামের ফাইনালে প্রথমবার দেখা হবে টেলর ফ্রিৎজ (বাঁয়ে) ও জানিক সিনারের।

> নিউ ইয়র্কে আমেরিকানের বিরুদ্ধে খেলতে হলে দর্শক আমার পক্ষে থাকত না। ইতালি হলে বিষয়টি উলটো হত। ফাইনালে দর্শকদের চিৎকার কীভাবে থামাতে হয়, সেটা আমি জানি। তাই এসব নিয়ে ভাবছি না।
>
> -জানিক সিনার

ইন্ডিয়া 'সি'-কে জেতালেন মানব ■ লড়াই অভিষেকের

দলীপে বিস্ফোরক ব্যাটিং ঋষভের

বেঙ্গালুরু ও অনন্তপুর, ৭ সেপ্টেম্বর : বাবা চেয়েছিলেন ফাস্ট বোলার হোক পুত্র।

স্বপ্ন দেখতেন ছেলের বিরুদ্ধে খেলার সময় যেন আতঙ্কে ভোগে ব্যাটাররা। বাবার দ্বিতীয় স্বপ্ন পূরণের পথে একটু একটু করে এগোচ্ছেন রাজস্থানের বছর বাইশের বাঁহাতি স্পিনার মানব সুথার। তবে পেস নয়, স্পিন-ঘূর্ণিতে। ছোটবেলার কোচের পরামর্শে স্পিনার হয়ে ওঠার পাঠ।

কোচ যে ভুল করেননি অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতীয় 'সি' বনাম 'ডি' দলের দলীপ ট্রফির ম্যাচে প্রমাণিত। পেস সহায়ক বাউন্সি পিচে গতকালই কামাল দেখিয়ে ৫ উইকেট তুলে নিয়েছিলেন। আজ 'ডি' দলের শেষ দুই উইকেট নিয়ে ৪৯ রান খরচ করে একেবারে ৭ শিকার।

বোলিংয়ের পর ব্যাটিং-চাপের মুখে অপরাজিত ১৯ রানের ক্যামিও ইনিংসে 'সি' দলের জয়ের অন্যতম কারিগরও। ২৩৩ রানের জয়লক্ষ্যে একসময় স্কোর ছিল ১৯১/৬। সারাংশ জৈনের অফস্পিনে উত্তেজক পরিণতির হাতছানি। যদিও অবিচ্ছিন্ন সপ্তম উইকেটে বাংলার অভিষেক পোড়েলের (অপরাজিত ৩৫) সঙ্গে ৪২ রানের জুটিতে জয় সুনিশ্চিত করেন মানব। শেষ ওভারে সারাংশকেই চার ও ছক্কা হাঁকিয়ে স্পিন-অলরাউন্ডার হয়ে ওঠার প্রতিশ্রুতি রাখেন।

বড় স্কোর না পেলেও 'সি' দলের হয়ে ভালো শুরু দিয়ে যান অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড় (৪৬), বি সাই সুদর্শন (২২), আরিয়ান জুয়াল (৪৭), রজত পাতিদাররা (৪৪)। কিন্তু মাঝে পরপর উইকেট খুইয়ে পরিস্থিতি কঠিন হয়ে যায়। শেষপর্যন্ত অভিষেক-মানবের জুটিতে ৪ উইকেটের ব্যবধানে তিনদিনের মধ্যেই জয় নিশ্চিত।

বেঙ্গালুরুতে অনুষ্ঠিত 'এ' বনাম 'বি' ম্যাচের তৃতীয় দিনে ঋষভ পন্থ, সরফরাজ খানদের ব্যাটিং দাপট। ৯০ রানে এগিয়ে থাকার পর দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নেমে অভিমন্যু ঈশ্বরণের 'বি' দলের স্কোর ১৫০/৬। ২৪০ রানের লিড। 'এ' দলের আকাশ দীপ, খলিল আহমেদে দাপটে দ্রুত ফেরেন যশস্বী জয়সওয়াল (৯), অভিমন্যু ঈশ্বরণ (৪), প্রথম ইনিংসের নায়ক মুশির খান (০)।

৩৪ বলে অর্ধশতরানের পথে ঋষভ পন্থ। শনিবার বেঙ্গালুরুতে।

কিন্তু ২২/৩ পরিস্থিতি থেকে পালটা মারে চাপ কাটিয়ে ওঠেন ঋষভ (৪৭ বলে ৬১) ও সরফরাজ (৩৬ বলে ৪৬)। প্রথম ইনিংসে মাত্র দশ বল স্থায়ী হয়েছিলেন ঋষভ। ৭ রানে ফেরেন। এদিন অবশ্যই বাংলাদেশ সিরিজের প্রস্তুতি ভালোমতোই সারলেন উইকেটকিপার-ব্যাটার। সরফরাজ অপরদিকে ঝোড়ো ইনিংসের পথে টানা ৫ বলে বাউন্ডারি হাঁকান।

ঋষভদের জুটিতে লিড এদিন আড়াইশোর কাছাকাছি পৌঁছে যায়। আগামীকাল শেষ দিনে লিডটা বাড়লে, শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন 'এ' দলের কাজ নিঃসন্দেহে আরও কঠিন হবে। দিনের শুরুতেই কিন্তু ভালো জায়গায় ছিল শুভমানের দল। একসময় স্কোর ছিল ১৪৫/২। কিন্তু রিয়ান পরাগ (৩০) ফেরার পর ধস। লোকেশ রাহুল ফেরেন ৩৭ রানে। শেষপর্যন্ত ২৩১ রানে গুটিয়ে যায় 'এ' দল। তিনটি করে উইকেট নেন মুকেশ কুমার ও নভদীপ সাইনি।

খেলায় আজ

২০০১ : ১৭তম জন্মদিনের একদিন আগে কলম্বো টেস্টে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ইনিংসে ১১৪ রান করলেন মহম্মদ আশরাফুল। টেস্টে তিনি কনিষ্ঠতম শতরানকারী। টেস্টটি অবশ্য বাংলাদেশ এক ইনিংস ও ১৩৭ রানে হেরে যায়।

সেরা অফবিট খবর

রেবেকার নামে স্টেডিয়াম

প্যারিস অলিম্পিকে মহিলাদের ম্যারাথনে অংশ নিয়েছিলেন উগান্ডার রেবেকা চেপতেগেই। কথা কাটাকাটির মাঝে পেট্রোল ঢেলে গায়ে আগুন লাগিয়ে দেন তাঁর বয়ফ্রেন্ড। শরীরের ৮০ শতাংশ পুড়ে যাওয়া নিয়ে কেনিয়ার একটি হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রেবেকাকে বাঁচানো যায়নি। প্যারিসের মেয়র অ্যানে হিদালগো বলেছেন, 'আমাদের শহরে একটি স্টেডিয়াম রেবেকার নামে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যাতে ওঁর কথা সবার মনে থাকে।'

উত্তরের মুখ

শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প অনূর্ধ্ব-১৬ ফুটবলে রনি বর্মন (মাঝে) দুরন্ত পারফরমেন্সের সঙ্গে একটি গোল করে ম্যাচের সেরা হয়েছে। ম্যাচে তার দল রায় এফসিসি ৩-০ গোলে হারিয়েছে ঘোঘোমালি এফসিসি-কে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে কয়টি টেস্ট ড্র রেখেছে ?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. হুলিয়ান আলভারেজ, ২. মাঝে শ্রীলঙ্কার রাষ্ট্রপতি নির্বাচন পড়ায়।

সঠিক উত্তরদাতারা

স্বর্ণেন্দু, নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, অসীম হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, অমৃত হালদার, সুজন মহন্ত, রুয়েল আলম।

কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঋদ্ধিমান সাহা, মনোজ তিওয়ারি ও অনুষ্টুপ মজুমদার। ছবি : ডি মণ্ডল

কালীঘাটে সই ঋদ্ধিমান-মনোজদের

বিচার চাইলেন আরজি কর কাণ্ডের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : নতুন স্বপ্ন। নতুন শুরু।

বাংলার ক্লাব ক্রিকেট খেলতে আরও একটি মরশুমের জন্য চুক্তিবদ্ধ হলেন মনোজ তিওয়ারি, ঋদ্ধিমান সাহা, অনুষ্টুপ মজুমদাররা। আজ দুপুরে সিএবিতে হাজির হয়ে বঙ্গ ক্রিকেটের ত্রয়ী কালীঘাট ক্লাবে খেলার জন্য চুক্তি সারলেন। একসঙ্গে স্বাক্ষরের কিছু সময় পরই ময়দানের কালীঘাট ক্লাব তাঁবুতে বসে সাংবাদিক সম্মেলন করে নিজেদের ভাবনা ও পরিকল্পনার কথাও শুনিয়ে দিলেন পাপালি-মনোজরা।

মনোজ বাংলার প্রাক্তন ক্রিকেটার, বর্তমানে রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রীও। ঋদ্ধি তাঁর কেরিয়ারের শেষ মরশুম শুরু করতে চলেছেন। অনুষ্টুপও তাঁর দীর্ঘ ক্রিকেট কেরিয়ারের সায়াহ্নে পৌঁছে গিয়েছেন। এমন অবস্থায় কালীঘাট ক্লাবের হয়ে আসন্ন ঘরোয়া মরশুমে খেলার সিদ্ধান্তের পাশে আরজি কর কাণ্ড নিয়েও মুখ খুললেন তাঁরা। 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'-কে ঋদ্ধিমান বলে দিলেন, 'বাকি সবার মতো আমিও আরজি কর কাণ্ডের দ্রুত বিচার চাই। আমার বাড়িতেও কন্যা রয়েছে। একজন বাবা হিসেবে এমন ঘটনার নিন্দা করার পাশে আমি চাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক দোষীদের।

> আমিও আরজি কর কাণ্ডের দ্রুত বিচার চাই। আমার বাড়িতেও কন্যা রয়েছে। একজন বাবা হিসেবে এমন ঘটনার নিন্দা করার পাশে আমি চাই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক দোষীদের।
>
> **ঋদ্ধিমান সাহা**

জানি না কবে তিলোত্তমার দোষীরা শাস্তি পাবে।' টিম ইন্ডিয়ার হয়ে ৪০টি টেস্ট খেলা ঋদ্ধিমানের মতোই বাংলার প্রাক্তন অধিনায়ক তথা রাজ্যের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজও আরজি কর কাণ্ডের দ্রুত বিচারের অপেক্ষায়। তাঁর কথায়, 'আগেও বলেছি, আজ আবারও বলছি, এমন ঘটনার দ্রুত শাস্তি হওয়া খুব জরুরি। কে বা কারা সেদিন রাতে আরজি কর হাসপাতালে এমন নারকীয় কাণ্ড ঘটিয়েছিল, আমরা সবাই সেটা জানতে চাই। আশা করব, সিবিআই দ্রুত কিছু করে দেখাবে। প্রায় এক মাস পার হয়ে গেল ঘটনার পর।'

ঋদ্ধিমান, মনোজদের মতোই তিলোত্তমার অপরাধীদের দ্রুত বিচার ও কঠিন শাস্তি চাইছেন অনুষ্টুপও। সম্প্রতি সিএবি-র বর্ষসেরা ক্রিকেটার হয়েছেন তিনি। আর বর্ষসেরার সম্মান নির্যাতিতাকে উৎসর্গ করার সিদ্ধান্তের কথা তিনি আগেই জানিয়েছিলেন 'উত্তরবঙ্গ সংবাদকে'। আজ রুকু (অনুষ্টুপের ডাকনাম) ফের বলে দিলেন, 'অভিশপ্ত সেই রাতের পর প্রায় এক মাস পার হতে চলল। জানি না বিচারের জন্য আর কতদিন আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। অপেক্ষা করতে আমি রাজি। কিন্তু সেই অপেক্ষা যেন ফলদায়ক হয়। দোষীরা যেন কঠিন শাস্তি পায়।'

রাহুল স্যরের প্রশংসা এখনও 'রসদ' সঞ্জুর

নয়াদিল্লি, ৭ সেপ্টেম্বর : সালটা ২০১৩।

আইপিএলে দল পাওয়ার জন্য ট্রায়াল দিয়ে বেড়াচ্ছেন বিভিন্ন দলে। ২০১২ সালে কলকাতা নাইট রাইডার্স দলে নিলেও একটা ম্যাচ খেলারও সুযোগ পাননি। পরের বছর ফের ট্রায়াল। রাজস্থান রয়্যালসের ট্রায়ালেও পৌঁছে যান। দুইদিনের ট্রায়াল খুব ভালো কাটেনি। যদিও তৎকালীন রাজস্থান রয়্যালসের অধিনায়ক রাহুল দ্রাবিড়ের প্রশংসা ও খেলার প্রস্তাব বদলে দেয় সঞ্জুর কেরিয়ার।

হেডকোচের দায়িত্বে রাজস্থান রয়্যালসে দ্রাবিড়ের প্রত্যাবর্তন নিয়ে প্রতিক্রিয়ায় অতীতের স্মৃতিরোমন্থন অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের। ২০১৩ সালের ঘটনা টেনে বলেছেন, 'শ্রীসান্তভাই (শান্তাকুমারন শ্রীসান্ত) আমাকে ট্রায়ালে নিয়ে গিয়েছিল। প্যাডি আপটন, জুবিন বারুচা (টিম ডিরেক্টর) ছিলেন। সম্ভবত ট্রায়ালে ছিলেন রাহুল স্যরও। ট্রায়াল খুব ভালো হয়নি। খুব বেশি আশাবাদীও ছিলাম না। যদিও পরে রাহুল স্যরই স্বয়ং এসে বলেন, তুমি সত্যিই খুব ভালো চেষ্টা করেছ। আমাদের দলে খেলতে চাও? ক্রিকেট কিংবদন্তির যে কথাগুলি আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিল। ওঁর মতো কেউ যখন বলেন আমি যথেষ্ট ভালো, তখন অবশ্যই ভালো।'

স্মৃতির সরণি বেয়ে সঞ্জু স্যামসন আরও বলেছেন, 'রাজস্থানে যোগ দেওয়ার আগে কেকেআরের ট্রায়ালেও যাই। কারণ, জানতাম না ভাগ্যে কী রয়েছে, দলগুলি কী ধরনের প্লেয়ার চাইছে। সংশয়ের কারণ, ট্রায়ালে ভালো কিছু করতে পারিনি। তারপরও রাহুল স্যর প্রশংসা করে খেলার প্রস্তাবও দেন। আমার জন্য স্পেশাল ডে।' প্রসঙ্গত, ২০১৩ থেকে দুই বছর বাদ দিলে (গড়াপেটা বিতর্কে ২০১৬ ও ২০১৭ সালের লিগে রাজস্থান নির্বাসিত ছিল) রাজস্থান রয়্যালস-পরিবারের অংশ সঞ্জু।

ধারাবাহিক ব্যর্থতায় মন্তব্য সৌরভের

'পাক ক্রিকেটে প্রতিভার অভাব'

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : সময়টা একেবারেই ভালো যাচ্ছে না পাকিস্তান ক্রিকেটের। ধারাবাহিক ব্যর্থতার আঁধারে ডুবে রয়েছে ওয়াঘা সীমান্তের ওপারের ক্রিকেট সমাজ।

প্রায় এক হাজার দিনের বেশি কেটে গিয়েছে। ঘরের মাঠে টেস্ট জিততে পারেননি বাবর আজমরা। সম্প্রতি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সিরিজে হোয়াইটওয়াশও হতে হয়েছে। তারপরই প্রশ্ন উঠেছে, এ কোন পাকিস্তান ক্রিকেট দল। ভালো মানের জোরে বোলার নেই। স্পিনারেরও আকাল। আর ব্যাটারদের কথা যত কম বলা যায়, ততই ভালো। পাক ক্রিকেটে ঠিক কী সমস্যা হচ্ছে, তা নিয়ে নানা মুনির নানা মত ইতিমধ্যেই সামনে আসতে শুরু করেছে। আজ সেই তালিকায় যোগ দিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ওয়াসিম আক্রাম, ওয়াকার ইউনিস, ইনজামাম-উল-হকদের দেশে প্রতিভার অভাব দেখছেন মহারাজ। তাঁর কথায়, 'পাকিস্তান ক্রিকেটের মান পড়ছে। প্রতিভারও অভাব রয়েছে বলে মনে হয়। না হলে এমন হতশ্রী পারফরমেন্স হয় না ওদের।'

ইমরান খান, জাহির আব্বাস, সেলিম মালিক, জাভেদ মিয়াঁদাদদের মতো প্রতিভা যে দেশ থেকে উঠে এসে ক্রিকেট দুনিয়া শাসন করেছে। সেই দেশে এখন ক্রিকেটের এমন দুরবস্থা কেন? সৌরভের পর্যালোচনা, 'পাক ক্রিকেটের অন্দরে ঠিক কী সমস্যা হয়ে রয়েছে, বলা কঠিন। কিন্তু একটা বিষয় স্পষ্ট, দুনিয়াকে শাসন করার মতো ক্রিকেটার এখন পাকিস্তান দলে নেই।' তাহলে কি পাক দল ঘরোয়া ক্রিকেট রাজনীতির শিকার? একটু সময় নিয়ে মহারাজ বলছেন, 'রাজনীতি পাকিস্তান ক্রিকেটে আগেও ছিল। হয়তো এখনও রয়েছে। কিন্তু তার প্রত্যক্ষ প্রভাব ক্রিকেটে আগে পড়েনি। এখন সেটাই দেখছি আমরা।' পাকিস্তানে প্রথমবার সিরিজ জয়ের জন্য বাংলাদেশ দলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন সৌরভ। যদিও সাকিব আল হাসানরা ভারত সফরে টেস্ট খেলতে হাজির হয়ে রোহিত শর্মাদেরও হারিয়ে দিতে পারেন, এমন সম্ভাবনা দেখছেন না সৌরভ। তাঁর কথায়, 'বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সাফল্যের জন্য অভিনন্দন। কিন্তু ভারতের মাটিতে রোহিতদের বিরুদ্ধে ওদের ফেভারিট ধরতে পারছি না।'

> রাজনীতি পাকিস্তান ক্রিকেটে আগেও ছিল। হয়তো এখনও রয়েছে। কিন্তু তার প্রত্যক্ষ প্রভাব ক্রিকেটে আগে পড়েনি। এখন সেটাই দেখছি আমরা।
>
> **সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়**

সবচেয়ে সৎ শচীন, দাবি আজমলের

শারজা, ৭ সেপ্টেম্বর : সৎ এবং সহৃদয়। বিশ্ব ক্রিকেটে শচীন তেন্ডুলকারের যে মানসিকতা বিরল। দাবি পাকিস্তানের প্রাক্তন স্পিনার সইদ আজমলের। ভারতীয় কিংবদন্তিকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে শারজায় একটি স্কুল ক্রিকেটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আজমল বলেছেন, 'গ্রেট ক্রিকেটার। সবচেয়ে সৎ এবং সহৃদয়। কিংবদন্তি। আমি স্যর বলতাম। যে বিশেষণের যোগ্য ছিলেন। ওঁর বিরুদ্ধে খেলা আমার কাছে সম্মানের।'

প্রিয় ক্রিকেটারের উইকেট কেরিয়ারের অন্যতম সেরা প্রাপ্তি আজমলের। বলেছেন, 'ওঁকে আউট করা সারাজীবন মনে রাখব। মনে রাখব শচীন স্যরের সঙ্গে খেলার স্মৃতি। ২০১০ সালে একটি লিগে একসঙ্গে খেলেছিলাম। কেভিন পিটারসেনকে আউট করার জন্য দুসরা করার পরামর্শ দেন। আমি ৪ ওভারে ৪ উইকেট নেওয়ার পর উনি বলেছিলেন, এখনও ৬ উইকেট দরকার। এখানেই থেমে থেকো না। বরাবর আমাদের সম্মান দিয়েছেন। সবদিক থেকেই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব।'

দায়িত্ব নিয়েই কাজ শুরু দ্রাবিড়ের

জয়পুর, ৭ সেপ্টেম্বর : পিচটা তাঁর পরিচিত। কিন্তু পরিস্থিতির যে আমূল বদল ঘটে গিয়েছে!

রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে তিনি খেলেছেন আইপিএলে। রাজস্থানের হয়ে তিনি মেন্টরের দায়িত্বও পালন করেছেন। কিন্তু সেসবই তো অতীতে।

বর্তমানটা টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বজয়ী প্রাক্তন কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে আলাদা। গত ২৯ জুন বার্বাডোজে স্বপ্নপূরণ হয়েছে দ্রাবিড়ের। ক্রিকেটার, কোচ—ভূমিকা যাই হোক না কেন, প্রথমবার বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ পেয়েছেন রাহুল। সঙ্গে পেয়েছেন বিশ্বজয়ী কোচের তকমাও। সেই তকমা নিয়ে দ্রাবিড় এখন রাজস্থানের কোচ। ২০২৫ সালের আইপিএল তাঁর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হতে চলেছে নিশ্চিতভাবেই। তার আগে দায়িত্ব নেওয়ার পরই কাজ শুরু করে দিয়েছেন তিনি। আজ রাজস্থান রয়্যালসের সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো পোস্ট হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, ফ্র্যাঞ্চাইজি শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে দল নিয়ে বৈঠক করছেন কিংবদন্তি দ্রাবিড়। রাজস্থানের সংসারে আগামীদিনে কীভাবে দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটানো যায়, সেসব নিয়েই আলোচনা হয়েছে বলে খবর। রাজস্থানের তরফে সমাজমাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিয়োতে বার্তা দিয়েছেন দ্রাবিড়ও। তিনি বলেছেন, 'রাজস্থানের দায়িত্ব নিয়ে আমি খুশি। টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর কিছুদিন বিশ্রাম নিয়েছি। আমার মতে, নতুন চ্যালেঞ্জ নেওয়ার জন্য এটাই আসল সময়। রাজস্থানের জন্য আইপিএলের মঞ্চে সাফল্য আনতে চাই আমি।'

সাদা বলে নেতৃত্ব হারানোর পথে বাবর

লাহোর, ৭ সেপ্টেম্বর : আরও চাপে বাবর আজম।

ব্যাটে রান নেই। বাংলাদেশের হাতে হোয়াইটওয়াশের পর নিশানায় বাবর। খবর টেস্টের পর এবার বাকি সাদা বলের ক্রিকেটেও নাকি অধিনায়কত্ব হারাতে চলেছেন। ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপ থেকে ২০২৪ টি২০ বিশ্বকাপ- বাবরের নেতৃত্বাধীন পাক দলের পারফরমেন্স গ্রাফ নিম্নমুখী। টেস্ট-ব্যর্থতা সেই বিতর্কের আগুনে ঘি ঢেলেছে।

খবর, বাবরকে সরিয়ে দীর্ঘদিনের সতীর্থ মহম্মদ রিজওয়ানকে অধিনায়ক করতে চলেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। এর আগেও রঙিন ফরম্যাট থেকে বাবরকে ছাঁটাই করে শাহিন শা আফ্রিদিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। যদিও দ্রুত সেই সিদ্ধান্ত বদলে ফের বাবরকে নেতৃত্বে ফেরায় পিসিবি। অধিনায়কত্ব নিয়ে চলতি নাটকে আবার বাবর ছাঁটাইয়ের সম্ভাবনা, দৌড়ে রিজওয়ান।

পিসিবি-র এক শীর্ষ আধিকারিক আরও চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন। বলেছেন, টেস্টে টানা ব্যর্থতায় নেতৃত্ব হারাতে চলেছেন শান মাসুদও। সেক্ষেত্রে

ডামাডোল রুটদের পাক সফরে

তিন ফরম্যাটেই এক অধিনায়ক থিয়োরিতে রিজওয়ানে ভরসা রাখার ভাবনা। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৭ অক্টোবর শুরু তিন ম্যাচের টেস্ট সিরিজে নেতৃত্বে পালাবদল ঘটে যাবে। টস করতে নামবেন রিজওয়ান।

এদিকে, জো রুটদের পাকিস্তান সফর ঘিরে আবার অনিশ্চয়তার মেঘ। সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে

> বড় ভাই হিসেবেই বলছি, বয়স অনেক হল। এবার বিয়ে করে নাও। জানি, একজন প্লেয়ার যখন সাফল্য পায় না, তার মনে কী চলে। বাবরের অভিভাবকের উচিত, ওর বিয়ে দিয়ে দেওয়া।
>
> **বাসিত আলি**

সিরিজ সরানো হতে পারে বলেও আশঙ্কা করা হচ্ছে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টের প্রাক্কালে ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম সেই সম্ভাবনাকে উসকে দিয়েছেন। রুটদের হেডকোচ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'পাকিস্তান সফর নিয়ে শেষপর্যন্ত কী ঘটতে চলেছে, আমরা জানি না। সমস্যা হল, যতক্ষণ না জানতে পারব সিরিজ কোথায় হবে, ততক্ষণ দল নির্বাচন করা মুশকিল।'

ম্যাককুলামের যুক্তি, দল বাছাইয়ের ক্ষেত্রে যেখানে খেলা হবে, সেখানকার পরিস্থিতি, পরিবেশ, পিচের মতো ফ্যাক্টরগুলি মাথায় রাখতে হয়। তাই কেন্দ্র নিয়ে ডামাডোল দ্রুত মেটা প্রয়োজন। আশাবাদী দিন দুয়েকের মধ্যে সংশয় মিটে যাবে।

সাফল্যে ফিরতে বাবর আজমকে আবার অভিনব প্রস্তাব দিয়েছেন বাসিত আলি। দাবি, বিয়ে করলেই নাকি সমস্যা মিটে যাবে! বাবরের উদ্দেশে বাসিত বলেছেন, 'বড় ভাই হিসেবেই বলছি, বয়স অনেক হল। এবার বিয়ে করে নাও। জানি, একজন প্লেয়ার যখন সাফল্য পায় না, তার মনে কী চলে। বাবরের অভিভাবকের উচিত, ওর বিয়ে দিয়ে দেওয়া।'

বাইরে কাদিরি

কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : আইএসএল শুরুর আগে বড় ধাক্কা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে। এসিএল চোটের জন্য এক বছর মাঠের বাইরে থাকবেন বিদেশি মিডিও মহম্মদ কাদিরি। গত বৃহস্পতিবার অনুশীলনে চোট পান তিনি। ইতিমধ্যে তাঁর বিকল্প খোঁজা শুরু করে দিয়েছে মহমেডান।

MARBLE | GRANITE
MARBLE MOORTI
Eastern India's Finest Natural Stone Experience
Subh Marbles 1985
Floors To Walls
9093260030
7828774703
www.subhmarbles.com

এগিয়েও জিততে ব্যর্থ এমবাপেরা

প্যারিস, ৭ সেপ্টেম্বর : মাত্র ১৩ সেকেন্ডে গোল। তারপরও ঘরের মাঠে ম্যাচ জিততে ব্যর্থ ফ্রান্স। উয়েফা নেশনস লিগের ম্যাচে ইতালির মুখোমুখি হয়েছিলেন কিলিয়ান এমবাপেরা। ব্র্যাডলি বারকোলা ১৩ সেকেন্ডে এগিয়ে দিয়েছিলেন ফরাসিদের। এই গোলের সুবাদে বারকোলা ফ্রান্সের জার্সিতে দ্রুততম গোলস্কোরার হয়েছেন। কিন্তু শুরুতে গোল খেয়েও শেষপর্যন্ত ঘুরে দাঁড়ায় ইতালি। ৩০ মিনিটে ফ্রেডরিকো ডিমারকোর গোলে সমতায় ফেরে লুসিয়ানো স্প্যালেত্তির ছেলেরা। ৫০ মিনিটে ইতালিকে এগিয়ে দেন ডেভিড ফ্রাত্তেসি। ৭৪ মিনিটে আজুরিদের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন জিয়াকোমো রাসপাডোরি। ম্যাচের পর ইতালির কোচ স্প্যালেত্তি বলেছেন, 'শুরুতে গোল খেলেও আমরা শেষপর্যন্ত দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছি। নিজেদের মনঃসংযোগ ধরে রাখতে পেরেছিলাম।' অন্যদিকে ফরাসি কোচ দিদিয়ের দেশঁ বলেছেন, 'এই ম্যাচে পরাজয় অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। তবে এটা নিয়ে ভাবছি না। ইতালিকে জয়ের জন্য অভিনন্দন জানাই।' এদিন ফ্রান্সের জার্সিতে স্বাভাবিক ছন্দে দেখা যায়নি অধিনায়ক এমবাপেকে। তবে ফরাসি সমর্থকদের আশা পরের ম্যাচেই জ্বলে উঠবেন এই তারকা।

অপর ম্যাচে বেলজিয়াম ৩-১ গোলে হারিয়েছে ইজরায়েলকে। বেলজিয়ামের হয়ে জোড়া গোল করেন কেভিন ডি ব্রুয়েন। অপর গোলটি আসে মিডিও ইউরি টিয়েলেম্যান্সের পা থেকে। ইজরায়েলের গোলটি আত্মঘাতী ছিল। এদিকে বেলজিয়াম অধিনায়ক ডি ব্রুয়েন ঠাসা ক্রীড়াসূচি নিয়ে ফিফা ও উয়েফার কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'ক্লাব বিশ্বকাপ ও প্রিমিয়ার লিগের প্রথম ম্যাচের মধ্যে মাত্র তিন সপ্তাহ ব্যবধান রয়েছে। এই সময়ে খেলোয়াড়দের সারা মরশুমজুড়ে প্রায় ৮০টি ম্যাচ খেলার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। ফিফা ও উয়েফার কাছে ফুটবলারদের পর্যাপ্ত বিশ্রামের বদলে অর্থই প্রাধান্য পাচ্ছে বেশি। তাই অতিরিক্ত ম্যাচ যোগ করা হচ্ছে।'

শনিবার নেশনস লিগে জয় পেয়েছে ইংল্যান্ড। ২-০ গোলে তারা হারিয়েছে আয়ারল্যান্ডকে। ডেকলান রাইস ও জ্যাক গ্রিয়েলিশ গোল করেন।

হারের পর হতাশ কিলিয়ান এমবাপে। ইতালির বিরুদ্ধে উয়েফা নেশনস লিগে।

চোখের জলে ফুটবলকে বিদায় জানালেন উরুগুয়ের তারকা স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেজ।

সুয়ারেজের বিদায়ি ম্যাচে ড্র উরুগুয়ের

ব্রাসিলিয়া, ৭ সেপ্টেম্বর : অবশেষে ২০২৬ বিশ্বকাপের বাছাইপর্বের খেলায় জয়ের সরণিতে ফিরল ব্রাজিল। তারা ১-০ গোলে হারাল ইকুয়েডরকে। ম্যাচের ৩০ মিনিটে জয়সূচক গোলটি আসে রডরিগোর পা থেকে। লুকাস পাকুয়েতার পাস থেকে ফিনিশ করেন এই রিয়াল মাদ্রিদ তারকা। গত জুলাইয়ের কোপা আমেরিকার পর এই প্রথম কোনও আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেললেন ভিনিসিয়াসরা। আপাতত ৭ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকায় চতুর্থ স্থানে উঠে এল ডোরিভাল জুনিয়ারের ছেলেরা। এদিকে বাছাইপর্বের অপর খেলায় প্যারাগুয়ের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে উরুগুয়ে। এই ম্যাচ ছিল জাতীয় দলের জার্সিতে উরুগুয়ের তারকা লুইস সুয়ারেজের শেষ ম্যাচ। অশ্রুসজল চোখে আন্তর্জাতিক ফুটবলকে বিদায় জানান এই তারকা। নিজের বিদায়ি ভাষণে সুয়ারেজ বলেছেন, 'খেলোয়াড়রা কোনওদিন দেশের থেকে বড় হতে পারে না। আগামীকাল থেকে আমি শুধু একজন উরুগুয়ের সমর্থক। আগামীদিনে দেশের হয়ে যারা খেলবে তাদের জন্য শুভকামনা রইল।'

জিতল ব্রাজিল

এদিন গোটা স্টেডিয়াম ছিল সুয়ারেজময়। এই ম্যাচে উপস্থিত ছিলেন সুয়ারেজের পরিবারের সদস্যরা। এদিকে সুয়ারেজকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি।

৬৪ রানে পড়ল ৭ উইকেট

লন্ডন, ৭ সেপ্টেম্বর : তৃতীয় টেস্টের প্রথম দিনের নায়ক ছিলেন ওলি পোপ। দ্বিতীয় দিনে অবশ্য উলটো চিত্র। ৬৪ রানে শেষ ৭ উইকেট হারিয়ে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে ৩২৫ রানে অল আউট হয়ে যায়। শ্রীলঙ্কার সফলতম বোলার মিলন রত্নায়েকে (৫৬/৩)। গতকালের ২২১/৩ স্কোর থেকে শুরু করার পর পোপ ছাড়া এদিন কেউ তাদের হয়ে প্রতিরোধ গড়তে পারেননি। জবাবে শ্রীলঙ্কাও প্রথম ইনিংসে ৯৩/৫ হয়ে গিয়েছিল। ওলি স্টোন নেন দুই উইকেট। এরপরই হাল ধরেন ধনঞ্জয় ডি সিলভা (৬৪) ও কামিন্দু মেন্ডিস (৫৪)। তাঁদের ১১৮ রানের অবিচ্ছেদ্য পার্টনারশিপে মন্দ আলোর জন্য দ্বিতীয় দিনের খেলা বন্ধের সময় শ্রীলঙ্কার স্কোর ২১১/৫।

HICKS DIGITAL THERMOMETER
ডাক্তাররা যার উপর ভরসা রাখেন তা-ই বেছে নিন
ভারতে অগ্রণী থার্মোমিটার ব্র্যান্ড।
৯৬%-এরও বেশি ডাক্তাররা ভরসা রাখেন সুপারিশ করেন।*
HICKS ডিজিটাল থার্মোমিটার ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে বিশ্বস্ত

জন্মদিনে উন্নত ফুটবলের ভাবনা মানোলোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৭ সেপ্টেম্বর : নিজের জন্মদিনে কি ছেলেদের কাছে জয় উপহার চাইলেন মানোলো মার্কুয়েজ? নিশ্চিতভাবেই মনে মনে অন্তত শুরুটা ভালো হোক, ৫৬ বছরের জন্মদিনে এমনটাই চেয়েছেন জাতীয় দলের নয়া স্প্যানিশ কোচ।

মরিশাসকে ০-২ গোলে হারিয়ে ভারতের কাজ আরও কঠিন করেছে সিরিয়া। ৯ তারিখ শেষ ম্যাচে তাদের বিরুদ্ধে জেতা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই ভারতের। তবে প্রথম ম্যাচে অত্যন্ত বিরক্তিকর ফুটবল উপহার দেন রাহুল ভেকে-লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতেরা। নিশ্চিতভাবেই এর থেকে ভালো পারফরমেন্স চাইবেন মানোলো। এদিন তাঁর জন্মদিন ফুটবলাররাই পালন করলেন। তবে তাও সন্ধ্যায় অনুশীলনের পর। মানোলো অবশ্য বললেন, 'জন্মদিন নিয়ে তেমন ভাবি না। আমার কাছে আর পাঁচটা দিনের মতোই।' পাঁচ বছর হল তিনি এদেশে এসেছেন। এখানে এসে তিনি যে খুশি সেই কথাও বলেছেন, 'আমার এখন ৫৬ বছর বয়স হল। তার মধ্যে এসে খুবই পরিতৃপ্ত ও গর্বিত। প্রথমে হায়দরাবাদ এফসি ও তারপর এফসি গোয়া, আর এখন ভারতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়া। এদেশে এসে সবকিছু যেভাবে এগিয়েছে তাতে আমার কোনও অভিযোগ নেই।'

মরিশাসের সঙ্গে ড্র করার পর ছেলেদের খেলায় খুব খুশি নন সেকথা ম্যাচের পরই জানান মানোলো। তিনি মেনেও নিচ্ছেন সবদিকেই প্রচুর উন্নতি দরকার। যদিও মানোলো জানিয়েছেন, তাঁর ছেলেদের উন্নতি করার মানসিকতায় তিনি খুশি।

ভারতের হেড কোচ মন্তব্য করেন, 'ছেলেদের মানসিকতায় এবং ওরা যেভাবে পরিশ্রম করছে তাতে আমি সন্তুষ্ট। এখন এই মুহূর্তে সবথেকে প্রয়োজনীয় হল এটাই। আসলে এখনও এক সপ্তাহও অনুশীলন হয়নি। হলে বোঝা যাবে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে। জানি এখন সময় লাগবে। সময় পেলে তবেই নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া বাড়বে ও পরিকল্পনা কাজে লাগবে। দেখবেন ক্লাব দলেও প্রাক-মরশুম প্রস্তুতির পর দেখবেন সময় লাগে যেকোনও কোচের খেলানোর ধরনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে।' সিরিয়ার বিরুদ্ধে যে কাজটা কঠিন সেটা জানেন বলেই মানোলোর বক্তব্য, 'সিরিয়া ম্যাচ কঠিন হবে। কিন্তু কোনও অজুহাত দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু বাস্তবটা হল, ওদের দলের অন্তত দশজন ফুটবলার আছে যারা ইউরোপ বা লাতিন আমেরিকায় খেলে। স্বাভাবিকভাবেই ওদের খেলার মান খুব উন্নত। তাই আমাদেরও দ্রুত নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে মাঠে নামতে হবে।' তবে তিনি আরও বলেছেন, 'আমার যে জিততে পারবই না, এমন কিন্তু নয়। তবে এখন সঠিক দল এবং খেলার স্টাইল খুঁজে বার করতে হবে।'

তিনিও আগের কোচদের মতোই বলেন যে, ভারতকে আরও উন্নত ও শক্তিশালী দলগুলির সঙ্গে খেলতে হবে। আপাতত অবশ্য তিনি নিজে, দুই সহকারি কোচ মহেশ গাউলি ও বেনিতো মনটালভো, গোলকিপিং কোচ মার্ক গামন ও স্ট্রেংথ ও কন্ডিশনিং কোচ হোসে কার্লোস বারোসো সিরিয়ার মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে খেলার জন্যই দলকে তৈরি করতে ব্যস্ত।

Keventer
Come & join us to start a new and Progressive innings!
DISTRIBUTORS WANTED !
Keventer Agro Limited is an established FMCG organization in Eastern India.
We are looking for Channel Partners and distributors for beverages, across all towns in the state of West Bengal.
With our rich experience and legacy for over two decades and under the quality guidance of Parle Agro, we have won the confidence of crores of people. So, become a distributor of Keventer Agro, make your progress and feel the success!
Call / Whatsapp / Email and get connected to us.
8100102334 | sales@keventer.com

DESUN HOSPITAL SILIGURI
রোজ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
ডিসান এক্সপ্রেস ক্লিনিকে সকাল 10টা-দুপুর 1টা
এই ক্লিনিকে মাত্র ৪ ঘন্টার ভেতরে ঃ ডাক্তার দেখিয়ে, তারপর টেস্ট করিয়ে, রিপোর্ট নিয়ে আবার ডাক্তার দেখিয়ে প্রেসক্রিপশন। যা অন্য কোথাও ৪ দিনও লেগে যায়। তাই ডিসান এক্সপ্রেস ক্লিনিকে দ্রুত সুচিকিৎসা হয়, সময় ও পয়সা দুটোই বাঁচে।
কার্ডিওলজি: Dr. Kailash Goyal, DM (Cardiology)
গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি: Dr. Vinit Khemka, DM (Gastro)
অর্থোপেডিক: Dr. Mrityunjoy Roy, MS (Orthopaedics); Dr. Sankalp Kumar, MS (Orthopaedics)
নিউরো সার্জারি: Dr. Vishram Pandey, MCh (Neurosurgery); Dr. Anurup Saha, MCh (Neurosurgery)
জেনারেল এবং ল্যাপ: Dr. Swelabh Suman, MS (General Surgery); Dr. Sumit Agarwal, MS (General Surgery)
অবস্টেট্রিক্স এবং গাইনোকোলজি: Dr. Akansha Gupta, MS (ObGy)
চেস্ট মেডিসিন: Dr. S Mridha, MD (Pulmonology); Dr. Sujit Gupta, MD (Pulmonology)
ইন্টারনাল মেডিসিন: Dr. S K Sharwan, MD (Int. Medicine); Dr. Avirup Majumdar, MD (Int. Medicine)
পেডিয়াট্রিক্স ও নিওনেটলজি: Dr. Ankit Agarwal, MD (Pediatrics) Fellow-Indian Academy of Pediatrics & Neonatology
প্লাস্টিক সার্জারি: Dr. Pravin Kumar, MCh (Plastic Surgery)
ইউরোলজি: Dr. Kundan Kumar, MCh (Urology)
নেফ্রোলজি: Dr. Abhinaba Debnath, DM (Nephrology); Dr. Vikrant Deshmukh, DNB (Nephrology)
হেমাটো অঙ্কোলজি: Dr. Gunjan Prasad, DNB (Clinical Haematology)
ইএনটি: Dr. Kasturi Mondal, MS (ENT)
ইন্টারভেনশন রেডিওলজি: Dr. Sanjay Sahu, MD (Radiology)
ডিসান হসপিটাল, শিলিগুড়ি নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজের পাশে
বুকিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন 90 5171 5171

দাদ হাজা চুলকানি ফাটাগোড়ালী
সমস্যা অনেক... সমাধান একটাই!
SD PHARMA
সেলিকল
SALICAL STRONG RINGWORM OINTMENT
Available in : 5g, 10g, 15g pot, 25g Tube, 15ml Lotion
Trade Enquiries M : 9804688185
Flipkart Health+ | Flipkart | amazon

নভদীপের রুপো বদলাল সোনায় ■ ২০০ মিটারে ব্রোঞ্জ সিমরনের

কাশ্মীরে বিস্ফোরণে উড়ে যায় সেমার পা

প্যারিস, ৭ সেপ্টেম্বর : প্যারালিম্পিকে নাগাল্যান্ডের প্রথম অ্যাথলিট হিসেবে পদক জিতেছেন ভারতীয় সেনার হাবিলদার হোকাতো হোতোজে সেমা। পুরুষদের এফ-৫৭ ক্যাটিগোরিতে শট পাটে তিনি ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। ১৪.৬৫ মিটার থ্রো করে

> আমার এই পদক স্ত্রীকে উৎসর্গ করছি। একটা সময় ছিল যখন দুইবেলা খাওয়ার মতো অর্থ উপার্জন করতে পারতাম না। তারপরও যাতে আমি অনুশীলন চালিয়ে যেতে পারি সেজন্য ও নিজে একবেলা খেয়ে থাকত। কিন্তু আমাকে দুইবেলাই খেতে দিত। আসলে আমি জীবনে যতবার পড়ে গিয়েছি, ততবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ও।
>
> **হোকাতো হোতোজে সেমা**

তাঁর পদকজয়ের পরই উঠে এসেছে কঠোর জীবনসংগ্রামের কথা। ২২ বছর আগে জম্মু ও কাশ্মীরে কাজ করতে গিয়ে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে সেমার একটি পা উড়ে গিয়েছিল। এই অবস্থাতে প্যারালিম্পিকে পদক জিতে তা তিনি উৎসর্গ করেছেন

এফ-৫৭ ক্যাটিগোরিতে শট পাটে ব্রোঞ্জ জিতে হোকাতো হোতোজে সেমা।

সোনা জয়ের পথে নভদীপ সিং।

স্ত্রীকে। বলেছেন, 'আমার এই পদক স্ত্রীকে উৎসর্গ করছি। আমার জীবনে ওর অবদানের কথা বলে শেষ করতে পারব না। একটা সময় ছিল যখন দুইবেলা খাওয়ার মতো অর্থ উপার্জন করতে পারতাম না। তারপরও যাতে আমি অনুশীলন চালিয়ে যেতে পারি সেজন্য ও নিজে একবেলা খেয়ে থাকত। কিন্তু আমাকে দুইবেলাই খেতে দিত। আসলে আমি জীবনে যতবার পড়ে গিয়েছি, ততবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ও।'

শনিবার একটি করে সোনা ও ব্রোঞ্জ জয়ে ভারতের পদকসংখ্যা পৌঁছে গেল ২৯-এ। পুরুষদের এফ-৪১ ক্যাটিগোরিতে জ্যাভলিন থ্রোয়ে প্রাথমিকভাবে নভদীপ সিং রুপো পেয়েছিলেন। ব্যক্তিগত সেরা পারফরমেন্স গড়ে তিনি তৃতীয় প্রয়াসে ছোড়েন ৪৭.৩২ মিটার। ইরানের সাদেগ বেইত সায়াহের থেকে ০.৩২ মিটার পিছিয়ে নভদীপ দুই নম্বরে শেষ করেন। যদিও পরে ইরানিয়ান অ্যাথলিটকে ডিসকোয়ালিফাই ঘোষণা করে নভদীপের হাতে সোনা তুলে দেওয়া হয়।

মহিলাদের টি-১২ ক্যাটিগোরিতে ২০০ মিটার দৌড়ে সিমরন শর্মা পেয়েছেন ব্রোঞ্জ। ২৪.৭৫ সেকেন্ডে শেষ করে তিনি তৃতীয় হন। পদক জয়ের জন্য তিনজনকেই অভিনন্দন জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

গ্যাস অ্যাসিডিটি?
মুক্তি পেতে চিরদিন আজ থেকেই নিন
LIVOSIN
গ্যাস, এসিডিটি ও বদহজম থেকে মুক্তি দেয়।
লিভোসিন-ডিএস লিভারের কার্যক্ষমতা বাড়ায় ও সুরক্ষা দেয়, ফ্যাটি লিভারেও কার্যকরী।
অসংযমী জীবনযাত্রার কারণে অসুস্থ লিভারকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।
লিভোসিন ক্যাপসুল রক্তকে পরিশোধন করে এবং ইমিউনিটি বাড়ায়।
অ্যান্টিঅক্সিডেন্টস প্রদান করে।
LIVOSIN Capsule | LIVOSIN Liquid | LIVOSIN DS
সুস্থ লিভার...সুস্থ জীবন
SCAN TO SHOP
Dr. Sarkar Allen GROUP Serving Life Since 1969
Medical Help-line (Toll free) 1800-345-2210 Website : www.allenhealthcare.co.in
Trade Query : 9775870850

SILIGURI STAR HOSPITAL
STAR HOSPITAL
DEPARTMENT OF NEUROSURGERY
AREA OF EXPERTISE:
■ Brain & Spine Surgery
■ Trauma Surgery
■ Endoscopic Neurosurgery
■ Peripheral Nerve Surgery
24h Emergency & Trauma Care
Available Services: Cathlab | Multislice CT Scan | Ultra Modular Operation Theatre | Digital X-Ray | Ultrasound | Echo | ECG | TMT/Holter | 24x7 Emergency & Trauma Care | Pharmacy | Critical Care Units (ICU, NICU, HDU) | Dialysis
CALL FOR APPOINTMENT 1800 123 8044 / 800 100 6060
starhospitalslg@gmail.com www.starhospitalslg.com
Asian Highway - 2, Tinbatti More, Siliguri - 734005

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা মহসিন আলি - কে 04.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 64J 18887 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটি আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনে দীপ্তির ন্যায় এসেছে। ডিয়ার লটারি বর্তমান সময়ে আমার অর্থনৈতিক স্থিতি নিয়ন্ত্রনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডিয়ার লটারি প্রচুর সাধারণ মানুষকে কোটিপতি তৈরি করেছে। এই জনকল্যাণ মূলক প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।